सत्यमेव जयते

কিছু কথা... কিছু কাজ...

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজ্যপাল

এম কে নারায়ণন

মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরাষ্ট্র, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, পার্বত্য বিষয়ক।

পূর্ণমন্ত্রী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়	ঃ	শিল্প ও বাণিজ্য, জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন, তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিষদ বিষয়ক
সুব্রত মুখোপাধ্যায়	ঃ	জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
অমিত মিত্র	ঃ	অর্থ, শুল্ক
মণীশ গুপ্ত	ঃ	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি
ফিরহাদ হাকিম	ঃ	পৌর বিষয়ক এবং নগরোন্নয়ন
মানস ভুঁইয়া	ঃ	সেচ ও জলপথ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
ব্রাত্য বসু	ঃ	উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা
মলয় ঘটক	ঃ	আইন, বিচার
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক	ঃ	খাদ্য ও সরবরাহ
পূর্ণেন্দু বসু	ঃ	শ্রম
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ঃ	কৃষি
অরূপ রায়	ঃ	কৃষি বিপণন
আবু হেনা	ঃ	মৎস্য
চন্দ্রনাথ সিং	ঃ	পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ
সাধন পান্ডে	ঃ	ক্রেতা বিষয়ক
ডা. সুদর্শন ঘোষদস্তিদার	ঃ	পরিবেশ ও পূর্ত
আবদুল করিম চৌধুরি	ঃ	জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

হায়দার আজিজ সফি	ঃ	সমবায়
জাভেদ খান	ঃ	অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা
নূরে আলম চৌধুরি	ঃ	প্রাণীসম্পদ বিকাশ
রচপাল সিং	ঃ	পর্যটন
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ঃ	আবাসন
সাবিত্রী মিত্র	ঃ	নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ
উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	ঃ	অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ
শান্তিরাম মাহাতো	ঃ	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি
গৌতম দেব	ঃ	উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
হিতেন বর্মণ	ঃ	বন
শঙ্কর চক্রবর্তী	ঃ	সংশোধন প্রশাসন
উজ্জ্বল বিশ্বাস	ঃ	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন
রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ঃ	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি
সৌমেন মহাপাত্র	ঃ	জলসম্পদ উন্নয়ন
সুকুমার হাঁসদা	ঃ	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

রাষ্ট্রমন্ত্রী

মদন মিত্র	ঃ	ক্রীড়া এবং পরিবহণ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অরূপ বিশ্বাস	ঃ	যুব বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আবাসন এবং পরিষদ বিষয়ক
শ্যামল মণ্ডল	ঃ	সুন্দরবন বিষয়ক (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), সেচ
সুব্রত সাহা	ঃ	মৎস্য
মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর	ঃ	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), ক্ষুদ্রশিল্প
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য	ঃ	স্বাস্থ্য
সাবিনা ইয়াসমিন	ঃ	শ্রম
সুনীল তিরকে	ঃ	ক্রেতা বিষয়ক
প্রমথনাথ রায়	ঃ	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
আবু নাসের খান চৌধুরী	ঃ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিষদ বিষয়ক

সূচিপত্র

১)	স্বরাষ্ট্র	৭
২)	কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার	৯
৩)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১১
৪)	ভূমি ও ভূমি সংস্কার	১৪
৫)	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক	১৬
৬)	সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	১৮
৭)	পার্বত্য বিষয়ক	২০
৮)	শিল্প ও বাণিজ্য	২১
৯)	জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন	২৫
১০)	তথ্য ও প্রযুক্তি	২৬
১১)	পরিষদ বিষয়ক	২৮
১২)	জনস্বাস্থ্য কারিগরি	২৯
১৩)	পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	৩১
১৪)	অর্থ, শুল্ক	৩৩
১৫)	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	৩৯
১৬)	বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি	৪১
১৭)	পৌর বিষয়ক	৪৩
১৮)	নগরোন্নয়ন	৪৫
১৯)	সেচ ও জলপথ	৪৮
২০)	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৫১
২১)	উচ্চ শিক্ষা	৫৫
২২)	বিদ্যালয় শিক্ষা	৫৭
২৩)	আইন	৫৮
২৪)	বিচার	৫৯
২৫)	খাদ্য ও সরবরাহ	৬১
২৬)	শ্রম	৬৩
২৭)	কৃষি	৬৫
২৮)	কৃষি বিপণন	৬৭

২৯)	মৎস্য	৬৯
৩০)	ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক	৭১
৩১)	পরিবেশ	৭২
৩২)	পূর্ত	৭৪
৩৩)	জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা	৭৫
৩৪)	সমবায়	৭৭
৩৫)	অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা	৭৯
৩৬)	বিপর্যয় মোকাবিলা	৮০
৩৭)	অসামরিক প্রতিরক্ষা	৮২
৩৮)	প্রাণী সম্পদ বিকাশ	৮৩
৩৯)	পর্যটন	৮৫
৪০)	আবাসন	৮৮
৪১)	নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ	৮৯
৪২)	অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ	৯১
৪৩)	স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি	৯৪
৪৪)	উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন	৯৫
৪৫)	বন	৯৭
৪৬)	সংশোধন প্রশাসন	৯৯
৪৭)	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন	১০১
৪৮)	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১০৩
৪৯)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০৫
৫০)	জৈব প্রযুক্তি	১০৯
৫১)	জল সম্পদ উন্নয়ন	১১০
৫২)	পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন	১১২
৫৩)	ক্রীড়া	১১৫
৫৪)	পরিবহণ	১১৭
৫৫)	যুব বিষয়ক	১১৯
৫৬)	সুন্দরবন বিষয়ক	১২১
৫৭)	উদ্বাস্তু পুর্নবাসন ও কল্যাণ	১২৩

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গে এখন নতুন সরকার। মা-মাটি-মানুষের সরকার। মাত্র ৮ মাস বয়স, বলা ভালো নবজাতক সরকার। গত ৩৪ বছর বাংলায় কোনও কাজ হয়নি। কর্মসংস্কৃতি বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক অস্থিরতা চূড়ান্ত। প্রচুর দেনা। রাজনৈতিক এবং আইন-শৃঙ্খলা জনিত বিশৃঙ্খলা উদ্বেগজনক। এমন একটা সময় নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আগের সরকার পশ্চিমবঙ্গকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু।

পরিস্থিতি কঠিন। তারমধ্যেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ। নির্বাচনের আগে মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের সময় মানুষের যেসব দাবি মানার অঙ্গীকার ছিল, সেই সব কথা রাখার কাজ শুরু। সিঙ্গুরেও অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু। বিষয়টি আদালতের বিবেচনাধীন। আমরা আদালতের রায়ের অপেক্ষা করছি। অনুমোদন মিললেই জমি ফেরতের কাজ শুরু হবে। কৃষির সঙ্গে হবে শিল্প। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। একে অপরের পরিপূরক। কৃষক এবং কৃষির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে, কৃষিবৈচিত্র বাড়িয়ে শিল্পের বিকাশ। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আমাদের চেষ্টার ছাপটা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

পাহাড় এবং জঙ্গলমহল, উভয়ের মুখেই হাসি ফুটছে। পর্যটনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মানুষ সাড়া দিচ্ছেন। পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। পাহাড়ে আবার পর্যটন-অর্থনীতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটনের আরও বিকাশ আমরা সম্প্রসারিত করছি, ত্বরান্বিত করছি। সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। ৩২ থেকে ৪০ হয়েছে। তপশিলি জাতি, উপ-জাতিদের জন্য ৪৫। প্রতিবন্ধী এবং ওবিসিদের জন্য ৪৩। শিক্ষকদের বেতন প্রতি মাসের ১ তারিখ হচ্ছে। সরকারি কর্মীদের ১০ শতাংশ ডিএ-র ব্যবস্থা হয়েছে। বকেয়া দেওয়া হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে এককালীন অনুদান বাড়ানো হয়েছে। সন্তান পালনের জন্য মহিলাদের চাকরি জীবনে দু'বছর সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রামে মানুষের জন্যও বহু পদক্ষেপ। ১০০ দিনের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা যাতে কাজের দিনই হাতে হাতে পারিশ্রমিক পান, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। বাংলার নারী-পুরুষের শারীরিক সামর্থ এবং পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে ৯৯ কিউবিক ফুট খননের মাপকাঠি কমিয়ে ৬৯ কিউবিক ফুটের করা হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, শস্যবিমা করা হয়েছে। কোল্ডস্টোরেজ, অর্থাৎ হিমঘর বাড়ানো হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরে আরও দেড়শো নতুন হিমঘর হবে। ধান, আলু, পাটচাষিদের পাশে সরকার দাঁড়াচ্ছে। এমনকী পাটচাষিদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র কিছু না করলেও রাজ্য সরকার ভর্তুকি দিয়েছে। সারের দাম অনেক আগেই কেন্দ্র বিনিয়ন্ত্রণ করায় কৃষকদের সমস্যা হয়েছে। তখনই যদি রাজ্য সরকারগুলি যথাযথ আপত্তি তুলত, সার নিয়ে আজকের সমস্যা হয়তো থাকত না। আমাদের সরকার কেন্দ্রকে বলেছে, সারে ভর্তুকি রাখতে হবে। কৃষকদের যথাযথ সাহায্য দিতে হবে।

রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দলতন্ত্র ভেঙে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। আন্তরিকতার সঙ্গে। পুলিশ-প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সহ বিভিন্ন জায়গায় দলতন্ত্রের চক্র ভাঙার কাজ চলছে। অনেকটাই মুক্তি এসেছে। মানুষের মঙ্গলসাধন হচ্ছে। একটু বাকিও আছে। কেউ কেউ মুখোশ পরে আছেন। কিন্তু তাঁরা সফল হবেন না। গণতন্ত্র সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই। আইন-শৃঙ্খলা আগের থেকে ভালো। পুলিশ প্রশাসনের কাজের সুবিধায় পরিকাঠামো পুনর্বিন্যাস হচ্ছে। নতুন চার পুলিশ কমিশনারেটও তৈরি হয়েছে। উন্নত প্রশাসনের লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। জেলায় জেলায় মন্ত্রী এবং অফিসাররা গিয়ে সমন্বয় বাড়াচ্ছেন। আমি নিজেও বেশকিছু জেলায় গিয়েছি, বৈঠক করেছি। প্রশাসনিক সমন্বয়, একেবারে তৃণমূলস্তর থেকে শুরু হচ্ছে। ওসির সঙ্গে বিডিও, এসডিপিও-র সঙ্গে এসডিও, ডিএম-এর সঙ্গে এসপি-র সমন্বয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের কর্মযজ্ঞগুলি একসূত্রে বাঁধা হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য উন্নততর প্রশাসন।

চা-বাগানে নেপালি এবং আদিবাসী-সহ সব শ্রমিকের কল্যাণে ব্যবস্থা হচ্ছে। জঙ্গলমহল এবং আয়লাবিধ্বস্ত এলাকায় দীর্ঘ বঞ্চনা, অনুন্নয়নের অন্ধকার দিনের অবসান ঘটিয়ে মানবিক মুখ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে সরকার। স্বাস্থ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নতুন করে স্বাস্থ্যজেলা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিপর্যস্ত পরিকাঠামোকে চাঙ্গা করা হচ্ছে। শিশুমৃত্যু

রুখতে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। শিশুদের চিকিৎসায় এতবছর ধরে আগের সরকার যা করেছিল, এই অল্প সময়ে তার থেকে বেশি কাঠামোগত কাজ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা, দারিদ্র, সমাজের একাংশের সচেতনতার অভাবে অল্প বয়সে গিয়ে, সন্তান লাভ, অনাহার, অপুষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে মা এবং শিশুদের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকছে। যে অবস্থায় শিশুগুলিকে হাসপাতালে আনা হচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। এখানে শুধু হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ সচেতনতা, নারীকল্যাণ, সবটাই দরকার, যে এত বছর ধরে আগের সরকার করেনি। ফলে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি মাথায় রেখেও আমরা শিশুমৃত্যুর হার কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই আগের থেকে এই সংখ্যাটা এক শতাংশ কমানো গিয়েছে। যোজনা পর্ষদ থেকে অনুমোদন করানো হয়েছে, আগামী দু-তিন বছরে অনগ্রসর জেলাগুলিতে ২৫-২৬টি হাসপাতাল তৈরি হবে, যাতে সুপার ক্রিটিক্যাল অসুস্থতা মোকাবিলার পরিকাঠামো থাকবে। টাকা পেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আগের সরকার ধারের পর ধার করে যা হাল করেছে, তাতে ঋণের সুদ আর বেতন সহ বাধ্যতামূলক খরচগুলিতেই ১ টাকার মধ্যে ৯৪ পয়সা খরচ হচ্ছে। বাকি ৬ পয়সায় কাজ কীভাবে সম্ভব? কতটা সম্ভব? যতটা সাধ, যতটা পরিকল্পনা, যতটা ইচ্ছা, ততটা সাধ্য থাকছে না। তার মধ্যেও আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। কাজ যে করা যায়, সেটা দেখাচ্ছি। মানুষ দেখছেন। আবার কেউ কেউ আমাদের এই কাজ, প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্রগতি সহ্য করতে পারছেন না। তাঁরা মিথ্যা প্রচার করছেন, কুৎসা করছেন, এমনকী, মানুষের ক্ষতি হয়, এমন চক্রান্তও করছেন। নাগিনীরা চারদিকে ফেলছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। নানা ধরনের প্রচার। এঁরা এতদিন কি করছিলেন? এতবছর কাজ হলো না, তাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন? এখন কাজের চেষ্টা হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন না? দীর্ঘদিন এই রাজ্যে চলেছে দলবাজি, অনুন্নয়ন, শোষণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, পরিকল্পনাহীনতা, অত্যাচার। বাংলাকে ঝাঁঝরা করে রেখে গিয়েছে আগের সরকার। আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে, আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে রাজ্যকে ঘুরে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। কেউ কেউ ভাল কাজগুলিকে উল্লেখ না করে অপপ্রচার করছেন। এটা পুরোপুরি চক্রান্ত। যে কাঠামোয় বাংলা দাঁড়িয়ে, তাতে আপনি সব খারাপ জিনিসটা একদিনে ভাল করে ফেলতে পারেন না। কিন্তু ভাল করার লড়াইটা শুরু হয়েছে আন্তরিকভাবে। এই লড়াইটাকে অনেকে ঢেকে রাখতে চাইছেন। তাই বাস্তব, তথ্য পরিসংখ্যান এড়িয়ে গিয়ে মিথ্যা ভাষণ চলছে। সমাজের সর্বস্তরের জন্য কাজ হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের জন্য বিপুল উদ্যোগ এবং কর্মসূচি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান, এই গোষ্ঠীগুলির উৎপাদনকে আরও বিপণনমুখী করে তুলতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। অনগ্রসরদের জন্য একগুচ্ছ কাজ। নিজ জমি নিজ গৃহ-সহ বহু প্রকল্প। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব।

৩৪ বছরে যে কাজ হয়নি, উল্টে রাজ্যটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, ক্রমশ পিছিয়ে গিয়েছে, এখন অতি অল্প সময়ে রেকর্ড কাজ হচ্ছে। আমরা অচলায়তন ভাঙছি, অচলাবস্থা কাটাচ্ছি, গতি আনছি। আমরা বিশ্বাস করি কথা কম, কাজ বেশি। এটাই পরিবর্তন, এভাবেই চলবে মা-মাটি-মানুষের সরকার। আগের সরকার যে জায়গায় পৌঁছেছিল, তাতে কেউ নিলামেও কিনত না। আমরা কাজ করার মন্ত্র নিয়ে বাংলাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের দিকে নিয়ে যাওয়ার অভিযান শুরু করেছি। যাঁরা এটা চান না, তাঁরা হিংসা করছেন, কুৎসা করছেন, চক্রান্ত করছেন। আমি নিশ্চিত বাংলার মা-মাটি-মানুষ এই চক্রান্তকারীদের বিশ্বাস করবেন না।

অতি অল্প সময়ে বাংলায় নতুন সরকার অনেক কাজ করেছে। স্থানাভাবে সবটা এখানে এই লেখায় রাখা সম্ভব নয়। কিছু কাজের কথা উল্লেখ করলাম। আর মানুষের কাছে আবার বলব, আপনাদের ধন্যবাদ। আপনারা আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন। আপনাদের পাশে আমরা ছিলাম, আছি, থাকব। অত্যন্ত কঠিন, বিধ্বস্ত পরিস্থিতির মধ্য থেকে বাংলার শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, আইন-শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি-সহ প্রতিটি বিভাগকে পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে। সমাজের সব অংশের মানুষ যাতে উন্নয়নের সুফল স্পর্শ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এই কাজ শুরু হয়েছে, চলছে, চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে। সঙ্গে থাকুন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বরাষ্ট্র

ভূমিকা

স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে যে শাখাগুলি আছে— ১) পুলিশ শাখা, ২) রাজনৈতিক শাখা, ৩) স্বরাষ্ট্র স্পেশাল (মানব সম্পদ) শাখা, ৪) রাজনৈতিক নির্যাতিত শাখা, ৫) বিদেশি এবং অনাবাসী ভারতীয় শাখা, ৬) অপরাধ রেকর্ড শাখা, ৭) ক্রাইম ও এনফোর্সমেন্ট শাখা

প্রধান সাফল্য

- **আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ থেকে হাওড়া এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট গঠিত হয়েছে। ২০ জানুয়ারি ২০১২ থেকে বিধাননগর এবং ব্যারাকপুরে আরও দুটি পুলিশ কমিশনারেট কাজ করতে শুরু করেছে। আগামী দিনে শিলিগুড়ি ও হলদিয়াতে দুটি পুলিশ কমিশনারেট গঠন করার প্রক্রিয়াও চলছে।**
- **পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশে কর্মরত নন গেজেটেড পুলিশদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হয়েছে।**
- **কলকাতা পুলিশের এলাকা বেড়েছে। আগে ছিল ১০৪.৫ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৯টি থানাকে পুনর্বিন্যাস করে ১৭টি থানা, ১০টি ট্রাফিক গার্ড নিয়ে দুটি ডিভিশন তৈরি হয়েছে। এখন কলকাতা পুলিশের এলাকা হয়েছে ১০৮.৫ বর্গ কিলোমিটার।**
- **মাওবাদীদের মূল স্রোতে ফেরানোর প্রকল্প— রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, মাওবাদীরা হিংসা ছেড়ে আত্মসমর্পণ করলে রাজ্য সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে। সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে মাওবাদীদের পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে রাজ্য সরকার। সরকারের এই ঘোষণার পর, ইতিমধ্যে মাওবাদী স্কোয়াডের ১১ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে।**
- **জঙ্গলমহলবাসীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ—জঙ্গলমহলের ২৩ টি ব্লকের বেকার যুবতী-যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। স্থানীয় কর্মহীনদের মধ্য থেকে পুলিশের কনস্টেবল, হোমগার্ড ও এনভিএফ-এর চাকরিতে ১০ হাজার ৭০০ জনকে নিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫ হাজার এনভিএফ নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষের পথে।**
- **১২ জানুয়ারি ২০১২ ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আয়োজিত জঙ্গলমহল উৎসব মঞ্চ থেকে মাওবাদী হানায় নিহত রবীন্দ্রনাথ (বাবু) বোস, রবীন্দ্রলাল মিশ্র ও লালমোহন মাহাতোর পরিবারের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে তিন লক্ষ টাকার (পূর্বে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে) চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা রাজ্যে এই প্রথম।**
- **ওই উৎসব মঞ্চ থেকেই মাওবাদী হানায় নিহত আরও ২২ জন ব্যক্তির পরিবারের ৫৭ জন সদস্যের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।**
- **জঙ্গলমহল উৎসব মঞ্চে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণকারী ৯ জন মাওবাদীর হাতে পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি মতো ১.৫ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট তুলে দেওয়া হয়।**
- **রাজ্যে মোট ৬৫টি মহিলা পুলিশ পরিচালিত থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে এ পর্যন্ত হাওড়া, বারাসত, বারুইপুর, আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি— এই ১০টি মহিলা পুলিশ পরিচালিত থানা কাজ শুরু করেছে।**

স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক, সংবিধান ও নির্বাচন, কমনওয়েলথ সম্পর্কিত)

১) **সাতটি তদন্ত কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।** ক) বিধায়ক মোস্তাফা বিন কাসেমের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটির প্রধান হয়েছেন বিচারপতি ডি পি সেনগুপ্ত, খ) সাঁইবাড়ি হত্যার তদন্তে বিচারপতি অরুনাভ বসু কমিশন, গ) বিডিও কল্লোল সুরের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনে বিচারপতি গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্য কমিশন, ঘ) মহাকরণ অভিযান নিয়ে বিচারপতি সুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কমিশন, ঙ) মগরাহাটে গুলিচালনার ঘটনার তদন্তে বিচারপতি প্রবীর কুমার সামন্ত কমিশন, চ) পশ্চিম মেদিনীপুরে সাঁওতাল সম্প্রদায় মানুষের উপর গুলি চালনার ঘটনার তদন্তে বিচারপতি নিখিলনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন এবং ছ) কাশীপুর গণহত্যা মামলার তদন্তে বিচারপতি এ. কে. বিশি কমিশন।

২) নতুন ৪টি দফতর চালু করা হয়েছে। ক) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উন্নয়নে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর, খ) জলযানকে বিকল্প হিসাবে

ব্যবহার করার জন্য অন্তর্দেশীয় জল পরিবহন দফতর, গ) যুবকদের মানোন্নয়নে জোর দিতে যুব বিষয়ক দফতর, ঘ) পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ন দফতর।

৪) রাজ্যের নাম পরিবর্তন— ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ' হওয়ার বিষয়টি এখন কার্যকর হওয়ার পথে আছে।

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ)

- কলকাতা পুলিশের ইস্ট ট্রাফিক গার্ডকে দু-টুকরো করে ইস্ট ট্রাফিক গার্ড এবং পার্ক সার্কাস ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হয়েছে।
- নতুন আর্থিক বছরে নতুন থানাগুলির জন্য বিভিন্ন র‌্যাঙ্কে ৬৯৬৭ পদ তৈরি করা হয়েছে। আগামী চার বছরে এই পদগুলি পূরণ করা হবে।
- কলকাতা পুলিশ এলাকায় ২৫০০ কনস্টেবল, ৩০০ পুলিশের চালক ও ৫০ জন মহিলা কনস্টেবলের পদ তৈরি করা হয়েছে।
- কলকাতা পুলিশ রেকর্ড ব্যুরো ১৩৭ পদে সাব-ইন্সপেক্টর, ১১৫ জন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর এবং ৬৮৪টি সার্জেন্ট পদে নিয়োগের অনুমতি পেয়েছে।

পুলিশ কর্মীদের পরিবারের চিকিৎসা

আগে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে শুধু পুলিশকর্মীদেরই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার সুযোগ মিলতো। **এখন পুলিশকর্মীদের পরিবারও সেই সুযোগ পাবেন।**

উন্নত গ্রুপ মেডিক্লেইম পলিসি—

কলকাতা পুলিশ ও তার পরিবারদের জন্য একটা ভালো মেডিক্লেইম পলিসি চালু করা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হলো

ক) চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার টাকার অঙ্ক ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে দেড় লক্ষ করা হয়েছে।

খ) 'বাফার' টাকার পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে।

গ) কর্মীদের বাবা-মা-কেও এই পলিসির মধ্যে আনা হয়েছে। আগে পরিবার বলতে বোঝাতো এক যোগ তিন। এখন সেটা হয়েছে এক যোগ পাঁচ।

ঘ) অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীরাও স্ত্রী-সহ এই পলিসির সুযোগ পাবেন।

কমিউনিটি পুলিশিং

- ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতীদের ১১ জুন, ২০১১, 'রবীন্দ্র সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
- তপসিয়া থানা এলাকায় সমাজের অবহেলিত শিশুদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ২৫ জুন, ২০১১, কলকাতা পুলিশ 'কিরণ' নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করেছে।
- পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এলাকার তরুণ প্রতিভাদের তুলে ধরতে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় 'গোলজ' নামে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
- পথ দুর্ঘটনায় আহতদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে একটি ট্রানসিট ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু করা হয়েছে।
- ১০ আগস্ট ২০১১ লালবাজারে একটি 'সাইবার ল্যাব' চালু করা হয়েছে। যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিক সাইবার অপরাধের তদন্ত করেন বা সাইবার ফরেনসিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, এই ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি বসানো হয়েছে। এবং লালবাজারে ট্রাফিক কন্ট্রোলরুমে কেন্দ্রীয়ভাবে যানবাহন চলাচল পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ

জঙ্গি প্রতিরোধ বাহিনীর জন্য কল্যাণকারী পদক্ষেপ— রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, জঙ্গি প্রতিরোধ বাহিনীতে যে সমস্ত পুলিশকর্মীরা রয়েছেন তাঁদেরকে ৩০ শতাংশ ঝুঁকি সংক্রান্ত ভাতা বা 'রিস্ক অ্যালাওয়েন্স' দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে প্রচুর বন্দুক, গুলি-গোলা, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যেই পুলিশ কী কী উদ্ধার করেছে তার সংখ্যা তালিকা আকারে নীচে দেওয়া হলো—

উদ্ধার করা অস্ত্রের সংখ্যা— ৬৪২২, **গোলাগুলির পরিমাণ**— ৩৯২৮১, **বোমা উদ্ধার করা হয়েছে**— ৮৬৩১

কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

সূচনা

কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর হলো রাজ্যের IAS, WBCS (Executive), WBCS এবং West Bengal Secretariate Assistant ও Typist-দের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক ও সংস্কারক দফতর। এই দফতরের সঙ্গে সংযুক্ত যে সমস্ত দফতরগুলি রয়েছে সেগুলি হল—১) প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এটিআই), ২) রেসিডেন্ট কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ ও নিউ দিল্লি, ৩) ভিজিলেন্স কমিশন, ৪) পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন, ৫) লোকায়ুক্ত। জেলা ও মহকুমার প্রশাসনিক অফিসগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান ও তদারকি এই দফতরের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। The Right to Information Act, 2005 এবং The West Bengal Lokayukta Act, 2003-এর বাস্তবিক প্রয়োগ এই দফতরের অন্যতম প্রধান কাজ।

প্রধান সাফল্য

- গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' সরকারি কর্মচারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৪০ বছর করা হয়েছে। তপশীলি জাতি, আদিবাসীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন।
- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' শ্রেণির সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা নিরসনের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এবার থেকে এই কমিশন গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' শ্রেণির সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ করবে।
- রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশনকে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে কাজকর্মের দ্রুততা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। এই কমিশনের প্রধান কাজ হবে দুর্নীতি নিবারণ আইন, ১৯৮৮-এর আওতায় বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করা।
- বিভিন্ন পদ থেকে **WBCS (Exe.)** পদে পদোন্নতির সুযোগ বাড়ানোর জন্য **West Bengal Civil Service (Executive) Recruitment Rules, 1978** এর সংশোধন করা হয়েছে।
- পদোন্নতিপ্রাপ্ত ও সরাসরি নিয়োজিত **WBCS (Exe.)** আধিকারিকদের **Seniority** সম্বন্ধিয় যাবতীয় সমস্যা দূর করতে **West Bengal Civil Service (Executive) Determination of Seniority) Rules, 2008** -এর সংশোধন করা হয়েছে।
- **West Bengal Secretariat Service (Cadre & Recruitment) Rules, 2001**-এর সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যে **Secretariat Service** -এর আধিকারিকদের কোনও দফতরে নিয়োগ করা হলে সেই দফতরের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।
- **West Bengal Services (Training & Examination) Rules, 1953**-এর সংশোধন করা হয়েছে। এখন থেকে **WBCS (Exe.)** আধিকারিকদের **Seniority** শুধুমাত্র পরীক্ষার ফল অনুসারে নির্ধারিত হবে না, এর সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে আধিকারিক সেই প্রশিক্ষণ কেমন ভাবে নিচ্ছেন তাও গণ্য হবে।
- বঙ্গ ভবন প্রকল্পের নিরিখে রাজ্যবাসীদের উন্নততর পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব রেসিডেন্ট কমিশনার, নিউ দিল্লিকে দেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের জন্য অনলাইন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ডব্লিউবিআইসি। সকল প্রকার তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য বঙ্গ ভবনে একটি মিডিয়া কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবর সম্মলিত 'মিডিয়া রিফ্লেকশন' নামে একটি ওয়েব পেজ চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের আপাতকালীন ফোন নম্বর (টোল ফ্রি) ১৮০০-১১-৩৩০০।

অন্যান্য সাফল্য

- আধিকারিকদের সুবিধার্থে আইএএস এবং ডব্লিউবিসিএস কাজের রেকর্ড ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে নথীভুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধিকারিক ও কর্মচারীদের বেশকিছু অনলাইন পরিষেবার ব্যবস্থা থাকছে এই ওয়েবসাইটে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বারুইপুর জেলায় প্রশাসনিক ভবন গঠনের কাজ চলছে পুরো দমে। ১০০ কোটি টাকার অনুদানও দেওয়া হয়ে গিয়েছে।
- পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌরি-তে প্রশাসনিক ভবন তৈরি ও জমি উন্নয়নের জন্য ৫১.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- খড়গপুর, এগরা, শিলিগুড়ি, বিধাননগর এবং রানাঘাটে এসডিও-র অফিস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিকবর্ষে এই কাজগুলি শেষ হয়ে যাবে।
- এই বিভাগটি ৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে দার্জিলিং, কোচবিহার এবং হাওড়ায় তিনটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি) গঠনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে নাগরিক অভিযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এই দফতর।

সংযুক্ত দফতর : প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা

- প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এটিআই)-এর 'ডিজাইনার ম্যানেজমেন্ট উইং' তিনটি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি কমপিউটার ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মচারীদের কর্মকুশলতা বাড়ানোর জন্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা (এটিআই) বেশ কটি অনুষ্ঠান করেছে।
- কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি নতুন ও আধুনিক হোস্টেল তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭৩.০৬ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে।

সংযুক্ত দফতর : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন

- তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১৮টি জেলায় প্রশাসনিক কর্মীদের নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন (ডব্লিউবিআইসি)।

আসন্ন প্রকল্প

- বিভিন্ন দফতরে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারদের অভিষেকস্তরের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এটিআই-তে চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে WBIC নিজস্ব ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

নতুন সরকার কাজ শুরু করার পর গত কয়েক মাসে স্বাস্থ্য দফতর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। একটা সম্পূর্ণ নতুন কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। **কর্ম সংস্কৃতি পুনরায় ফিরে এসেছে।** নাগরিকদের প্রতি পরিষেবা দিতে দায়বদ্ধতা দেখা দিয়েছে, কয়েক দশকের পুরোনো কাজ না করার বদ অভ্যেস এবং ধ্বংসাত্মক সর্বব্যাপী রাজনীতিকরণের যে পরিবেশ ছিল তা দ্রুত উল্টো পথে যাচ্ছে। কর্মসংস্কৃতিহীনতার যেসব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তাও মুছে যাচ্ছে।

পরবর্তী ৪ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিশা নিয়ে একটা নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা (Plan of Action) নেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে যে বাগাড়ম্বরপূর্ণ অথচ অন্তঃসার শূন্য একঘেয়ে যেসব কথা বলা, পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে এই নতুন পরিকল্পনায় অনেকটাই পার্থক্য আছে।

হাসপাতাল প্রশাসনের উন্নতি, জেলার হাসপাতালগুলোয় উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা, বর্তমান পরিকাঠামোর যথোপযুক্ত ব্যবহার, ওষুধপত্র ও যন্ত্রাদি কেনার ব্যাপারে আরও বেশি স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য দফতরের সকল কর্মীর আরও বেশি দায়বদ্ধতা, পোলিও নির্মূলিকরণ, আইএমআর/এমএমআর দ্রুত কমাতে জোর দেওয়া, চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বরের মতো জীবাণুবাহিত রোগগুলি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা, স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি ক্ষেত্রের দক্ষতা এবং শক্তির যথপোযুক্ত ব্যবহার— এগুলিই হলো নতুন কার্য্যকরী পরিকল্পনা তথা Plan of Action এর বৈশিষ্ট্য। যে কোনও নাগরিক স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইট খুলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারেন। সরকার স্বচ্ছতা মানে বলেই জনগণের সমক্ষে সবকিছু তুলে ধরতে ওয়েবসাইটে সব কিছু প্রকাশ করেছে।

১) মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে রাজ্যে মোট ১৭৫০টি আসন করা হয়েছে।

২) নতুন স্বাস্থ্য জেলাসমূহ

নতুন সাতটি স্বাস্থ্যজেলা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য প্রস্তুতিপর্বে যা যা দরকার অফিসের জন্য জায়গা বাছাই করা, পদ সৃষ্টি করা এসবই চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি কিছুদিনের মধ্যেই জারি হবে। আশা করা যায় ২০১২ সালের গোড়াতেই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, পশ্চিম মেদিনীপুর তথা জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম, বর্ধমানের আসানসোল, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং বীরভূমের রামপুরহাট এই ৭টি জায়গায় নতুন স্বাস্থ্য জেলা কাজ শুরু করবে। **ইতিমধ্যেই ঝাড়গ্রাম স্বাস্থ্যজেলা হিসেবে কাজ শুরু করেছে।**

৩) উচ্চ পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ—

রাজ্যের মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালগুলির সঙ্গে আশপাশের ছোট হাসপাতালগুলির যোগসূত্র স্থাপনের ঘোষণা আগেই জানানো হয়েছে। এর কাজও শুরু হয়েছে। **এস এস কে এম হাসপাতাল, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের সদ্যজাত শিশুবিভাগের দেখভাল করছে। আর জি কর হাসপাতালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অবিনাশ দত্ত, ইন্দিরা মাতৃসদনের মতো হাসপাতালগুলিকে। বিধাননগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সঙ্গে, বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল-কে জোড়া হবে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে।** একইসঙ্গে গার্ডেনরিচ, বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, অবিনাশদত্ত প্রমুখ হাসপাতালগুলোর মানোন্নয়ন করা হবে এবং এখানে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শয্যা সংখ্যা বাড়ানো যাবে। এর ফলে বড় হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ অনেকটাই কমানো যাবে।

৪) বাজেট ও অর্থ

প্রত্যেক বছরই পরিকল্পনা বর্হিভূতখাতে ব্যয় ৩৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিকল্পনা বর্হিভূতখাতে এমন ক্রমবর্ধমান ব্যয় সত্ত্বেও হাসপাতালের রোগীদের খাবার ও ওষুধ যথাযথভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫) জঙ্গলমহলে উদ্যোগ গ্রহণ

মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম সভায় দাঁড়িয়ে যা ঘোষণা করেছিলেন, তা রূপায়নে জঙ্গলমহলের ১১টি ব্লকে ১ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট কাজ করছে। এই ১১টি ব্লক হলো গোপীবল্লভপুর-১ ও ২, বিনপুর-১ ও ২, ঝাড়গ্রাম, জামবনী,

শালবনী, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম, গড়বেতা-২, মেদিনীপুর সদর। লালগড়ে এএনএম-দের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য জায়গা দেখা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঝাড়গ্রামের মহকুমা হাসপাতাল, মোহনপুরের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বেলপাহাড়ি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, খড়িখামথামি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুরুলিয়ার বলরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিটি জায়গায় একটি করে মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স কাজ করছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালের মানোন্নয়ন এবং রায়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মানোন্নয়ন করে ৭০ শয্যাবিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালের কাজ ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। জঙ্গলমহলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেসব শূন্যপদ ছিল সেগুলো পূরণ করা হচ্ছে। যেসব তরুণ ডাক্তাররা ঐ এলাকায় কাজ করতে উৎসাহী তাঁদের দু-বছর মেয়াদ শেষে ওখান থেকে স্থানান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৬) আউটডোর ব্যবস্থা

১০০ বা ততোধিক শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালগুলিতে আউটডোর শুরু এবং শেষ যাতে সময়মতো হয় সেইজন্য একটা এসএমএস ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টায় হাসপাতালের সুপারিটেনডেন্টরা এসএমএসের মাধ্যমে একটা বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দেন ওই সময়ের মধ্যে কতগুলি আউটডোর খোলা হয়েছে, মোট কতগুলি আউটডোর খোলার কথা, চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়েও এসএমএস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ডাক্তার আছেন, না নেই, সেটাও জানা যায়। এমনভাবে আউটডোরগুলো তদারক করা হচ্ছে। আউটডোর যথাসময়ে খুলেছে কিনা, ডাক্তার এসেছেন কিনা জানা যাচ্ছে। এই উদ্যোগটা গত তিনমাস ধরে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভালোই ফল দিচ্ছে। সময়ানুবর্তিতা এবং উপস্থিতির হারে উন্নতি হয়েছে।

আউটডোরের এই তদারকি ব্যবস্থা এখন জেলার হাসপাতালগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এর ফলে জেলার আধিকারিকরা সদর হাসপাতাল, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপস্থিতি তদারকি করতে পারবেন।

৭) অসুস্থ ও সদ্যজাতদের পরিচর্যা ইউনিট

এতদিন রাজ্যে নবজাত অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার (এসএনসিইউ) জন্য ৬টি হাসপাতালে মোট ৭০টি শয্যা ছিল। নতুন সরকার অল্পদিনের মধ্যেই এই পরিষেবা বিস্তৃত করে ১৩টি হাসপাতালে মোট ১৯৪টি শয্যায় পৌঁছে দিয়েছে। মা ও শিশুদের কার্যকরী পরিচর্যা ও যত্নের ব্যাপারটা অগ্রাধিকার পেয়েছে। অসুস্থ সদ্যজাতদের পরিচর্যার জন্য ৬টি নতুন ইউনিট— বিসি রায়, এমআর বাঙুর হাসপাতাল, হাওড়া, মালদহ, শিলিগুড়ি ও বহরমপুর হাসপাতালে চালু করা হয়েছে। অসুস্থ ও সদ্যজাতদের পরিচর্যার এমন ইউনিট চালু করার কাজ আরামবাগ, জঙ্গীপুর, চুঁচুড়া ওবং বালুরঘাটে প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতর আশা করে এই আর্থিক বছরের শেষে অন্তত ২৪টি এমন সম্পূর্ণ ইউনিট এবং ২০১২-১৩ আর্থিক বছরের মধ্যে ৪০টি এরকম ইউনিট চালু হয়ে যাবে। মা ও শিশুদের অবস্থার উন্নতিতে কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের নেতৃত্বে একটি নতুন উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স তৈরি করা হয়েছে। ১২১টি নতুন কমপ্রিহেন্সিভ এমারজেন্সি মাতৃত্বকালীন এবং ৫৬৯টি বেসিক এমারজেন্সি মাতৃত্বকালীন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন থেকে টাকা পাওয়া গেছে। কোনও হাসপাতালে মা বা শিশুর অথবা দু-জনেরই অবস্থা খারাপ হলে অতি দ্রুত আরও ভালো জায়গায় চিকিৎসা করানোর জন্য পাঠানোর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলেও এখন বাড়িতে ধাত্রী বা দাইয়ের হাতে প্রসবের ঘটনা কমছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসূতি মায়েরা বেশি সংখ্যায় যাচ্ছেন। মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালগুলোয় বাড়তি পরিকাঠামোর প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। প্রতিদিন সবসময় (২৪ x ৭) সেখানে মা এবং শিশুদের পরিচর্যার নতুন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার এসব ব্যবস্থা নেওয়ায় শিশুমৃত্যুর হার কমেছে।

৮) জেলা এবং মহকুমায় সহযোগী পরিচর্যাকেন্দ্র গঠন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২৭টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়া হবে। সেগুলি হলো বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, ছাতনা, বড়জোড়া, ওন্দা; বীরভূমের বোলপুর ও রামপুরহাট; দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর; জলপাইগুড়ির মাল ও ফালাকাটা; মালদহের চাঁচোল; পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, শালবনী, নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুরে; পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ও পাঁশকুড়াতে, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি, জঙ্গিপুর ও ডোমকলে; পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে; দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর, কাকদ্বীপ, মেটিয়াবুরুজ ও ডায়মন্ডহারবারে এবং উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে। এতে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। যার অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের সহযোগিতায় একটা সুচিন্তিত কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে। এতে ৫০ কোটির বেশি টাকা খরচা হবে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জের মানসিক রোগীদের হাসপাতালটির

উন্নয়ন হবে। ওই জেলার এমজেএন হাসপাতালের মানোন্নয়ন হবে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি হবে।

৯) নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রীক পক্ষ

সদ্য সমাপ্ত নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্রীক পক্ষ ভালোভাবেই হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি সামনে আনা এবং প্রতিকার করার কথা উঠেছে। নাগরিকরা দাবি সনদ জানিয়েছেন। মা এবং শিশুদের জন্য খাবার, ওষুধ, বিনা ব্যয়ে যাতায়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। হাসপাতালে বহুদিন ধরে পড়ে থাকা ফেলে দেওয়া আবর্জনা এখন পরিষ্কার করা হচ্ছে, আউটডোরে অপেক্ষা করে বসে থাকার জন্য সু-ব্যাবস্থা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লেবার রুমের বাইরেও অপেক্ষারত আত্মীয়দের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, পুরো হাসপাতালই ঝাঁড়পোছ হয়েছে নতুন করে রঙ করা হয়েছে, ওয়ার্ড এবং টয়লেট পরিষ্কার করা হচ্ছে।

১০) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সহযোগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নতি

জেলা এবং মহকুমায় সরকার ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে সহযোগী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। সেটা দেখে নাগরিকরা মতামত পাঠাতে পারেন। নাগরিকদের আগ্রহ বাড়ছে। আশা করা যাচ্ছে মতামতের ভিত্তিতে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট তৈরি হবে। শহরতলিতে কিছু অব্যবহৃত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেসরকারি বা এনজিও-র মাধ্যমে ভালোভাবে চালানোর জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হবার মুখে। এটা করতে পারলে আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা বড় পরিবর্তন ঘটানো যাবে।

১১) মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টা আবার দৃষ্টিগোচরে আনা হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যেসব চিকিৎসক প্রত্যন্ত গ্রাম, পিছিয়েপড়া এবং বিপদসঙ্কুল এলাকায় তিন বছর ধরে কাজ করছেন, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমায় পড়তে চাইলে তাঁদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সে ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়াও বাড়তি হিসেবে তাঁরা নম্বরের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ সুবিধা পাবেন। এই ব্যবস্থা সারা দেশেই চালু আছে। ২০১০-১১ সালের আগে আমাদের রাজ্যে চালু ছিল না, চালু হয়েছে।

১২) বদলি ও প্রমোশন নীতি

একটা সর্বাঙ্গীন ওয়েব ভিত্তিক আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অফিসারদের বদলি ও প্রমোশন নীতি চূড়ান্ত হয়েছে। মেডিকেল অফিসার ছাড়াও আরও একাধিক ক্যাটাগরিতে গ্রেডেশন লিস্ট, প্রমোশন এবং বদলির ব্যাপারটা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ভালো কাজ করছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। হেলথ সার্ভিস ডিরেক্টরেটে নিজেদের কেরিয়ারের উন্নতির জন্য একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটি কার্যকর হওয়ার মুখে।

১৩) কর্মী বর্গ

একটার পর একটা পর্ব ধরে প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংগ্রহ করা হচ্ছে। ৩০০-র বেশি নতুন চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। এরসঙ্গে জেলাগুলোতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চাঙা করতে ২৩২ জন মেডিক্যাল অফিসার এবং ৩৭ জন্য বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২৮৫ জন অক্সিলিয়ারি নার্স তথা ধাত্রীকে (এএনএম) ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। ২৫০০ নার্সকে কাজে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত। সদ্যজাত অসুস্থ শিশুদের পরিচর্যার জন্য ৬০০ অবসরপ্রাপ্ত নার্সকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে।

১৪) পোলিও নির্মূলের ব্যবস্থা

পোলিওর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সরকার বদ্ধ পরিকর। নজিরবিহীনভাবে এ ব্যাপারে জনসমর্থন পাওয়া গেছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে জেলা প্রশাসন, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, ন্যাশনাল পোলিও সাপোর্ট পোগ্রাম, রোটারি ক্লাব, কলকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পুরসভাগুলোও এই কাজে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এই কর্মসূচির মান উন্নত হয়েছে। জাপানী এনকেফ্লাইটিস, ডেঙ্গু, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে একইভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মোকাবিলা করার চেষ্টা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় জনগণের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা, একটা আশার আলো দেখা গেছে। 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই কর্মসূচিতে এগিয়ে যাওয়া হবে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার

সূচনা

ইতিমধ্যেই এই দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা রাজ্যে ভূমির ব্যবহারের নিরিখে সুদূরপ্রসারী হবে।

সাফল্য

জমি নীতি প্রণয়ন

রাজ্যের নতুন জমি নীতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্যের নিজস্ব একটি আইন প্রণয়ন করতে বদ্ধপরিকর। খুব শীঘ্রই 'পশ্চিমবঙ্গ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিল, ২০১১'/ West Bengal Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Bill, 2011-র খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে।

সিঙ্গুর জমি আইন বলবৎ করা

ইতিমধ্যেই Singur Land Rehabilitation and Development Act, 2011 এবং তার অব্যবহিত পরেই Singur Land Rehabilitation and Development Rules, 2011 চূড়ান্ত করে লাগু হয়েছে।

সিঙ্গুরের জমি পরিমাপের কাজ সম্পন্ন করা

সিঙ্গুরের জমি সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ করে কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার জন্য সরকারি স্তরে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা থাকায় সেই মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত কিছুটা সময় লাগছে।

ল্যান্ডব্যাঙ্কের কাজ সম্পন্ন করা

অগ্রাধিকারভিত্তিক রাজ্যব্যাপী খালি বা ব্যবহারের উপযোগী সরকারি জমি চিহ্নিতকরণ ও তথ্য ভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে এই জমির যাতে সঠিক ব্যবহার করা যায় তার জন্য কমপিউটারাইজড্ তথ্য ভাণ্ডারকে অবিরত আপডেট করা হবে। ইতিমধ্যেই ৬,৭৮,০০০ একর সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে ল্যান্ডব্যাঙ্ক চূড়ান্ত করার আগে শেষ মুহূর্তের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ চলছে।

ল্যান্ডইউজ (জমি ব্যবহার) মানচিত্র প্রস্তুতি

রাজ্যের ল্যান্ড ইউজ বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে চলছে ব্লক স্তরের ল্যান্ড ইউজ (জমি ব্যবহার) মানচিত্র তৈরির কাজ। ইতিমধ্যেই, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর এই পাঁচটি জেলার ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। আরও সাতটি জেলা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পর্ব মেদিনীপুরের ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ তৈরির কাজ ২০১১-১২ অর্থবর্ষের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়।

শিল্পের জন্য জেলাস্তরে বিশেষ জমি সেল গঠন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির তদারকির জন্য জেলাস্তরে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে।

- দীর্ঘমেয়াদি লিজ বন্টনের মাধ্যমে সরকারি জমি-তে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিষয়
- শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি ধারণ করার জন্য WBLR Act, 1955-র 14Y ধারা অনুযায়ী অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।
- জমির অনভিপ্রেত ব্যবহারের তদারকি করা।
- শিল্পের নামে জোর করে ও অন্যায্য উপায়ে জমি সংগ্রহ হতে না দেওয়া ।
- ন্যায্যমূল্যে জমির বেচা-কেনা সুনিশ্চিত করা।

শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সমস্যার সমাধান

ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি বিনিয়োগকারী সংস্থার জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। জিন্দাল স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড, প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড প্রমুখ, কর্মসংস্থানের নিরিখে বড় ও মাঝারি ছয়টি সংস্থাকে শিল্পস্থাপনের জন্য চাহিদার মূল্যায়নের নিরিখে সিলিং বহির্ভূত জমি রাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অব্যবহৃত লীজহোল্ড জমির তদারকি প্রক্রিয়া

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে লীজে নেওয়া জমি তিন বছরের বেশি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে, যে কারণে সেই জমি নেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহৃত না হওয়ার কারণের অনুসন্ধান করে প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থত্রা নেওয়া হবে।

জমি ভেস্ট করা ও পুনর্বন্টন করার কাজকে জোরদার করা

২০১১-১২ অর্থবর্ষে জমি খাস করার লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২৭৪.৯১ একর জমি ভেস্ট করা হয়েছে। বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সঙ্গতিপূর্ণভাবে ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৬৫৭.৩৭ একর জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছে, উপকৃত হয়েছেন ৪৬৩২টি পরিবার। এই অর্থবর্ষের লক্ষ্যমাত্রার পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

নিজগৃহ ও নিজভূমি প্রকল্পের সূচনা

বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে সমস্ত গৃহহীন পরিবারের গৃহ নির্মাণের জন্য বাসযোগ্য জমির বন্দোবস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার একটি নতুন কর্মসূচি নিয়েছে, 'নিজগৃহ ও নিজভূমি প্রকল্প'। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি যোগ্য ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ৩ কাঠা বাসযোগ্য জমির বন্দোবস্ত করার সুযোগ থাকবে।

১২ জানুয়ারি ২০১২ জঙ্গলমহল উৎসবে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ১০৩ জন উপভোক্তাকে এই প্রকল্পের আওতায় ৫ শতক বা ৩ কাঠা করে জমির পাট্টা তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে ৫.৫ লক্ষ ভূমিহীন ও বাস্তুহীন পরিবারকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগের সূচনা করেন।

নাগরিক পরিষেবার আরও বেশি উদ্যোগ

বিগত দিনগুলিতে WBLR Act, 1955-এর অধীনস্থ ধারা ৫০ অনুযায়ী, গুরুত্ব ও যোগ্যতার বিচার করে রেকর্ড সংশোধনের ৩,২৬,৬১৬টি আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এরই সঙ্গে ২,৩৯,৩২৫টি মিউটেশনের আবেদন, ২৯,১০০টি জমির চরিত্র পরিবর্তনের আবেদন ও ৬০৭৫ টি বর্গা আবেদনের সুরাহা করা হয়েছে। ১১,০০০ বর্গাদার ও পাট্টাদার এই সময়ের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ পেয়েছেন।

রাজ্যের ৩৪১টি ব্লকেই প্লট-মানচিত্র পরিষেবা চালু হয়েছে। জনমুখী নাগরিক পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে রাজ্যবাসী এখন সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব অফিস থেকে জমির পরচা (ROR)-এর সঙ্গে সেই জমির কমপিউটার ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ই-পরিষেবায় আরও বেশি জোর

খুব শীঘ্রই ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু হতে চলেছে। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যবাসী ওয়েবসাইট থেকেই তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে National Land Records Modernization Schemes-এর অধীনস্থ WBSWAN প্রকল্পের আওতায়, প্রতিটি ব্লক (Bl&LRO), মহকুমা (SDL&LRO), জেলা (DL&LRO) এবং কালেক্টর অফিসের সঙ্গে রাজ্যের সদর দফতরের (DLR&S, WB), সমন্বয় ঘটানো হচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশন (পঞ্জীকরণের) সঙ্গেই যাতে মিউটেশনের কাজ হয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্যে কয়েকটি ভূমি সংস্কার অফিসের সঙ্গে সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সমন্বয়ের পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত কয়েক মাসে ১০,০৩৬টি মৌজার রেকর্ড সংযোজিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ৬৪টি মৌজার সার্ভে সেটলমেন্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বিপুল সংখ্যক জমি সংক্রান্ত অমীমাংসিত কেসের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

৩৯০৪টি মৌজায় ইতিমধ্যেই নবম কৃষি সেন্সাস, ২০১১-র প্রথম পর্যায়ের কাজ, পরিবারগুলির তালিকাভুক্তিকরণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। গত কয়েক মাসে ১০০ কোটির বেশি টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং রাজস্ব আদায়ের গতি তরান্বিত করবার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তথ্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক

রাজ্য সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রক যে বিষয়টিতে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছে সেটি হলো রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্যসমূহ পৌঁছে দেওয়া। একইসঙ্গে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার মনোযোগি হয়েছে। এরই সাথে চলচ্চিত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, এবং ঐহিত্যমন্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গোটা দফতরটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে যাতে করে সাংস্কৃতিক কার্যসমূহ আরও দ্রুত গতিতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। নতুন সরকার আসার পর এই ক্ষেত্রে এই মন্ত্রকের কার্যবিধি গ্রহণ এবং প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা গেছে। সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হলো—

লক্ষ্যপূরণ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে সারা রাজ্যজুড়ে পালন করা হচ্ছে
- হুলদিবস অর্থাৎ সাঁওতাল গণসংগ্রামের সূচনার দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সাঁওতাল গণসংগ্রামের দুই নায়ক সিধো এবং কানহো পরিবারের বর্তমান সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এই বিশেষ দিনে ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।
- রাজ্যে এই প্রথমবার ৯জন কিংবদন্তীতুল্য শিল্পীর হাতে বঙ্গবিভূষণ সম্মান রাজ্য সরকার তুলে দিয়েছে।
- মহাকরণে প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের জন্মদিন এবং প্রয়াণদিবসগুলি পালন করা হচ্ছে।
- রাজ্যে প্রথম কাজি নজরুল ইসলাম আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- রাজ্যে হেরিটেজ কমিশনের পুর্নগঠন করা হয়েছে।
- এই মন্ত্রক ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং যৌথ উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির যথাযথ মেরামতির কাজে উদ্যোগী হয়েছে।
- আগের চেয়ে অনেক বড়মাপের প্রেসকর্ণার গড়ে তোলা হয়েছে এবং তার লাগোয়া অঞ্চলটিকে বিস্তৃত করা হয়েছে যেখানে সরকারি কর্তারা বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় মিডিয়ার কাছে জানাতে পারবেন।
- দার্জিলিং জেলায় মংপু ভিলা ঢেলে সাজানো হচ্ছে যেটির সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকাজের প্রত্যক্ষ এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।
- ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ২০১১-তে রাজ্য সহ-উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করেছে। এই বাণিজ্যমেলায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ওই আলোচনা সভাগুলিতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলি হলো, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের নানাদিক, রাজ্যে উৎপাদিত ছোট দানার চালের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার কিভাবে বিস্তৃত করা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে। এইবছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিবসে একটি কথপোকথনের আসর আয়োজন করা হয়েছে, যার শিরোনাম ছিল বাংলার জাগরণ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার আরও চারজন সদস্যকে নিয়ে এই কথপোকথনের আসরে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এই আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রশ্নটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেন, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেশের নামী শিল্পপতিগণ, বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি কিংবা রাষ্ট্রদূতগণ এবং বহু সরকারি কর্মকর্তাগণ।
- ১৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবার গোড়া থেকেই একটু ভিন্নভাবে আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই প্রথম নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো একটি বৃহৎ পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মুম্বাই ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির সুপারস্টার শাহরুখ খান এবং প্রথিতযশা অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট শিল্পীবর্গ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং

অগণিত সাধারণ মানুষ। পঞ্চাশটিরও বেশি দেশ থেকে ১৫০টির বেশি ছবি এবার চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। **কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে এই প্রথম উৎসব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশন করা হয়।** এই প্রথম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্তিসূচক অনুষ্ঠান নন্দন-১ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীবছর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে সেই লক্ষ্যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো বিশাল অঞ্চলটিতে প্রতিদিন ছবি দেখানো হবে।

- রাজ্যের একাদশ নাট্যমেলা এবছর অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১১ কলকাতায়। এবছর হাওড়াতে নাট্যমেলা আয়োজিত হয়েছে। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়িতে এই নাট্যমেলার সম্প্রসারণ। ৩ থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরে বসেছিল নাট্যমেলার আসর। রাজ্যের ১০০টিরও বেশি নাট্যদল এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছিল। ৮টি প্রেক্ষাগৃহে নাটকের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আলোচনা সভা এবং কর্মশালাও আয়োজিত হয়েছিল।
- স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য একটি রাজ্য স্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পরবর্তী কর্মসূচি

- জঙ্গলমহলে স্থানীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহ দানের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রস্তাবিত আকাদেমির নাম সিদো-কানহো আকাদেমি এবং দার্জিলিংয়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে নেপালি আকাদেমি।
- রবীন্দ্রসদন অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে স্থির করা হয়েছে ওই অঞ্চলটিকে আরও বিস্তৃত করা হবে। এই বিষয়ে একটি ভিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- রাজ্যে বিভিন্ন রবীন্দ্রভবনগুলিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাংস্কৃতিক ভবন স্কিমের আওতায় আনা হবে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে।
- ৫টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, জাঙ্গিপুর, আঁটপুর এবং কলকাতার কারেন্সি বিল্ডিংয়ে।
- **উত্তরপাড়ায় সম্পূর্ণ নতুন একটি 'ফিল্মসিটি' বা চলচ্চিত্র শহর গড়ে তোলা হচ্ছে।**
- ১০০ বছরের পুরনো টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিওর উন্নয়ন এবং যথাযথ আধুনিকীকরণ করা হবে।
- রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাগুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে উর্দু, হিন্দি, নেপালি, ওড়িয়া, সাঁওতালি এবং গুরুমুখীকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে। এই ভাষাগুলিতে রাজ্যে ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ কথা বলেন।
- বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেডকে পুনর্গঠিত করে কার্যকরী করে তোলা হবে।
- রাজ্যে এই প্রথম উত্তমকুমারের স্মৃতিতে পুরস্কার দেওয়া হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফিল্ম উন্নয়ন নিগমের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে পাবলিক-প্রাইভেট যৌথ অংশীদারিত্বে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
- গ্রামীণ তথ্য এবং সংস্কৃতি শাখাগুলিকে আরও উন্নত এবং কার্যকরী ভূমিকায় উত্তীর্ণ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে করে রাজ্য সরকারের সংযোগসাধনের লক্ষ্য পূরণ হয়।

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষা, আবাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি, স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচির প্রসার ঘটিয়ে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোই এই দফতরের লক্ষ্য। একই সঙ্গে রাজ্যজুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির বাতাবরণ বজায় রাখার লক্ষ্যেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজ্যবাসীর কাছে সামগ্রিক উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্থা ও সংগঠনের উন্নয়নের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্যপূরণ

- রাজ্য সরকার ১০ হাজার অননুমোদিত মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে।
- ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি কমিশন, স্টেট হজ কমিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এবং উর্দু একাডেমির পরিচালন সমিতিগুলিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাননীয় বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) রাজেন্দ্র সাচারের একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈঠক হয়েছে।
- প্রতিমাসের পয়লা তারিখেই রাজ্যের ৬০৯টি মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতনের টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।
- বিভিন্ন কবরখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি ঘটাতে পাঁচিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬৫টি কবরখানার জন্য এই খাতে ৩৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- উচ্চ ও উচ্চতর মাদ্রাসাগুলির জন্য নতুন ৬৫০টি শিক্ষকপদ অনুমোদিত হয়েছে।
- ১২,৬৩৯ জনকে স্ব-নিযুক্তি ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৩৩.৫৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ১৬৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাঋণ বাবদ ৫.৩৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- প্রাথমিক থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত ৪.৮৩ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশিপ বাবদ ৬৩.৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৪২১ জন সংখ্যালঘু পরিবারের যুবক-যুবতীকে বাণিজ্যিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার যুবককে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১১ সালের শেষ দু-মাসে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এরপরেও ৪,৬৭১ জন বেকার যুবক-যুবতীকে স্কুল সার্ভিস/ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে।
- কলকাতা পুরসভা এলাকায় চারটি ওয়ার্ড হেলথ ইউনিট এবং তিনটি উর্দু মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে।
- ইন্দিরা আবাস যোজনার অনুরূপে গৃহ নির্মাণের জন্য ৩,২৭৯টি গৃহ, ১,৪৫৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত ৮৯৬টি শ্রেণিকক্ষ, এবং ১৫৫ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং নতুন হজ টাওয়ারের জন্য রাজারহাটে যথাক্রমে ২০ একর এবং ৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে।
- ৩০ জুলাই, ২০১১ এবং ১০ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৃত্তি প্রদান ও ঋণদান করা হয়েছে।

  দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ৩.০৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫১.৫ কোটি টাকার স্কলারশিপ এবং ৫৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ১১.৯২ কোটি টাকা শিক্ষা-ঋণ প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, গত বছর এই দুটি খাতে ৬.৮৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশিপ ও শিক্ষা-ঋণ বাবদ ১১১.২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল। এবার ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮ লক্ষ। আশা করা হচ্ছে চলতি বছরে আরও ২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে স্কলারশিপ ও শিক্ষা-ঋণ দেওয়া যাবে।
- ইতিমধ্যেই এই দফতরের পক্ষ থেকে শিক্ষা খাতে ২৬ কোটি, দক্ষতা ও স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ১০৩ কোটি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ১৭ জানুয়ারি ২০১২, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি সরকারি পলিটেকনিক কলেজের শিলান্যাস করেছেন

কারিগরি শিক্ষা দফতরের সহায়তায় এই কলেজ বাড়িটি নির্মাণ করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত

- রাজ্যের যে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া, নেপালি, গুরমুখী এবং সাঁওতালী, সেই জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষাগত সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংখ্যালঘু শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সরকারি স্বীকৃতি দানের জন্য (কোনও সরকারি আর্থিক বরাদ্দ ছাড়া) বাংলা ও উর্দু দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের শাখা তৈরির জন্য বাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ ১৪ কোটি টাকার মধ্যে ইতিমধ্যেই সাত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন কবরস্থানের চারিদিকে প্রাচীর তৈরির জন্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দরখাস্ত চেয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

- উত্তর ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকায় দরিদ্র- সংখ্যালঘু পরিবারের জন্য 'গীতাঞ্জলি' (আমার বাড়ি) প্রকল্প বাবদ ২৬০০ টি বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়া, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় আরও ২৫০০ টি বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর পুরসভা এলাকায় বেশকিছু ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য শহরাঞ্চলের দরিদ্র-সংখ্যালঘু পরিবারগুলির ন্যূনতম চাহিদা পূরণ।
- রাজারহাট নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ হজ টাওয়ার বাড়ির নির্মাণ।

আগামী দিনের লক্ষ্য

- রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত জেলাগুলিতে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ৬ টি আইআইটি এবং ২ টি পলিটেকনিক কলেজ গঠন।
- কলকাতা পুরসভার সাহায্যে এই শহরের ওয়াকাফ সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা চালানো।
- ডেসটিটিউট মাইনরিটি উইমেন রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্পের মাধ্যমে অতি দরিদ্র শ্রেণির এবং দুস্থ মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দান।
- জৈন সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ। এই রাজ্যে জৈন সম্প্রদায় সংখ্যালঘু ।

বিভিন্ন নতুন নতুন প্রকল্প এবং উন্নয়ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে সেই কাজ সুসম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দানের আশ্বাস দিচ্ছে। তবু অনেক কাজ এখনও বাকি। সরকারের সমস্ত দফতরের উদ্যোগেই রাজ্যের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নের প্রয়াস চালানো আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

অন্যান্য দফতর যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করছে তাদের পাশে থেকে সহায়তা করা এই দফতরের একটি লক্ষ্য।

পার্বত্য বিষয়ক

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় শান্তি এবং আইন-শৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তার ফল স্বরূপ বেশকিছু সাফল্যও এসেছে।

১) গত ১৮ জুলাই ২০১১ ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি (মেমোরান্ডাম অব এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে দার্জিলিং-এর পাহাড়ি এলাকার উন্নয়নে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) গঠন করে ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পাহাড়ি মানুষের নিজস্বতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

২) জিটিএ বিল, ২০১১-র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে। এই বিলটি এখন রাষ্ট্রপতির চরম সম্মতির জন্য রাজধানীতে পাঠানো হয়েছে।

৩) স্বশাসিত জিটিএ-র অধীন দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে পানীয় জল প্রকল্প, নতুন আধুনিক মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল তৈরি, নার্সিং কলেজ তৈরি, পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন এবং এই অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা।

৪) বিচারপতি শ্যামলকুমার সেনের নেতৃত্বে এই গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এলাকার বিস্তৃতি স্থির করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

৫) সাম্প্রতিক অতীতে ভূমিকম্পের ফলে দার্জিলিং জেলার বিপর্যস্ত পরিকাঠামো আবার নতুন করে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তারমধ্যে রয়েছে ক) রাস্তা মেরামতির জন্য ২০ কোটি টাকা, খ) পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ২ কোটি টাকা, গ) সেচ ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে ৮ কোটি টাকা এবং ঘ) ভূমিকম্পে পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির মেরামতির জন্য ২০ কোটি টাকা।

এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, দার্জিলিং পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্পে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি সামাল দিতে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপনস ফান্ড থেকে ৪৯৫.২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হোক।

৬) দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে ৮.৬৫ কোটি টাকার বিশেষ সাহায্য অনুমোদিত হয়েছে।

৭) এই অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের রাস্তা-ঘাট মেরামতি বাবদ মঞ্জুর করা হয়েছে ৯.৯১ কোটি টাকা।

৮) দার্জিলিংয়ের রোপওয়েটির মেরামতির কাজ শেষ পর্যায়ে, ইতিমধ্যেই একবার পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়েছে।

৯) পাহাড়ি এলাকায় চা এবং সিঙ্কোনা চাষে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে একটি গবেষণাগার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১০) মংপুতে সবজি এবং ফুল প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

ব্যবসা করা সহজসাধ্য করতে 'শিল্প সাথী'

বাণিজ্য প্রস্তাবের ছাড়পত্র দেবার এক জানালা ব্যবস্থা শিল্প সাথী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং তা সফলভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। বিনিয়োগকারীদের শিল্পস্থাপনের নানা প্রকল্প ও প্রস্তাবে দ্রুত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র দেবে শিল্প সাথী। **শিল্প গঠনের জন্য অতীতের ৯৯ পৃষ্ঠার ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা বদলে বর্তমানে মাত্র ৭ পৃষ্ঠার ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।** প্রস্তাবিত শিল্প এলাকায় পরিদর্শনের প্রয়োজন না হলে ১৫ দিনের মধ্যে শিল্প প্রস্তাবের অনুমোদন দেবার সময়সীমা ধার্য হয়েছে।

১৬টি বড় প্রকল্পে ৫৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব

রাজ্য সরকার রাজ্যে ১৬টি বৃহৎ আকারের শিল্প প্রস্তাবের ঘোষণা করেছে, যেগুলিকে ৫৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। এই বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির মধ্যে আছে স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিঃ, ভারতীয় রেল, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, ট্রাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেড, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, টিভিএস মোটরস, ইউনিভার্সাল গ্রুপ ও রিলায়েন্স গ্রুপ। **এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ২.৪৫ লক্ষ কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।**

ইন্ধন ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধি

বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় গ্যাস বন্টনের জন্য গ্যাস গ্রিড নেটওয়ার্ক গড়তে ২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই অথরিটির সঙ্গে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ও গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাজ্যের আসানসোল-রানিগঞ্জে ২১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় কোল বেড মিথেন নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেডকে লিজ দলিল দেওয়া হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই কোল বেড মিথেন গ্যাস বাজারজাত করতে শুরু করেছে।

যে সব প্রকল্পে অগ্রগতি হচ্ছে

নিম্নলিখিত বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলি মেটানো গেছে

- শালবনীতে জেএসডব্লিউ বেঙ্গলের এক কোটি টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্পাত প্রকল্প। প্রথম পর্যায়ে ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হবে।
- হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কোল্ড রোলিং মিল।
- বাঁকুড়া জেলার মেজিয়াতে শোভা ইস্পাত লিমিটেডের ১১ লক্ষ টনের ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট।
- বাঁকুড়া জেলার জোরহীরাতে অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের রোলিং মিল ও স্টিল মেল্টিং শপ।
- হাওড়া জেলার রানিহাটিতে ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ফাউন্ড্রি পার্ক, যেখানে প্রায় ১৫০টি ফাউন্ড্রি স্থাপিত হবে।

জমি সংক্রান্ত ১৪ ওয়াই ধারায় অনুমোদনের জন্য যে সব সুপারিশ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে পাঠানো হয়েছে।

- খড়গপুরের কাছে এসিসি সিমেন্টের ২৫ লক্ষ টনের সিমেন্ট প্রকল্প।
- কুলপিতে টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেডের শিপইয়ার্ড প্রকল্প।
- ডানকুনিতে আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের ১৫ লক্ষ টন সিমেন্ট প্রকল্প।

অদূর ভবিষ্যতে যে সব প্রকল্প গড়ে উঠবে, সেগুলির মূল্যায়ন

চারটি কোম্পানির মূল্যায়ন সম্পূর্ণ করেছে এক্সপার্ট কমিটি অন স্টিল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ডাস্ট্রিজ। এই চার কোম্পানি হল, মেসার্স ইউনিভার্সাল ক্রেসেন্ট পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স এসপিএস ইস্পাত অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড, মেসার্স শ্রী বদ্রিনারায়ণ অ্যালায়জ অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড ও বিকাশ স্মেল্টার্স অ্যান্ড অ্যালায়জ লিমিটেড। এক্সপার্ট কমিটি ইতিমধ্যেই তাঁদের

রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য মাস্টার প্ল্যান ও পরিকাঠামোগত কাজ

- খড়গপুরের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বড় রাস্তা, ভেতরে ছোট রাস্তা এবং রাস্তার ধারে নিকাশির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে প্রকল্পটির আনুমানিক মূল্য ৪৭.৪৩ কোটি টাকা।
- পানাগড়ে ১,৫০০ একর জমিতে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও নৈহাটিতে ৯৮ একর জমতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানের মাস্টার প্ল্যানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

জমি বন্টন ও দখল নেওয়া

- বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দুটি কোম্পানিকে জমি বন্টন করা হয়েছে
- পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দুটি কোম্পানিকে জমির দখল দেওয়া গেছে।
- নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানে একটি কোম্পানিকে জমির দখল দেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল লিডস্ ২০১২

- ৯ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০১২ মিলনমেলা প্রাঙ্গনে 'বেঙ্গল লিডস্' নামে একটি প্রদর্শনী তথা বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা ও সুযোগের বিষয়টি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হয়। ১২০টি বিভিন্ন ধরনের সংস্থার সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। সম্মেলনের শেষে কয়েকটি সংস্থা রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছে তারমধ্যে আছে মারুতি সুজুকি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, টাটা ইন্টার ন্যাশনাল, বেঙ্গল এয়ারোপলিস প্রভৃতি।

নতুন প্রকল্প

নির্মাণ শিল্পের যন্ত্রপাতি

- খড়গপুরের বিদ্যাসাগর পার্কে এবং চাঙ্গুয়ালে ট্র্যাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেডের নতুন শিল্প কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। পুরো প্রকল্পটিতে মোট বিনিয়োগ (চার দফা প্রকল্পের সবকটি সম্পূর্ণ হলে) হবে ৬০০ কোটি টাকা এবং ধাপে ধাপে ২,০০০ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ও আরও ৩,০০০ জনের অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ট্র্যাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেড হৈস্টার-ইউএসএ-র সঙ্গে রিচস্ট্যাকার ও ফর্কলিফ্‌ট ট্রাক নির্মাণ করবে এবং ম্যানিটোওক-ইউএসএ-র সহযোগিতায় ক্রেন তৈরি করবে।

পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ শিল্প

- পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচর দ্বীপে ২৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ কেন্দ্র ও ১৯৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে রাজ্য সরকার একটি সমঝোতাপত্র বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য আবাসন প্রকল্প, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরার জন্য উৎসাহ প্রদান ও একটি শিল্প পার্কও এখানে গড়ে উঠবে।

সারশিল্প

- পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মাতিক্স ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড একটি ২,২০০ এমটিপিডি অ্যামোনিয়া কারখানা ও ৩,৮৫০ এমটিপিডি সিঙ্গল স্ট্রিম ইউরিয়া প্ল্যান্ট গড়ছে। এই প্রকল্পগুলিতে ১১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে, ১,৫২৫ জনের কর্মসংস্থান হবে।

টিভিএস

- টিভিএস কোম্পানি একটি কারখানা গড়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। এর আগে তারা তাদের অ্যাসেম্বলি ওয়ার্ক লাইন মেসার্স মহাভারত মোটরস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে চালাচ্ছিল। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে টিভিএস-এর এ রকম কারখানা গড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডব্লিউআইডিসি-র মাধ্যমে ৪৫.১৭ একর জমি দিয়েছে। টিভিএস ও মেসার্স মহাভারত মোটরস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড জয়েন্ট ভেঞ্চার ভিত্তিতে একটি নতুন কোম্পানি গড়ে তুলেছে, যার নাম হয়েছে নিও স্ট্র্যাটেজিক মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড।

যে সব প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে

- ধানসেরি পেট্রোকেম লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২ লক্ষ টন থেকে ৪.৩ লক্ষ টনে নিয়ে যাবার প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০১২

রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের জন্য মাস্টার প্ল্যান ও পরিকাঠামোগত কাজ

- খড়গপুরের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বড় রাস্তা, ভেতরে ছোট রাস্তা এবং রাস্তার ধারে নিকাশির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে প্রকল্পটির আনুমানিক মূল্য ৪৭.৪৩ কোটি টাকা।
- পানাগড়ে ১,৫০০ একর জমিতে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও নৈহাটিতে ৯৮ একর জমতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানের মাস্ট প্ল্যানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

জমি বন্টন ও দখল নেওয়া

- বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দুটি কোম্পানিকে জমি বন্টন করা হয়েছে
- পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দুটি কোম্পানিকে জমির দখল দেওয়া গেছে।
- নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানে একটি কোম্পানিকে জমির দখল দেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল লিডস্ ২০১২

- ৯ থেকে ১৪ জানুয়ারি ২০১২ মিলনমেলা প্রাঙ্গনে 'বেঙ্গল লিডস্' নামে একটি প্রদর্শনী তথা বাণিজ্য সম্মেলনে রা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা ও সুযোগের বিষয়টি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হয়। ১২ বিভিন্ন ধরনের সংস্থার সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। সম্মেলনের শেষে কয়েকটি সংস্থা রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখে তারমধ্যে আছে মারুতি সুজুকি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, টাটা ইন্টার ন্যাশনাল, বেঙ্গল এয়ারোপলিস প্রভৃতি।

নতুন প্রকল্প

নির্মাণ শিল্পের যন্ত্রপাতি

- খড়গপুরের বিদ্যাসাগর পার্কে এবং চাঙ্গুয়ালে ট্র্যাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেডের নতুন শিল্প কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। পু প্রকল্পটিতে মোট বিনিয়োগ (চার দফা প্রকল্পের সবকটি সম্পূর্ণ হলে) হবে ৬০০ কোটি টাকা এবং ধাপে ধাপে ২,০০০ মানু প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান ও আরও ৩,০০০ জনের অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ট্র্যাক্টরস ইন্ডিয়া লিমিটেড হৈস্টার-ইউএসএ-র স রিচস্ট্যাকার ও ফর্কলিফ্ট ট্রাক নির্মাণ করবে এবং ম্যানিটোওক-ইউএসএ-র সহযোগিতায় ক্রেন তৈরি করবে।

পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ শিল্প

- পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচর দ্বীপে ২৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ কেন্দ্র ও ১৯৮০ মেগাও বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে রাজ্য সরকার একটি সমঝোতাপত্র বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য আব প্রকল্প, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ধরার জন্য উৎসাহ প্রদান ও একটি শিল্প পার্কও এখানে গড়ে উঠবে।

সারশিল্প

- পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে মাতিক্স ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড একটি ২,২০০ এমটিপিডি অ্যামোনিয়া কার ও ৩,৮৫০ এমটিপিডি সিঙ্গল স্ট্রিম ইউরিয়া প্ল্যান্ট গড়ছে। এই প্রকল্পগুলিতে ১১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে, ১,৫ জনের কর্মসংস্থান হবে।

টিভিএস

- টিভিএস কোম্পানি একটি কারখানা গড়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। এর আগে তারা তাদের অ্যাসে ওয়ার্ক লাইন মেসার্স মহাভারত মোটরস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে চালাচ্ছিল। হাওড়া জে উলুবেড়িয়াতে টিভিএস-এর এ রকম কারখানা গড়তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডব্লিউআইডিসি-র মাধ্যমে ৪৫.১৭ একর দিয়েছে। টিভিএস ও মেসার্স মহাভারত মোটরস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড জয়েন্ট ভেঞ্চার ভিত্তিতে একটি ন কোম্পানি গড়ে তুলেছে, যার নাম হয়েছে নিও স্ট্র্যাটেজিক মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড।

যে সব প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে

- ধানসেরি পেট্রোকেম লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২ লক্ষ টন থেকে ৪.৩ লক্ষ টনে নিয়ে যাবার প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০

সালের মার্চে শেষ হওয়ার কথা।

- বানতলায় চামড়াজাত দ্রব্য তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যা শীঘ্রই শেষ হবে।
- হাওড়ার রানিহাটিতে ফাউন্ড্রি পার্কে আইটিআই গড়ার কাজ শীঘ্রই শেষ হবে।
- হলদিয়ায় হিন্দুস্থান কোলাস লিমিটেডের বিটুমেন ইমালসান প্ল্যান্ট তৈরি হয়ে গেছে। হলদিয়ায় পরিবেশগত নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই এটি উৎপাদন শুরু করবে।

যে সব প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক

- ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বছরে তিন লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সিমেন্ট কারখানার প্রস্তাব এসেছে রিলায়েন্স সিমেন্টেশন কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে।
- পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ডিভিসি একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে চেয়েছে। কর্মীদের আবাসন প্রভৃতির জন্য তারা জমির আবেদন করে রাজ্য সরকারকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তারা এখানে আনুমানিক ৫১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক

হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গ্লাস এখানে একটি অতিবৃহৎ কাঁচ তৈরির কারখানা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই প্রকল্পে ১,৯০০ টিপিডি কাঁচ উৎপন্ন হবে এবং ৯০০ টিপিডি ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্লোট গ্লাস কারখানা গড়া হবে। এই প্রকল্পের জন্য ৩,৬১৬.৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার বড়জোড়াতে প্লাস্টো স্টিল পার্ক

- ডাইমেনশন স্টিল অ্যান্ড অ্যালয়জ প্রাইভেট লিমিটেড ২৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ফেরো অ্যালয়, টিএমটি বার, পিলেট প্ল্যান্ট গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।
- রথি টিএমটি সারিয়া, সূর্য অ্যালয় ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, লালওয়ানি ফেরো অ্যালয়জ লিমিটেড, আর কে ওয়্যার প্রোডাক্টস লিমিটেড, শ্রী বারি এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেড, নর্থ টেকনো প্রোজেক্টস ইন্ডিয়া প্রভৃতি কোম্পানিগুলি মোট প্রায় ২০১.৭১ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।
- তথ্য-প্রযুক্তি দফতর এই পার্কে একটি আইটি ইনকিউবেশন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে খাদ্য পার্ক

- মিদা অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রর প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে ৯ থেকে ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।
- শারদা অ্যান্ড সন্স বেকিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটি খাদ্য ও পানীয় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে পলি পার্ক

- এই পলি পার্কে শ্যাম স্টিল, প্রাইম টেকনোপ্লাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং রামকি এনভিরো ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড তাদের কারখানা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যান

- টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ৩২২.৮৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে ইস্পাত ও অ্যালয় স্টিল কাসিটিং উৎপাদনের জন্য একটি গ্রিনফিল্ড স্টিল ফাউন্ড্রি গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।
- সুপ্রিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইন্ডিয়ান ফার্নিচার প্রোডাক্টস লিমিটেড, মার্ক ইকো লাইটিং প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি সংস্থা এই পার্কে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।

কেভেন্টার গ্রুপ

- ডানকুনিতে কেভেন্টার গ্রুপ আনুমানিক ২৭৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ফুড পার্ক গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের বর্তমান কারখানার সম্প্রসারণ প্রকল্পে আরও ৬১.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ৪,৫০০ জনের কর্মসংস্থানের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

এই গোষ্ঠী বারাসতে একটি খাদ্য পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার, খাদ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ

- জোকাতে ছয় বছর ধরে ১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি ইন্টারন্যাশনাল হাব ফর ইনফর্মেশন কমিউনিকেশ টেকনোলজি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। এরা দক্ষতা বাড়ানো ও কর্মশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য টিআইজ কেন্দ্র গড়ে তুলছে। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ বেহালাতে একটি নলেজ হাব গড়ছে, যাতে পাবলিক স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিজনে স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিকেল কলেজ, টিচিং হাসপাতাল ও কর্মশিক্ষা প্রশিক্ষণ কে থাকবে। এই গোষ্ঠীই বারুইপুর বা চিনসুরাতে একটি সম্পূর্ণ ফুডপার্ক ও বাটোটেকনোলজি ক্লাস্টার গড়ার প্রস্তাব দিয়ে যাতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ৪,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

ফরচুন ফার্নিটেক প্রাইভেট লিমিটেড

- এই গোষ্ঠী সরকারের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার বা পাবলিক-প্রাইভেট মডেলে একটি কাঠজাত জিনিস উৎপাদন কেন্দ্র গ তোলার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও খুচরো বিক্রি কেন্দ্রও গড়ে তুলবে, যাতে বিপু কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

ডানকান গোয়েঙ্কা গ্রুপ

- এই গোষ্ঠী তাদের ইপিডিএম রাবার প্ল্যান্ট মুম্বাই থেকে হলদিয়াতে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছে। এতে তাদের ৩০০ কো টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাবও রয়েছে।

ইন্দো-কানাডিয়ান পেপারস লিমিটেড

- এই গোষ্ঠী নৈহাটির কাছে হাজীপুরে ১,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হোল জুট প্ল্যান্টের ভিত্তিতে একটি বিশ্বমানের কাগজ বানানোর প্রকল্প গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

এস ডি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইফেড লিমিটেড

- এই গোষ্ঠী বারাসতে একটি জামাকাপড় তথা পরিধেয় পার্ক শিল্পকেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রকল্পটিতে ছয় বছরে ১,২৭৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ৩০,০০০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

মঞ্জুরিকৃত তহবিল

- রাজ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্তব্য ৪৪০ কোটি টাকার মধ্যে ইতিধ্যেই ২৩৭.৭৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

খনি ও খনিজ

- বালি, পাথরের বড় ও ছোট টুকরো প্রভৃতির মত কম গুরুত্বপূর্ণ খনিজের থেকে আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে মাইনিং লিজ দেবার জন্য নিলাম ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে লিজ দেবার ব্যাপারে স্বচ্ছতা থাকবে এবং খনিজের অপচয় কমানো যাবে। এটা বাস্তবায়নের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনস মিনালেস রুলস, ২০০০-কে সংশোধন করার প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে এবং শীঘ্রই তা জারি করা হবে।
- খনি থেকে গ্রানাইট উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিলামের মাধ্যমে লিজ দেওয়ার একটি ব্যবস্থা আছে। জিএস-১ রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে গ্রানাইট প্রচুর পরিমাণে থাকলেও ২০০৫ সালের পর থেকে আর কোনও নিলাম করা হয় নি। বর্তমানে আবার গ্রানাইটের ক্ষেত্রে নিলাম শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে চিফ মাইনিং অফিসারের নেতৃত্বে একটি ফিল্ড সার্ভে চলছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই নিলামের নোটিস জারি করা যাবে।
- ডাইরেক্টর অফ মাইনসের ওয়েবসাইট গঠনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম চলছে। আশা করা যায়, ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ টেন্ডার নোটিস দেওয়া হবে।
- ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রসমূহের ডিজিটাইজেশনের জন্য টেন্ডারের কাগজপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন

জন উদ্যোগ দফতর (যা পূর্বে জনকারবার দফতর নামে ছিল) রাজ্য স্তরের শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

শিল্প পুনর্গঠনের জন্য রাজ্যের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধুঁকতে থাকা শিল্পগুলির যাতে অর্থপূর্ণ পনর্গঠন হয় তাই এই দফতরের লক্ষ্য।

জন উদ্যোগের লক্ষ্য

জন উদ্যোগ দফতর সরকারের মুখ্য দফতর হিসেবে রাজ্যের সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলিকে একই সুত্রে পরিচালনা করায় সাহায্য করে।

সাফল্য

- ২০০৩ সালের আগে এই দফতরের অধীন ২৩টি সরকারি ক্ষেত্রে উদ্যোগের মধ্যে ৭টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ৩টি যুগ্ম প্রচেষ্টার উদ্যোগে রূপান্তরিত করা হয়েছিল ২০১০ সালের মধ্যে। প্রায় ৬,০০০ শ্রমিক স্বেচ্ছাবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নতুন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনও শ্রমিক অবসর বা স্বেচ্ছাবসর ছাড়া ১৩টি সরকারি ক্ষেত্রে উদ্যোগকে পুনর্গঠিত করার।
- এই সকল উদ্যেগের পরিচালন পর্ষদকে পুর্নগঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ১টির পুনর্গঠন হয়েছে।
- দীর্ঘকালীন, মধ্যবর্তী কালীন ও স্বল্পকালীন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে। এই পরিকল্পনাগুলির প্রাথমিক মূল্যায়ণ শুরু হয়েছে।
- এই সকল উদ্যোগের মুখ্য নির্বাহী নিয়োগ করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে ২টির করা হয়েছে।
- লিলি প্রোজেক্টস লিঃ, নিও পাইপস অ্যান্ড টিউবস লিঃ, ন্যাশনাল আয়রণ অ্যান্ড স্টিল লিঃ এবং ইলেকট্রো মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিঃ এর মতো সংস্থাগুলির যুগ্ম উদ্যোগে রূপায়িত করার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলির আলোচনা শুরু হয়েছে।
- ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এর আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য ঋণকে শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ফলে এই সংস্থাটি নীট মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং পুনর্গঠনের জন্য ঋণ পেতে সুবিধা হবে। এই দফতর কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৬৬, দি সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (স্পেশাল প্রভিসন) অ্যাক্ট, ১৯৮৫ ও দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেস্ট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সাহায্য নিয়ে শিল্পগুলিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।
- বড়, মধ্যম ও ক্ষুদ্র, বন্ধ ও ধুঁকতে থাকা শিল্পগুলিকে নতুন ওয়েস্টবেঙ্গল রিনিউয়াল স্কীম, ২০১১ এর মাধ্যমে পুনর্গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।
- **মেসার্স শ্রী অন্নপূর্ণা কটন মিলস অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স ভারত বিস্কুটস (বেকফ্রেস বিস্কুট) প্রাইভেট লিমিটেড ও মেসার্স স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এই তিনটি কোম্পানির পুনরুজ্জীবনের জন্য আগামী ৬ মাস আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।**

তথ্য প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য—

বর্তমানে সারা দেশে তথ্যপ্রযুক্তিক্ষেত্র থেকে যে আয় হয়, পশ্চিমবঙ্গে হয় তার তিন শতাংশ মাত্র। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে পছন্দে গন্তব্য হিসাবে সবথেকে এগিয়ে আছে কর্ণাটক এবং তৎসহ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র। রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পছন্দের প্রথম তিনটি গন্তব্যের মধ্যে নিয়ে আসা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে রাজ্যের আয় বাড়িয়ে গোটা দেশের আয়ের ২৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।

এই লক্ষ্যে নতুন সরকার রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর।

সাফল্য—

১) সরকার ও শিল্পমহলের সমন্বয়ের জন্য দুটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন—

রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে অর্থাৎ, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উভয়ক্ষেত্রেই দ্রুতগতিতে উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে শ্রী স্যাম পিত্রোদার নেতৃত্বে দুটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুটিতেই পরামর্শদাতার ভূমিকায় আছেন ইনফোসিস-এর কর্ণধার শ্রী নারায়ণমূর্তি। শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যাক্তি এই দুটি কমিটির সদস্য। ইতিমধ্যেই কমিটি দুটি কাজ শুরু দিয়েছে। সফটওয়্যার, পরিকাঠামো, ই-গভর্নেন্স, মানবসম্পদ, নতুন উদ্ভাবন, ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য, ই-কৃষি, হার্ডওয়্যার, সৌরশক্তি চালিত উপকরণ, গবেষণা, চিকিৎসার উপকরণ ও ফ্রন্টএন্ড প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শ দিতে দশটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। আগামী মাস খানেকের মধ্যে ওয়ার্কিংগ্রুপগুলি রিপোর্ট পেশ করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

২) রাজ্যের নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ও রাজ্যে শক্তিশালী ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা প্রনয়ণের জন্য এবং একই সঙ্গে রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে একটি নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতির খসড়া ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। ওয়াকিংগ্রুপগুলি সুপারিশ পেশ করার পরে এই নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতি চূড়ান্ত করা হবে।

৩) রাজ্যে তৈরি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের নতুন গন্তব্য

- জেলায় তথ্যপ্রযুক্তিশিল্পের প্রসারের জন্য দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, হলদিয়া, খড়গপুর, ফলতা, শিলিগুড়ি প্রভৃতি এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক ও ইনকিউবেশন সেন্টারের মতন প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য একটি টেন্ডার দেওয়া হয়েছে।
- নোনাডাঙ্গা, বানতলা, রাজারহাট, সেক্টরফাইভ প্রভৃতি এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী অব্যবহৃত জমির খোঁজে সমীক্ষা শুরু হয়েছে।

৪) পুরানো প্রকল্পের প্রসার ও নতুন প্রকল্প

- পূর্বতন রাজ্য সরকারের তরফে দীর্ঘদিন পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ইনফোসিসকে জমি দিতে দেরি হচ্ছিল। বর্তমান সরকার রাজ্যে ইনফোসিসের পরিকাঠামো তৈরির জন্য ৫০ একর জমি বরাদ্দ করে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।
- রাজ্যে উইপ্রো, সিটিএস, টিসিএস প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থাগুলির কর্মপরিধি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৫) বিশেষ উদ্যোগ

- তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে নবগঠিত নবদিগন্ত কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সল্টলেক আইটি হাব-এর যে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।
- দৃষ্টিহীনদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক ব্রেইলনির্ভর স্পর্শপাঠ সফটওয়্যার তৈরির জন্য ওয়েবেল মিডিয়াট্রনিক্সকে ১ কোটি টাকার বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- রাজ্যের হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশের স্বার্থে, বায়োমেডিক্যাল যন্ত্রাংশের জন্য ডিজিটাল মাইক্রো ফ্লুইডিক চিপ-এর ডিজাইন ও প্রয়োগ-এর উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬) ই-গভর্নেন্স

- সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আনতে, খরচ কমাতে এবং দক্ষতা বাড়িয়ে জনসাধারণকে দ্রুত ও কার্যকরী পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে গত কয়েকমাসে একগুচ্ছ ই-উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থায়, ই-অফিস, ই-টেন্ডারিং ও ই-অকশন ব্যবস্থা লাগু হয়েছে। এককথায়, রাজ্যে নতুন সরকারের নব্বই দিনের কাজের খতিয়ানে যে সমস্ত উদ্যোগের উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলির বেশিরভাগই এখন প্রয়োগিক পর্যায়ে, অন্যগুলির ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে।
- সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে জটিলতামুক্ত করতে, (West Bengal State Wide Area Network) WBSWAN-এর মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরেটেক সমন্বয় সাধনের পাইলট প্রকল্পটি সুসম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আরও কিছু নির্বাচিত অঞ্চলে এই প্রকল্পটি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- মোটর ভেহিকেলস দফতরেও সুষ্ঠ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে, জেলা মোটর ভেহিকেলস অফিসের সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকে WBSWAN-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বারুইপুর ও ডায়মন্ডহারবারকে আলিপুর সদর অফিসের সঙ্গে যুক্ত করা কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই এটি চালু হয়ে যাবে।
- মিউটেশন, জমির ব্যবহারবিধি পরিবর্তন প্রভৃতি জমি সংক্রান্ত বিষয় এবং পশ্চাদপদ জাতির শংসাপত্র প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনলাইন সমাধা করার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটির প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেলেই সফটওয়্যারটির ব্যবহার শুরু হবে।
- সরকারি দফতরগুলির কার্যকলাপে স্বচ্ছতা আনতে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক অফিস ও তথ্যপ্রযুক্তি দফতরে ই-অফিসের পাইলট প্রকল্পের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। পাইলট প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলে সবকটি জেলাতেই কাগজবিহীন অফিস (ই-অফিস) চালু হবে।
- পূর্ত, সেচ ও জলসম্পদ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি প্রভৃতি দফতরগুলি ই-টেন্ডারিং ও ই-প্রোকিওরমেন্টের প্রক্রিয় চালু করছে।
- রাজ্য দফতরগুলিতে ফাইল ও চিঠির গতিবিধি যাতে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও সরল হয় সেই উদ্দেশ্যে তথ্য প্রযুক্তি দফতরের নিজস্ব ফাইল ট্রাকিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এরপর নগরোন্নয়ন দফতর ও দার্জিলিং জেলাশাসক অফিসেও এটি চালু করা হবে।
- সরকার ও রাজ্যবাসীর মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করতে ২০১২-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে মৎস্য ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে পুশ বেসড মোবাইল গভর্নেন্স পরিষেবা চালু হচ্ছে।
- স্টেট পোর্টাল ও স্টেট সার্ভিস ডেলিভারি গেটওয়ে প্রকল্প দুটির দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এটি চালু হলে, ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপের আবেদন, বিপর্যয় মোকাবিলাজনিত অনুদানের আবেদন ও অগ্নি নির্বাপন পরিষেবা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অনেক সহজ ও সুগম হবে।
- কল্যাণীতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রকল্পের অধীনে (Indian Institute of Information Technology) IIT স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

৭) ওয়েস্টবেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ড্রাস্ট্রিজ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন

- দক্ষ প্রশাসকদের নিয়োগ করে সমস্ত টেন্ডার কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে।
- চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন। প্রযুক্তি, অর্থ ও ব্যবসা বিকাশ বিভাগে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

৮) নতুন কর্মসংস্থান

আশা করা যায়, সমস্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার পরে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আনুমানিক ৮০ হাজার কর্মসংস্থান হবে।

উপসংহার

সারাদেশের দক্ষ কর্মীদের আকর্ষণ করার মতোন পরিকাঠামো, নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রকল্পকে উৎসাহ দেওয়া এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাজ্যকে একদম সামনের সারিতে নিয়ে যাওয়া, এই হচ্ছে আগামী পাঁচ বছরের লক্ষ্য। তার জন্য, শিল্প-সরকার ও শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন। নতুন তথ্যপ্রযুক্তি নীতিতে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিশা থাকবে।

আমলাতান্ত্রিক ও লালফিতের ফাঁস থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে এবং তাঁদের তথ্যের অধিকার সুনিশ্চিত করতে জনমুখী, স্বচ্ছ, ই-ডেলিভারি সিস্টেম— আগামী দিনে এটাই তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের অঙ্গীকার।

পরিষদ বিষয়ক

সূচনা

রাজ্য সরকারের সাংবিধানীক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সংসদ বিষয়ক দফতরের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দফতর মূলত প্রশাসন এবং বিধান মণ্ডলের মধ্যে একটি সমন্বয় গড়ে তোলে। এছাড়াও সংসদীয় গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা এই সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এই দফতরের কাজের অঙ্গীভূত। যার উদ্দেশ্য হলো যুব সমাজের সামনে দেশের সংসদীয় এবং পরিষদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশকিছু নিয়মিত অনুষ্ঠান কর্মসূচি এই দফতরের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

১) নিয়ম এবং সময় মতো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ডাকা এবং বিধানসভার কর্মপদ্ধতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২) বিভিন্ন বিল সম্পর্কিত নোটিফিকেশন জারি করা।

৩) কমওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্ব দান।

৪) বিধানসভার সচিবালয় চালানো।

৫) সভার কার্য বিবরণী খতিয়ে দেখে এবং বিল পেশ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার বিষয়ে সমস্ত দফতরকে অবহিত করা।

৬) সরকারি মুখ্য সচেতকের দফতরের কাজকর্ম সুচারু ভাবে বজায় রাখা।

৭) পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি প্রান্তে 'যুব সংসদ' সম্পর্কিত প্রতিযোগিতা, শিবির এবং কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সংসদীয়/পরিষদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।

৮) বিভিন্ন সময়ে সরকারি আধিকারিকদের সংসদীয়/পরিষদীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৯) সংসদ ও বিধানসভা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত দ্বিভাষিক জার্নাল 'সংসদীয়' প্রকাশ।

সাফল্য

- বিধানসভার ৩টি অধিবেশনে মোট ১৭টি বিল পেশ এবং অনুমোদিত হয়েছে।
- বেশ কয়েকটি বিলের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সভার সদস্যরা যোগ দিয়েছেন। তারমধ্যে রয়েছে 'দ্য সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট বিল, ২০১১', 'দ্য গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল, ২০১১', 'দ্য ওয়েস্টবেঙ্গল ফিনান্স বিল, ২০১১', 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি লজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১১', 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন বিল, ২০১১', 'ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১১' ইত্যাদি। এছাড়াও রাজ্যের নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ' হিসেবে পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনাতেও সভার সদস্যরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।
- বিধায়কদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্যা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অর্ডিন্যান্স ২০১১ নিয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে।
- আগামী প্রজন্মের কাছে পরিষদীয়/সংসদীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য, কলেজ, ব্লক এবং পুরসভা স্তরে 'যুব সংসদ' (ইউথ পার্লামেন্ট) এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি

সূচনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূখী কর্মধারা সাফল্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগের একটি বৃহৎ ভূমিকা রয়েছে। নতুন সরকার গঠনের ৬ মাসের মধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ গ্রামীণ অধিবাসীদের পর্যাপ্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে কিছু বৃহৎ ও অসাধারণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে কিছু রূপায়ণ করা হয়েছে ও কিছু এখনও কার্যক্ষেত্রে রয়েছে।

লক্ষ্যপূরণ

- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্রাথমিক বৃহৎ পদক্ষেপ 'ভিশন ২০২০' নামে একটি নথিপত্র প্রস্তুত করা। এই নথিপত্রের মধ্যে এটা প্রস্তাব করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ অধিবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এই নথিপত্রে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্পল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অনুমিত ব্যয় যথাক্রমে ১,২৯৫ কোটি এবং ২১,১২৫ কোটি টাকা। যেটা আগামী ১০ বছরের মধ্যে ব্যয় করা হবে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ নথিপত্রটি গ্রহণ এবং প্রকাশ করেছে।
- একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ২৩টি মাওবাদী প্রভাবিত ব্লকগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। এই পরিকল্পনার অধীনে প্রায় ৫০টি প্রকল্পের Project Report এর প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, যার মোট ব্যয় ১৪২ কোটি টাকা। এগুলি ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৩৯টি একক মৌজায় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পগুলির সমীক্ষা এবং অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক কাজগুলি ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। লালগড়, নেতাই এবং জঙ্গলমহলের অন্যান্য স্থানে ৫০টি প্রকল্প নির্মাণ করা হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এটা ঘোষণা করেছিলেন, ১১ জুলাই, ২০১১ তারিখের জঙ্গলমহল সফরে।
- দক্ষিণবঙ্গের পাথুরে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ সমস্যার প্রশমন করতে Rig Bored নলকূপ স্থাপন করা হয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কার্যক্ষমতা বর্ধিত করতে আরও "Rig Machine" সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। একটি DTH Rig সংগ্রহের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ২০৮.৭২ লক্ষ টাকার এবং এটি কার্যক্ষেত্রে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করবে।
- দার্জিলিং জেলায় জল সরবরাহের সঙ্কটমোচনের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১,০৩১ কোটি টাকা ব্যায়ে একটি বৃহৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেটা দার্জিলিং জেলায় ২০ বছর ধরে ফলপ্রদ হবে। দার্জিলিং শহরের জন্য বালাসন পাম্পিং স্টেশন হল বৃহৎ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। প্রকল্পের কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে এবং এই অঞ্চলের ১,৭৫,০০০ জন মানুষ উপকৃত হবেন।
- ১৪৪.১৫ কোটি টাকা অনুমিত ব্যায়ে নদীয়া জেলার নদীয়া-উত্তর ক্ষেত্রে প্রথম অংশে এবং নদীয়া-উত্তর ক্ষেত্রের দ্বিতীয় অংশে ভাগীরথী নদীর উৎসের উপর ভিত্তি করে ২টি ভূ-গর্ভস্থ জলভিত্তিক জলসরবরাহ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬৪টি গ্রামে ৭.৫৬ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। মুর্শিদাবাদ মধ্য ক্ষেত্র, রঘুনাথগঞ্জ, চাকদহ, হরিণঘাটা নামক ৪টি বৃহৎ ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল ভিত্তিক জলসরবরাহ প্রকল্প শীঘ্র রূপায়ণের পথে। উপরোক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রায় ২৫.৯৭ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন।
- আর্সেনিক দূষিত এলাকায় নিরাপদ আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহের জন্য ৯৭৪.৩২ কোটি টাকা অনুমিত ব্যায়ে সমস্ত নির্মীয়মান ৩৩৮টি ভূ-গর্ভস্থ জলভিত্তিক নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্পগুলি শীঘ্র রূপায়ণের মুখে। প্রকল্পগুলি উক্ত প্রযুক্তিদ্বারা রূপায়ণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলির প্রায় ৬৫.৪৩ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন।
- জনবহুল এলাকায় বিক্রি করা হয় এমন খাদ্য ও জলের গুণগতমান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের জন্য একটি জাতীয় আলোচনা-সভা সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ সভাটি পরিচালনা করেছিল। এই সভায় জড়িত সমস্ত ক্ষেত্র, যেমন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রকের অধীন খাদ্য সুরক্ষা এবং পরিমাপক কর্তৃপক্ষ, পৌরসভার প্রতিনিধিদল, পুলিশ কমিশনারগণ এবং বিভিন্ন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেছিলেন। নগর উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় মহানাগরিক এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পরিষদের

সদস্যগণও এই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ধরনের আলোচনা সভা এর আগে কখনও হয়নি এবং এই আলোচনা সভা জল, নিকাশি, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য এদের মধ্যে অর্থপূর্ণ সমকেন্দ্রীকতা (convergence) আনবে এবং স্বচ্ছ ভাবনা গঠনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবে।

- সুন্দরবন এলাকায় কামাক্ষাপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৩৮.০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প সৌরশক্তি দ্বারা চালিত হবে এবং ১০টি গ্রামের প্রায় ৩৮১৭৮ জন উপকৃত হবেন। রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তির সাহায্যে ২১টি টিউবওয়েলে মাটির লবনাক্ত জল মিষ্টি জলে রূপান্তরিত হয়ে পানের উপযোগী হবে।
- ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত টেন্ডার করা যাবে।

আসন্ন প্রকল্প

- নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্পের সামগ্রিক পরিকল্পনা বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলার অধিক অঞ্চলে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ডিভিসি এবং অন্যান্য নদী থেকে জল সংগ্রহ করা ঠিক করেছে। এইরূপ প্রকল্পগুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থানের জন্য প্রাথমিকভাবে জাপানের JICA হতে অর্থ মঞ্জুরির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের সহায়তায় আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় ১২০৩.৫৪ কোটি এবং ১২৭৬.৬১ কোটি টাকা অনুমিত ব্যায়ে ব্যাপক জল সরবরাহের বিস্তৃতির জন্য প্রকল্পের রেখাচিত্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ভারত সরকারের নিকটও যথোপযুক্ত অর্থ তহবিলের সংস্থানের জন্য, যেমন জাপানের JICA থেকে অথবা বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে, আবেদন করা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ আরও কিছু ভ্রাম্যমান জলশোধন যন্ত্র সংগ্রহ করবে। এগুলি বন্যা নিপীড়িত এলাকার জীবনরক্ষক। এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে খুব কম সময়ের মধ্যে দূষিত জল থেকে পানীয় জলের পাউচ উৎপাদন করা যায়।
- বাঁকুড়া জেলার ছাতনা এলাকায় শিল্পপতিরা এবং সাধারণ নাগরিক পিপিপি মডেলে একটি প্রকল্পের রূপায়নে জল সরবরাহের অপ্রাচুর্যের সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে একত্রভাবে এগিয়ে এসেছে। কানকি ও তার সংযুক্ত মৌজা এবং অঙ্কিত মেটাল ও পাওয়ার মেটাল লিমিটেড এই পিপিপি মডেলে নলবাহিত জল সরবরাহের জন্য ২৯৬.১৬ লক্ষ টাকা অনুমিত ব্যায়ে উল্লিখিত নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রতিবেদনে প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- শিলিগুড়ি পৌরসভা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে তিস্তা জলাধারের উপরিঅংশে একটি বিকল্প জলধরার (intake) ব্যবস্থার কল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পৌরসভা এলাকার পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে না উপরন্তু সংযুক্ত এলাকাও উপকৃত হবে।
- দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার দুই ধরনের পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। একটি হলো ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ এবং অপরটি হলো অধিক লবনাক্ত। একটি বৃহৎ নলবাহিত জলসরবরাহ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি ব্লকের ৯০২ মৌজার প্রায় ৩২.৮৯ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় ১৪০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি গ্রামীণ বাংলার মধ্যে বৃহত্তম এবং প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার পর এই জেলার ৯০ শতাংশ অধিবাসী উপকৃত হবেন।
- আর্সেনিক সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে। ডিসেম্বর ২০১২ সালের মধ্যে মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিতে ৭৯টি আর্সেনিক অধ্যুষিত ব্লকে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এই মহাপরিকল্পনায় ১২টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ এবং ৩৩৮টি ভূ-গর্ভস্থ জলভিত্তিক জলসরবরাহ প্রকল্প সম্পন্ন হবে। এই প্রকল্পে মাধ্যমে ৭৯টি ব্লকের ১৬৫.৮৯ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবে।
- আর্সেনিক সমস্যার পাশাপাশি, পানীয় জলে অতিরিক্ত লবনতার উপস্থিতিও এক বড় সমস্যা। প্রথমদিকে এই সমস্যার কথা সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এখন এই সমস্যাকে দূর করার জন্য পূর্ব মেদিনীপুর অ-লবনাক্তকরনের (Desalination) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে পূর্ব মেদিনীপুরে লবনমুক্ত জল সরবরাহ করা যায়। এই ধরনের প্রকল্প রাজ্যের অন্য লবনাক্ত জেলাগুলিতেও প্রবর্তিত হবে।
- ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় জলের গুনগতমানকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রধান বিষয় হবে জলে আর্সেনিক দূষণের সমস্যা।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

সাফল্য

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন

- প্রকল্পের খরচ- **১২৭০.২৯ কোটি টাকা**, শ্রমদিবস- **৫৪৫.৮৩ লক্ষ**, গ্রামীণ পরিবারগুলিকে কর্মসংস্থান প্রদান-**২৭.৬৯ লক্ষ** পরিবার।
- রাজ্য সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে যাতে প্রত্যেকেই কাজ পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
- ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে একজন অদক্ষ শ্রমিকের সমতল এলাকায় দৈনিক ৯৯ বর্গফুট মাটি কাটার কথা বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পরিশ্রম ক্ষমতার কথা চিন্তাভাবনা করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সেই পরিমাণ কমিয়ে দৈনিক ৬৯ বর্গফুট করা হয়েছে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা

- ১,৯৯,১৭৬টি গ্রামীণ আবাসনের সর্বমোট লক্ষ্যের মধ্যে নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সময়কালে ১,৫৮,৭২৫টি আবাসনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যা বার্ষিক লক্ষ্যের ৭৯.৬৯ শতাংশ।
- মজুত অর্থ যার পরিমাণ ৯৬৪.৮৬ কোটি টাকা, এর মধ্যে ৬৪৪.৩৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে (৬৬.৭৯ শতাংশ)।
- রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ৯৮.৪৩ কোটি টাকা ১৭টি জেলায় বন্টন করা হয়েছে।
- নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ১,৩০,০৪৫টি গ্রামীণ পরিবারে আবাসগৃহ তৈরি হয়েছে যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার (১,৯৯,১৭৬) ৬৫.২৯ শতাংশ।

বি. আর. জি. এফ

- দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মালদা জেলার জন্য দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রক, ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।
- প্রকল্পে এগারোটি জেলায় সর্বমোট খরচের পরিমাণ ১৩৯.১৩ কোটি টাকা।

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি

- ৩,৩৭,৩৩০টি গ্রামীণ পরিবারে শৌচাগার স্থাপিত হয়েছে, ৯,০৭৮টি বিদ্যালয় শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে, ৪,০১৪টি আই. সি. ডি. এস কেন্দ্রে শৌচাগার স্থাপিত হয়েছে।

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা

- এই প্রকল্পে ১৬,৬০৩টি স্বসহায়ক দল (১৪,৪৫৬টি মহিলা স্বসহায়ক দল) তৈরি হয়েছে।
- চলমান নগদ ঋণের (ক্যাশ ক্রেডিট) সাথে সংযুক্ত প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ণ উত্তীর্ণ স্বনির্ভর দলের সংখ্যা— ১৩,৬৬৫।
- অর্থনৈতিক প্রকল্পের (ইকনমিক প্রোজেক্ট) রূপায়ণের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে সংযুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ণে উত্তীর্ণ স্বনির্ভর দলের সংখ্যা-৩,৯৯৪।
- কর্মসূচির বিভিন্ন অংশে ব্যয়— ১০৮.৩০ কোটি টাকা।
- গঠিত সংঘের (ক্লাস্টার) সংখ্যা— ২২৫
- চালু মহাসংঘের (ফেডারেশন) সংখ্যা— ১৬।
- স্বনির্ভর দল অংশগ্রহণ করেছে এমন রাজ্য ও জাতীয় স্তরের মেলার সংখ্যা— ৫।
- মোট বিক্রয়— ২৭.১৬ কোটি টাকা।
- কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত দ্রব্যাদির জন্য 'রাজ্য হাট' স্থাপন করবার প্রস্তাব ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে।

এন. আর. এল. এম. (ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন)

- রাজ্য স্তরের সমিতি গঠনের প্রস্তাব এই দফতর অনুমোদন করেছেন, এখন সেটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন আছে।
- রাজ্য দৃষ্টিকোণ রূপায়ণ পরিকল্পনা (স্টেট পার্সপেক্টিভ ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান বা এস. পি. আই. পি.) প্রস্তুত করবার জন্য পাঁচটি

কার্যকরী গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে এবং খসড়া প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

- প্রাথমিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (ইনিশিয়াল অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান বা আইএএপি) ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পে করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা

- নির্মিত রাস্তার সংখ্যা- **১৩৬টি**, নির্মিত রাস্তার সর্বমোট দৈর্ঘ্য- **৫৯২.৯৯৭ কিমি**, ১০০০ জনপদ উপকৃত **১১২টি**, খরচে পরিমাণ **২৩৫.০১ কোটি টাকা**।

পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থাগুলির প্রশিক্ষণ

- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে নব নিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক সমর্থিত আই এস জি পি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

- সমস্ত পেনশন (ভাতা) প্রাপকদের তথ্যাধার অনুযায়ী যাচাই এর কাজ (চারটি ব্লক বাদে) এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- খরচের পরিমাণ ৮৫ শতাংশ।
- সমস্ত বকেয়া ভাতা দেওয়ার জন্য অর্থ অনুমোদিত হয়েছে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প— খরচের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকা।

১৩ রাষ্ট্রীয় অর্থ কমিশন— খরচের পরিমাণ ২৫৭ কোটি টাকা।

তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশন— খরচের পরিমাণ ২১০.৬৭ কোটি টাকা।

ই-গর্ভনেন্স (বৈদ্যুতিন প্রশাসন)

- ৬০৫ জন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী এবং ৩০ জন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীকে গ্রাম পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জিপিএমএস) এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২২০ জন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মচারীকে আইএফএমএস-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ৩২ জনকে সেবার-র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, ডিওএসিসি কেন্দ্রে ২৫৪ জন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীকে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল পঞ্চায়েত পোর্টাল ও এরিয়া প্রোফাইলারের প্রশিক্ষণ ৫২ জন সম্পদ কর্মীকে দেওয়া হয়েছে।
- মাইএসকিএল ও ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং কোড সম্বলিত জিপিএমএস-এর নতুন ভারশন ছাড়া হয়েছে এবং রাজ্যের ৯০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত লাগানো হয়েছে।
- এন এস এ পি-র উপভোক্তাদের বিশদ তথ্য যাচাই করা ও আপলোড করবার কাজ প্রায় সমাপ্ত (চারটি ব্লক বাদ আছে)।
- আর এইচ এস— সফটওয়্যারটির নবীকরণ করা হয়েছে যাতে তাতে মৌজা (রেভেনিউ গ্রাম) সংযোজন করবার সুবিধা যোগ করা সফটওয়্যারটির নবীকরণ করা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়েছে।
- ন্যাশনাল পঞ্চায়েত পোর্টাল (এনপিপি)— ১৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতির পোর্টাল সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তিকরণ (বিশ্বব্যাঙ্ক সমর্থিত)

- ১০০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
- ব্লক অনুদানের জন্য যোগ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের বাছাই করবার কাজ চলছে।

জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য

- বর্তমানে ৯৫১টি হোমিওপ্যাথিক, ১৭৫টি আর্য়ুবেদিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে চলেছে। কেন্দ্রগুলি রাজ্য সরকারের বাজে অনুদানের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। ২২৭টি হোমিওপ্যাথিক, ৭টি আর্য়ুবেদিক ও ৪টি ইউনানী স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে রাষ্ট্রী গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের আয়ুস প্রকল্পের অন্তর্গত।
- ৪,১০১ টি নতুন গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমিতি তৈরি হয়েছে।
- ২,৮৯৫টি নতুন স্বসহায়ক দলকে গ্রাম সংসদ স্তরে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের কাজে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২,৫৬৪টি নতুন গ্রা উন্নয়ন সমিতি স্তরে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমিতির বরাদ্দকৃত ২২৫.৭৯ শতাংশ অর্থ খরচ করা সম্ভব হয়েছে।

অর্থ

সূচনা

অর্থ বিভাগে পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালিত হচ্ছে আধুনিকীকরণের প্রেক্ষাপটে সরকারের সব বিভাগে ই-শাসনের ক্ষুরধার প্রয়োগকে সামনে রেখে, যার মধ্য দিয়ে উদীয়মান বাংলায় সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য, হয়রানি-মুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত মডেল তৈরি করা যায়। সরকারের বিভিন্ন দফতরকে দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ১৬টি দফতরে বিশেষ অডিটের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি দফতরের বিশেষ অডিট সমাপ্ত হয়েছে এবং বেশকিছু অনিয়মের খোঁজ মিলেছে। তারমধ্যে আছে ডাইরেক্টরেট অব আরকিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন, হোম পুলিশ, ডাইরেক্টরেট অব ফরেস্ট, সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, মল্লিক ঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতি, কলকাতার কমিশনার অব পুলিশের কার্যালয়, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। কয়েকটি দফতরের বিশেষ অডিট শেষ হওয়ার পথে। তারমধ্যে আছে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, ডাইরেক্টরেট অব মেডিকেল এডুকেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজি, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট ও কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্ট।

বাণিজ্যিক কর

বাণিজ্যিক কর অধিকরণের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কাগজের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থাকে বদল করে ই-শাসনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক, স্বচ্ছ ও নাগরিক কেন্দ্রিক পরিষেবা চালু করা। কর সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সরলীকরণ ও যুক্তিসঙ্গত করেও কর প্রশাসনে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে দফতরের লক্ষ্য হলো যাতে করদাতাগণ আরও ভালোভাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর প্রদান করেন এবং এই কর প্রদানজনিত প্রক্রিয়ার খরচও কম লাগে।

১। সরলীকরণ ও যুক্তিসঙ্গত করে তোলার পদক্ষেপগুলি

ক) মূল্যায়ন (অ্যাসেসমেন্ট)—২০১১-১২ রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়কাল থেকে মোটামুটি মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা (ডিমড অ্যাসেসমেন্ট) চালু করা গেছে এবং এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভ্যাট আইন, ২০০৩-এ ৪৭-এ এ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একজন ব্যবসায়ী, যিনি তাঁর রিটার্ন দাখিল করেছেন এবং তদনুযায়ী কর প্রদান করেছেন, তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের জন্য এই সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ ভ্যাট আইনের ৪৭এ ধারা সংশোধন করা হয়েছে। কর বাকি রাখার ফলে বা কম কর দেওয়ার ফলে অথবা আন্তরাজ্য বিক্রির ব্যাপারে ঘোষণা সংক্রান্ত ফর্ম জমা না দেওয়া জনিত কারণে যে সব কর বাকি থাকবে তা এই ব্যবসায়ীরা ৩১ ডিসেম্বর ২০১১-র মধ্যে দিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং এর মাধ্যমে তারা এই দুইটি মূল্যায়ন বর্ষে মূল্যায়নকে এড়াতে পারবেন।

খ) অডিট— বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে কোনও ব্যবসায়ীর তাঁর অডিট রিপোর্ট সম্পূর্ণ করার পরেই তাঁর কর সংক্রান্ত মূল্যায়ন করা হয়। ওই ব্যবসায়ীর কাছে অডিট অনুযায়ী কর প্রদান করে মূল্যায়ন এড়ানোর কোনও সুযোগ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ ভ্যাট আইন, ২০০৩-এর ৪৩ (৫) নং ধারা এবং ৪৬ (১) নং ধারা সংশোধন করে ব্যবসায়ীকে এই সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী কর প্রদান করবেন এবং মূল্যায়ন এড়াতে পারবেন। এতে অপ্রয়োজনীয় দ্বিগুণ কাজ এড়ানো যাবে। নিয়মাবলীতে সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে যে ব্যবসায়ী গত আর্থিক বর্ষের থেকে ৩০ শতাংশ বেশি কর এই আর্থিক বছরে দেবেন তাঁকে অডিট করতে হবে না।

গ) শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) সংক্রান্ত পাওনার মীমাংসা — পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৯৬ অনুযায়ী শংসাপত্র সংক্রান্ত এক বিশাল সংখ্যক মামলা দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৯৪-এ ৫৬ এ (৫) ধারাকে সংশোধন করে মীমাংসা করার একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের কাছে যত বাকি বলে দাবি করা হচ্ছে তার ২৫ শতাংশ দিয়ে এবং জমে থাকা টাকার উপর সুদের ৫ শতাংশ (সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা) দিয়েই এই বকেয়ার মীমাংসা করতে পারবেন।

ঘ) ফাস্ট ট্র্যাক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বেঞ্চ সমূহের কাছে মামলাগুলির মীমাংসা — পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্যিক কর অ্যাপেলেট এবং রিভিশনাল বোর্ডের কাছে ৫ হাজারেরও বেশি মামলা জমে আছে। এই সব জমে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ভ্যাট

আইনের ৮৭ এ ধারাকে সংশোধন করা হয়েছে, যাতে ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষগুলি সমস্ত জমে থাকা মামলার যেগুলির কর সংক্রান্ত বিতর্কিত টাকার পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, সেগুলিকে ফাস্ট ট্র্যাক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বেঞ্চের কাছে পাঠানো হবে। এই সমস্ত মামলাগুলি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২-র মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।

ঙ) ওয়েবিল-সমূহ — বর্তমানে সমস্ত ব্যবসায়ীকে অন্য রাজ্য থেকে পণ্য এ রাজ্যে আমদানি করতে হলে ওয়ে বিল তৈরি করতে হয় এবং কোনও ব্যবসায়ী এই ব্যবস্থা থেকে ছাড় পেতে পারেন না। করদাতাগণের কর দেওয়ার খরচকে কমাবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ভ্যাট আইন ২০০৩-এ ৭৩ (২) ধারা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৯৪-এর ৬৮ নম্বর ধারা সংশোধন করা হয়েছে। এতে যে সব ব্যবসায়ীরা গত আর্থিকবর্ষে ৩ কোটি টাকার বেশি কর প্রদান করেছেন তাদের এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দফতরগুলি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ওয়ে বিল তৈরি করার বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। বর্তমান ওয়েবিল তৈরির নিয়ম-কানুনকে আরও সরলীকরণ করার উদ্দেশ্যে নিয়ম-বিধিরও পরিবর্তন করা হয়েছে।

চ) ভ্যাট ফেরত — আগেকার ব্যবস্থায় যে সব ব্যবসায়ীদের মোট উৎপাদিত পণ্যের ৭৫ শতাংশ রফতানি করতেন (বিভিন্ন সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কে অবস্থিত নয় এমন সংস্থা) সেইসব ব্যবসায়ীরাই মূল্যায়ন পূববর্তী ভ্যাট ফেরত পাওয়া যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। পশ্চিমবঙ্গ ভ্যাট আইন, ২০০৩-এ ৬১ (এ বি) ধারা সংশোধন করে রফতানির অংশ ৭৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে যাতে করে আরও বেশি ব্যবসায়ীরা মূল্যায়ন পূর্ববর্তী ভ্যাট ফেরতের সুবিধা পেতে পারেন। নিয়মাবলীর আরও সংশোধন করা হয়েছে যাতে মূল্যায়ন পূর্ববর্তী ভ্যাট ফেরতের পরিমাণ যত দাবি করা হয়েছে তার ৭৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করা যায়। ভ্যাট পূর্ববর্তী মূল্যায়ন কমপিউটার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যে অর্থ ব্যবসায়ীরা ফেরত পাবেন তা সরাসরি ইসিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

ছ) অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধীকরণ এবং শংসাপত্র নিবন্ধীকরণ —১ আগস্ট ২০১১ থেকে অনলাইন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে কোনও জায়গা থেকেই ২৪ ঘণ্টা দরখাস্ত জমা করা যাবে। নিবন্ধীকরণের জন্য কোনও শুনানি বা ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। শংসাপত্রও নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিবন্ধীকরণ দেওয়ার সাথে সাথে তা দরখাস্তকারী ব্যবসায়ীর কমপিউটারে পাওয়া যাবে। নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম দেরি হরে না। নিবন্ধীকরণ শংসাপত্রে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের কোনওরকম স্বাক্ষর বা সিল লাগবে না। ব্যবসায়ীরা অনলাইনেই তাদের ই-দরখাস্তের বর্তমান অবস্থা দেখে নিতে পারবেন।

২। বাণিজ্যিক কর অধিকরণের কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করা

আরও ভালো পরিষেবা চালু করতে এবং কর প্রদানকারীদের উন্নততর কর প্রদানকে নিশ্চিত করতে সরলীকরণ, যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা চালু করা, স্বচ্ছতা, নির্দিষ্টকরণ এবং কাজকর্মে গতি আনা দরকার। এই উদ্দেশ্যে একটি দক্ষ নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত কমপিউটার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাছাড়াও, প্রশাসনিক প্রচলনগুলি এবং পদ্ধতিগুলির পুনর্মূল্যায়ন দরকার এবং এ সব ব্যবস্থার কাঠামোর সংস্কার দরকার। বাণিজ্যিক কর অধিকরণে এনইজিপি-র অধীনে সম্প্রতিকালে চালু হওয়া ই-পরিষেবাগুলি হলো—

ক) অনলাইন ভ্যাট ফেরত এবং ইসিএস-এর মাধ্যমে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা (৮.৭.২০১১ থেকে)।

খ) শিল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সহায়তার অর্থ ইসিএস-এর মাধ্যমে দেওয়া (৮.৭.২০১১ থেকে)।

গ) অনলাইন নিবন্ধীকরণ এবং নিবন্ধীকরণ শংসাপত্রের ডিম্যাট ব্যবস্থা চালু (১.৮.২০১১ থেকে)

ঘ) পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে ই-রিটার্ন ব্যবস্থা চালু (২০.৭.২০১১ থেকে)।

ঙ) ১৬ নম্বর ফর্ম অনলাইন জমা দেওয়ার প্রকল্প চালু (১.৯.২০১১ থেকে)।

নতুন চালু হওয়া ই-পরিষেবাগুলি করদাতাদের কাছে অনেকগুলি সুবিধার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিক্রয় কর ও ভ্যাট আইনের অধীনে নিবন্ধীকরণ করতে এখন করদাতার ব্যক্তিগত হাজিরার বা কোনও ট্যাক্স বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। যে ব্যবসায়ী নিবন্ধীকরণ করাতে চান তিনি তা যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় অনলাইনে করাতে পারবেন। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ অনলাইন ব্যবস্থায় নিবন্ধীকরণ মঞ্জুর করা মাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তাঁর কমপিউটার থেকেই শংসাপত্র পেতে পারবেন।

বাণিজ্যিক কর অধিকরণের কর্তৃপক্ষের কোনও স্বাক্ষর বা সিলও এই শংসাপত্রে প্রয়োজন হবে না। এই ভাবে নতুন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক কর অফিস থেকে শংসাপত্র তৈরি করা এবং তা ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে পাঠানোর প্রয়োজন হবে না। সুতরাং নতুন ব্যবস্থায় নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব এবং প্রতিপদে দুর্নীতি রোধ করা যাবে। এই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং কোনও কাগজের দরখাস্ত গ্রহণ করা হচ্ছে না। ভ্যাট ও বিক্রয় করের নিবন্ধীকরণের শংসাপত্রের ডিম্যাট রূপ ভারতের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম চালু করা হলো।

পশ্চিমবঙ্গ হলো দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে ই-নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, নিবন্ধীকরণ শংসাপত্রের ডিম্যাট রূপ দেওয়া হয়েছে এবং নিবন্ধীকরণ মঞ্জুর করার আগে ব্যবসায়ীর শুনানির ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছে।

ফেরতের ক্ষেত্রে পুরোনো কাগজে দরখাস্ত করার এবং চেক-এ ফেরত দেওয়ার পদ্ধতির বদলে অনলাইন ফেরত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ব্যবসায়ী এখন তাঁর ই-দরখাস্ত যে কোনও স্থান থেকে ২৪ ঘণ্টার যে কোনও সময় জমা করতে পারেন। নতুন ব্যবস্থায় দরখাস্তের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব অধিকরণের ওয়েবসাইটের 'ডিলার প্রোফাইল' লিঙ্ক থেকে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হলো উর্ধ্বতন আধিকারিকরা অনলাইনে গোটা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে পারবেন এবং তথ্য ভাণ্ডারের গঠন এবং সময়োপযোগী করার কাজ কমপিউটারে নিজে নিজেই করে নেবে। আগে চালু থাকা ব্যবস্থা থেকে পৃথক বর্তমান ব্যবস্থায় ফেরত দেবার অর্থ ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সরাসরি ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। এই নতুন ব্যবস্থা জালিয়াতিপূর্ণ ফেরতের সম্ভাবনাকে খারিজ করেছে। কেননা এই ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের রিটার্ন সম্পর্কিত তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। তাছাড়াও এই নতুন ব্যবস্থায় বিলম্ব এবং দুর্নীতিকে অনেকখানি কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইন, ১৯৫৪-র অধীনে সম্প্রতি চালু হওয়া অনলাইন রিটার্ন জমা করার ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধীকৃত সমস্ত ব্যবসায়ী অনলাইন রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করেছে। **দেশে অল্প কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি যেখানে অনলাইনে রিটার্ন জমা সমস্ত ব্যবসায়ীর পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা কেবলমাত্র ডিলারদেরই সুবিধা করে দেয়নি সংশ্লিষ্ট অধিকরণকে বিরাটভাবে সহায়তা করেছে, কেননা এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন তথ্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস সৃষ্টি করা যাচ্ছে।**

যেখানে কম্পোজিশন প্রকল্পের পছন্দ গ্রহণ করা যায় সেভাবে ফর্ম ১৬-র অনলাইন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের দারুণ ভাবে সুবিধা করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় দরখাস্তের কোনও কাগজপত্রে হারিয়ে বা খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। এক অফিস থেকে অন্য অফিসে কাগজপত্র চলাচলের সময় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। নতুন ব্যবস্থার ১৫-আর ফর্ম ডিলার নিজেই ফাইল করতে পারবেন, যেখানে আগে তা ফাইল করার জন্য বাণিজ্যিক কর অফিসের অনুমোদন লাগত।

৩) ব্যবসা সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ

নাগরিক কেন্দ্রীক পরিষেবা চালু করতে উদ্যোগ গ্রহণের সময় এটা মনে হয়েছিল সবটাই নতুন করে ভাবনা ও পরিকল্পনা করা দরকার। সমস্ত পদক্ষেপগুলোর মূলগত ভাবে দেখা দরকার যাতে গতি, মান, স্বচ্ছতা, পরিষেবা এবং ব্যায়ের একটা নাটকীয় পরিবর্তন আনা যায়। এর জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা দরকার যাতে মূলগত পরিবর্তন ঘটানো যায়। পুর্নগঠনের ভিত্তি তৈরিতে কতগুলি মূল নীতি ও সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে।

- ক্রেতাদের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং তাঁদের প্রত্যাশাগুলোর যোগানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠন করাও দরকার।
- সাংগঠনিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে কার্যাবলী নিরূপন করা।
- সামনের সারির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যেসব কাজকর্ম হবে তাকে মদত দিতে ভাবনা চিন্তার পুর্নগঠন প্রয়োজন।
- এই কারণে এটা ঠিক হয়েছিল বর্তমানের যে কার্যাবলী এবং প্রক্রিয়া চলছে এটা যে অবস্থায় আছে তার একটা নথিভুক্তি করণ।
- একটা দিশার বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে এবং যা হবে তার মডেলও চূড়ান্তভাবে তৈরি হয়েছে। এটা করতে পারলে তফাৎটা কি তা বোঝা যাবে। একবার এটা করতে পারলে পরবর্তী ধাপ হবে 'এখন যা আছে' তার থেকে 'যা হবে' সেই অবস্থায় রূপান্তর করা।
- পুর্নগঠন প্রক্রিয়াটি করা হয়েছিল এই চিন্তায় যে, চালু প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হবে, শুধু নিছক বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় কার্যকর হবে তা নয়। পরিষেবার ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে প্রতিটি ক্ষেত্রে 'এখন যা আছে' এবং 'যা হবে' তার রিপোর্ট তৈরি করা হবে, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, কোথায় অর্থদফতর আছে এবং সেই দফতর কি করতে চায়।

৩) সমস্যাহীন কর প্রদান ব্যবস্থা

এপ্রিল পর্যন্ত কেবলমাত্র তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে বাণিজ্যিক কর অনলাইনে জমা দেওয়া যেতো। এতে করদাতাদের নানা সম হচ্ছিল। অন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কেও যাঁদের অ্যাকাউন্ট আছে তাঁরাও সমস্যায় পড়ছিলেন। এজন্য রাজ্য সরকার নিম্নে প্রদত্ত আরও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ককে অনলাইনে কর জমা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে। গত কয়েক মাসে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

এই সাতটি ব্যাঙ্ক হলো—

১) এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ২) ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ৩) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ৪) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, ৫) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ৬) পাঞ্জা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ৭) ইউকো ব্যাঙ্ক।

আগের তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই ৭টি ব্যাঙ্কের অনলাইনে বাণিজ্যিক কর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়া করদাতারা কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের পছন্দমতো ব্যাঙ্ক একটা না একটা পেয়ে যাবেন। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে হিসেব হলো মোট দেয় করের ৮০ শতাংশ টাকা এসেছে অনলাইনের মাধ্যমে।

৪) ইলেক্ট্রনিক প্রশাসন প্রসঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা

২০১২ সালের মার্চের মধ্যে এমএমপিসিটি-র অধীনে ডিরেক্টরেটে নাগরিকদের দেয় ইলেকট্রনিক পরিষেবার যে পরিকল্প করা হয়েছিল তা হলো—

- অভিযোগের দেখভাল।
- ডিজিটাল সইয়ের সার্টিফিকেট সহ ইলেকট্রনিক রিটার্ন ।
- আবেদন, সংশোধন পর্যালোচনা উদ্ধার এবং মূল্যায়ণ ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় ।
- ডি-ম্যাটিং অফ ওয়েবিলের সংশোধিত পরিকল্পনা ইত্যাদি।

৫) সন্তান পরিচর্যার জন্য ছুটি (চাইল্ড কেয়ার লিভ)

২০১২ সাল থেকে সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থার মহিলা কর্মীরা সর্বোচ্চ দুটি সন্তানের ১৮ বছর বয়স পর্য তাদের পরিচর্যার (অসুস্থতা, পরীক্ষা ইত্যাদি) জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়াও সম্পূর্ণ কর্মজীবনে অতিরিক্ত আরও ৭৩০ দি সবেতন ছুটি পাবেন।

এটাই শেষ নয়

সম্প্রতি যে ইলেকট্রনিক পরিষেবা চালু করা হয়েছে তাকে বাণিজ্যমহল স্বাগত জানিয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে নতু ধরনের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে। এই নিবিড় সম্পর্কের ফলে নাগরিকরা তাদের নিজেদের সরকা বলে এটা ভাবছেন। উন্নততর ডেলিভারি পরিষেবা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন এবং সরকারি দক্ষতার নজির এ সময়কালে স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা দেওয়া ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা গেছে। করদাতা এবং অর্থ দফতরের কর্মচারীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত আদান-প্রদান ছাড়াও বিভি তথ্য দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। এমআইএস পদ্ধতির মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়ার ঘটনা দ্রুত চিহ্নিত ক সম্ভব হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রেভিনিউ

লক্ষ্যপূরণ—

মে, ২০১১ থেকে এই দফতরের বিভিন্ন কাজে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মিলেছে তা এইরকম—

১) রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে কম্পিউটার চালিত করা ঃ

- নদীয়ার রাণাঘাট-১-এর এডিএসআর দফতরে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৫ জুন, ২০১১।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর দফতরে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে ৯ আগস্ট, ২০১১।
- পুরুলিয়ার মানবাজারে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১২ আগস্ট, ২০১১।
- দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ডিএসআর দফতরে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১।
- দার্জিলিং জেলার কার্শিয়ং-এ এডিএসআর দফতরে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

২) **গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে পরিষেবা প্রদান (বিএসইউপি)**— জেএনএনইউআরএম প্রকল্প অনুযায়ী আবাসন এবং বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচিতে রেজিস্ট্রেশন বাবদ স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন ফি মাত্র ১০০ টাকা করা হয়েছে। শহরের দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ (বিএসইউপি) অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) **ন্যাশানাল ল্যান্ড রেকর্ড মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম (এনএলআরএমপি)**— ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন দফতর দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, যথার্থ ভূমি পরিচিতির রেকর্ড, বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষকে অনলাইন সাহায্য ও তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন এবং জন পরিষেবার কাজে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটিয়েছে। এর ফলে জাতীয়স্তরে রেকর্ড সংরক্ষণ ও পঞ্জীকরণ দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে হাওড়ার রানিহাটি, পাঁচলা এবং সাঁকরাইল ব্লকে এডিএসআর দফতরে ১৮ আগস্ট, ২০১১ থেকে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

৩) **রেজিস্ট্রেশন অফিসরে আধুনিকীকরণ**— দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুরে রেজিস্ট্রেশন অফিসে আধুনিকীরণের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (একিউএমএস) পদ্ধতি চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থায় টোকেন ডিসপেন্সার ইউনিট, মাস্টার টোকেন ডিসপ্লে, কাউন্টার ডিসপ্লে ইউনিট এবং সুপার ভিশন কন্ট্রোল, পার্সোনাল কম্পিউটারচালিত একটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই দফতরে বিভিন্ন শহর এবং গ্রামাঞ্চল থেকে উপস্থিত সাহায্য প্রার্থীদের সুনির্দিষ্টভাবে সারিবদ্ধ পদ্ধতিতে একের পর এক পরিষেবা গ্রহণের সুবিধা করা হয়েছে।

৪) **এনিমি প্রপার্টি**— রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এনিমি প্রপার্টিগুলিকে চিহ্নিত করে এবং সেগুলি বৈধ হস্তান্তরের পদ্ধতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

৫) **রাজস্ব**— ২০১১ সালের মে মাস থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। এই অগ্রগতির হার ৩৫-৩৮ শতাংশ। এই অগ্রগতির ধারা আগামীদিনেও বজায় থাকবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

৬) **শূণ্যপদ পূরণ**— এই দফতরের অধীনে বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে কম করেও ১২০০ টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ৭০০টি পদ পূরণের জন্য অর্থ (রাজস্ব) দফতরের উদ্যোগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছাড়পত্র মিলেছে।

৭) **আগামী প্রকল্প**—

ওয়েবসাইট- সম্পত্তির বাজার দর থেকে শুরু করে যাবতীয় তথ্য এমনকী রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করানোর ব্যবস্থা সম্পর্কিত খবরাখবর, স্ট্যাম্প মূল্য ইত্যাদি সহজে যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন তার জন্য একটি ওয়েবসাইট চালু করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটি হলো-www.wbregistration.gov.in

ই-স্ট্যাম্পিং- সমস্যামুক্ত, নিরাপদ এবং তাৎক্ষণিক সুবিধা পেতে নথির উপর ই-স্ট্যাম্পিং পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণের সুবিধা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছে। এই ব্যবস্থা রাজ্যেও চালু করা হবে।

ইতিমধ্যেই যা করা হয়েছে

ক) স্ট্যাম্প ডিউটিকে রেশনালাইজ করা

- স্ট্যাম্প সিডিউল অনুসারে ৫৮ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পারিবারিক সম্পত্তি বন্টন নিশ্চিত করা।
- পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে বৈধ পদ্ধতি মেনে সম্পত্তি বাটোয়ারা।
- দীর্ঘকালীন এবং স্বল্পকালীন লিজের নথি প্রস্তুতকরণ।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে লিজ চুক্তি বাবদ প্রদেয় কর।

খ) কেন্দ্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন এবং মডগেজ-এর দলিল নথিভুক্তিকরণ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প অনুসারে রাজ্য সরকারও সমস্ত মর্টগেজ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথি কেন্দ্রীয়ভাবে পঞ্জিকরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে একই সম্পত্তি একাধিকবার হস্তান্তর বা মডগেজ রাখার অসাধু প্রয়োগ রোখা যাবে। এই ব্যবস্থায় সমস্ত রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সরাসরি অনলাইন ব্যবস্থায় যোগাযোগ রক্ষিত হবে। ফলে মর্টগেজ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন এবং অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা করার কাজ দ্রুত এবং যথাযথ করা যাবে।

গ) কলকাতার এনআইসি-র সাহায্যে অর্থ দফতর ই-আরএসি পদ্ধতির উন্নতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগামী প্রকল্প

- ৩০ বছরের আইনি ডাটা সংগ্রহ ঃ লিগ্যাসি ডাটা সিস্টেম পদ্ধতির ব্যবহার করে গত ত্রিশ বছরে যত রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়েছে

তার একটি তালিকা তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ওইসব রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সাধারণ মানুষ ... করতে এবং দ্রুত খোঁজ করতে পারবেন।

- স্ট্যাম্প আইন এবং রেজিস্ট্রেশন আইন সংশোধন ঃ সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে দেশের শতাব্দী প্রাচীন স্ট্যাম্প এবং রেজি... আইন বদল করার বা সংশোধন করার দাবি তুলেছে বিভিন্ন রাজ্য। রাজ্য সরকার এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।... সরকার এবং অন্যান্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা বদল বা সংশোধনের ব্যবস্থা ... হচ্ছে।
- রাজ্য অর্থ দফতরের লক্ষ্য হলো স্মার্ট গভর্নেন্স পদ্ধতিতে যথাযথ, দ্রুত স্বচ্ছ এবং নাগরিক বন্ধু পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

শুল্ক

এই সময়কালের মধ্যে বেআইনী মদ তৈরি এবং বিক্রির বিরুদ্ধে রাজ্য শুল্ক দফতর আইনানুগ বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।... কাজে পুলিশ দফতরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। জেলাস্তরের শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা 'ক্রাইম কনফারেন্স'-গু... উপস্থিত থেকে যৌথ অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করেছেন।

সাফল্য

১) শুল্ক দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের তৎপরতায় বেআইনি মদ তৈরি এবং তা বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। ২০... সালের মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংক্রান্ত অভিযানের ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। গত বছরের এই সময়কা... মধ্যে যে অভিযানগুলি হয়েছিল, তার সঙ্গে এবারের একটা তুলনামূলক হিসাব টানা যেতে পারে।

বেআইনী মদ চিহ্নিতকরণ এবং বাজেয়াপ্ত (বেঙ্গল এক্সাইস অ্যাক্ট,১৯০৯ অনুযায়ী)

মে, ২০১০ থেকে অক্টোবর ২০১০—২৪৫৩৩টি অভিযান— ২৭৫৬ জন গ্রেফতার—৮৪০৪৩২ বিএল পরিমাণ মদ আ... (৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি)।

মে, ২০১১ থেকে অক্টোবর, ২০১১— ২৬৩৬৯ টি অভিযান—৪০৪৭ জন গ্রেফতার—৯০৯১০৮ বিএল পরিমাণ মদ আ... (৮.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি)।

২) ই-গর্ভনেন্স পদ্ধতি চালু রাখার স্বার্থে বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিটের শুল্ক দফতরের সদর থেকে রাউডন স্ট্রিটের ন্যাশনাল ইনফরমে... সার্ভিসের সহায়তা পর্যন্ত ২ এমবিপিএস লিজ লাইন বসানো হয়েছে।

৩) **অনলাইন পদ্ধতিতে শুল্ক এবং ফি আদায় ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সহায়তা এই আদায় সারা রাজ্যে চালু করা গেছে।

৪) ই-পেমেন্ট ঃ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র শুল্ক দফতরের অফিসগুলিতে কর্মচারীদের বেতন দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ব্য... হয়েছে।

আগামী লক্ষ্য

১) সমস্ত রকম বেআইনি/ নকল/বিষাক্ত/কর না দেওয়া মদের ব্যবসা চালানোর বিরুদ্ধে অভিযান আরও তীব্র এবং সর্বাত্মক করা ... সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ভিনরাজ্য থেকে চোরাপথে আসা এই ধরনের বেআইনী মদের অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি চ... এর ফলে শুল্ক দফতর চলতি আর্থিক বছরে কর আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা ছুঁতে পারবে বলে আসা করা হচ্ছে।

২) বিভাগীয় ওয়েবসাইট ব্যবস্থা চালু করার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর বিষয়টিকে আরও উন্নত ও দক্ষ করে তো... চেষ্টা করা হবে। এর ফলে অনলাইন পদ্ধতিতেই বিরাট পরিমাণ মদ আমদানি করার জন্য পারমিটের আবেদন করা যাবে এব... শুল্ক দফতর অনুমোদনও দেবে একই পদ্ধতিতে।

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

সূচনা

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরের অন্যতম কাজ হলো রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে এবং যোজনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা। জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং জেলা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই দফতর বিভিন্ন জেলাওয়ারি পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে।

পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন দফতরের আরও একটি কাজ হলো, রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড ও জেলা পরিকল্পনা কমিটি রাজ্য ও জেলা স্তরের গঠনে সহায়তা করা। এই দফতর ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিটিক্স-এর নিয়ন্তা।

লক্ষ্য পূরণ

১। জেলা প্রশাসনকে শক্তিশালী করা

জেলা প্রশাসনের কাজকর্ম আরও দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- এই দফতরের পক্ষ থেকে তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন সরকারি দফতর এবং কালেক্টরেট প্রভৃতি-তে কত পদ শূন্য রয়েছে তার একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরার কাজ চলছে। এই কাজে ব্যুরো অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস-কে জেলাওয়ারি সমীক্ষা চালাতে বলা হয়েছে।
- সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি জেলা, মহকুমা এবং ব্লকস্তর পর্যন্ত একটি ডেভেলপমেন্ট মনিটরিং কমিটি গড়া হয়েছে। যার মাধ্যমে ১) তৃণমূলস্তরে যে সব কর্মীরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় গড়ে তোলা; ২) বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা; ৩) জনমুখী কাজ দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ৪) বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুণগত মানের উপর লক্ষ্য রাখা। সাধারণ প্রশাসনের নেতৃত্বে এই কমিটি দ্রুত, কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং কর্মসূচি রূপায়ণে কাজ করবে।

আশা করা যায় এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জেলায় জেলায় বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ অনেক বেশি দ্রুত শেষ করা যাবে।

২। পরিকল্পনা বিষয়ক

- ২০১১-১২ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া ইতিমধ্যেই প্রকাশ এবং বিতরণ করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের ১১টি মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লকে একটি সমন্বয়কারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ১২৭২টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই বিভাগীয় অনুমোদন কমিটির (ডেএসি) অনুমোদন পেয়েছে। তার মধ্যে ৫৬২টি প্রকল্পের কাজ শেষ করা গেছে।

- ইতিমধ্যে ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ১৪৪.৮০ কোটি টাকা চেয়ে দিল্লিতে যোজনা কমিশনের কাছে অনুমোদন এবং মঞ্জুর করার আবেদন জানানো হয়েছে।
- উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির উন্নয়ন বাবদ একটি ২৮.২৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
- হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মানব সম্পদ বিকাশ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার রিপোর্ট প্রকাশ হবার পথে।

৩। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

১৫তম রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের এলাকা উন্নয়ন খাতে খরচের জন্য ৮৮.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৯৫ জন রাজ্য বিধানসভার সদস্য প্রত্যেকে ৩০ লক্ষ করে টাকা পেয়েছেন।

৪। সাংসদ কোটার টাকা

সাংসদদের এলাকা উন্নয়ন বাবদ খরচের টাকার অঙ্ক চলতি আর্থিক বছরে ২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫ কোটি টাকা হয়েছে। রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদের অর্থ সদব্যবহারের হার ৯৪.৪৩ শতাংশ এবং নির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদদের ক্ষেত্রে এই অর্থ সদব্যবহারে হার ৯৫.৭৫ শতাংশ।

৫। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড

এই খাতে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে ইতিপূর্বে ঘোষিত প্রকল্প বাবদ ৩.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬। ২০ দফা কর্মসূচি

- এই কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভালো। গত জুলাই ২০১১-তে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে এই তথ্য পরিষ্কার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ যে সব ক্ষেত্রে ভালো কাজ দেখিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—১) স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার সহায়তায় ব্যক্তিগতভাবে স্বরোজগার যোজনায় যুক্তদের সহায়তা প্রদান; ২) স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির কর্মসূচি; ৩) বিপিএল তালিকাভুক্তদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ; ৪) ইন্দিরা আবাস যোজনা অনুযায়ী গৃহনির্মাণ; ৫) অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের কাজ; ৬) প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ; ৭) ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও ৮) ব্লকওয়ারি আইসি প্রকল্পের কাজ।

৭। পরিসংখ্যান বিষয়ক

- পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরের উচ্চপর্যায়ের একটি স্টিয়ারিং কমিটি দ্বিতীয় দফার বৈঠকে বসে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও কৌশলগত পরিকল্পনার মূল্যায়ন করেছে এবং তারা একটি খসড়া রিপোর্টও অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছে।
- ১৩তম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ খরচের একটি উচ্চপর্যায়ের মনিটরিং কমিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং তা জোরদার করার পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মাধ্যমে খরচ এবং প্রকল্প রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে।
- ষষ্ঠ আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত জনগণনার অন্তর্গত রাজ্য এবং বিভিন্ন জেলাস্তরে মনিটরিং কমিটিগুলি গঠিত হয়েছে এবং কাজ শুরু হয়েছে।

৮। দফতরের নতুন কার্য্যালয়

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরের নতুন বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

৯। রাজ্য যোজনা পর্ষদ

নতুন করে রাজ্য যোজনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। পর্ষদের প্রথম বৈঠক হয়েছে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১।

বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি

প্রধান সাফল্য

- ডব্লিউবিএসইডিসিএল এলাকা (শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে) বিদ্যুৎ সংযোগ (এল অ্যান্ড এমভি) দেওয়া হয়েছে ৭,৩৮,০০০টি।
- ডব্লিউবিএসইডিসিএল দ্বারা ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন বসানো হয়েছে ৮টি।
- বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৫,০০,৬৬০টি।
- ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে ১২২১৫.৫২ এমইউ।
- দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড (ডিপিএল)-এর গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে— শিল্পক্ষেত্রে ৭টি, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ২৪১টি এবং গৃহস্থ ক্ষেত্রে ৩৩৪২টি।
- ডব্লিউবিএসইটিসিএল-এর সাবস্টেশন বসানো হয়েছে— ডালখোলাতে ২২০/১৩২ কেভি সাবস্টেশন কাজ শুরু করেছে।
- সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ নম্বর ইউনিটের (২৫০ মেগাওয়াট) বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে।
- এই প্রথম গঙ্গাসাগর মেলাপ্রাঙ্গণ সরাসরি WBSEDCL বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হলো। নদীবক্ষে সুউচ্চ টাওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দ্বীপভূমিতে। এতদিন জেনারেটর অথবা অন্যান্য অ-চিরাচরিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মেলায় আলো জ্বালানো হতো।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও সাফল্য

ক) মোট বিদ্যুৎ সংবহন ও বাণিজ্যিক ক্ষতি (এগ্রিগেট ট্রান্সমিশন অ্যান্ড কর্মাশিয়াল লসেস) কমিয়ে আনতে এ ব্যাপারে নিবিড় নজরদারি জারি রাখার উদ্দেশ্যে ডব্লিউবিএসইডিসিএল একটি আয়ের ক্ষতি প্রতিরোধ কমিটি (রেভিনিউ লস প্রিভেনসন কমিটি) গঠন করেছে।

খ) গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজের গতি বাড়াতে নিরন্তর নজরদারি রাখা হচ্ছে।

গ) দফতর আরও যে সমস্ত প্রকল্প তৈরি করেছে

* ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর 'সবার ঘরে আলো' প্রকল্প। এই প্রকল্পে ২৩,৬৩২টি গ্রামের ৩৮,৫১,৬৪০টি গৃহকে এর আওতায় আনা হচ্ছে এবং মোট খরচ হবে ২,৫১১ কোটি টাকা।
* পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদের জেলাগুলিকে ২২০ কেভি ও ১৩২ কেভি সাবস্টেশন বসানো হচ্ছে। এই সাবস্টেশনগুলির সঙ্গে বিদ্যুৎ সংবহন লাইন ও সংশ্লিষ্ট সংবহন ব্যবস্থাও তৈরি করা হচ্ছে। মোট খরচ ১,৬৮৮.৫১ কোটি টাকা। এছাড়া, কোলাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩ নম্বর ইউনিটটি রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য খরচ করা হচ্ছে ১,৫০০ কোটি টাকা।
* ডব্লিউবিপিডিসিএল-এর হাসপাতালগুলির মানোন্নয়নের জন্য ব্যয় হচ্ছে ৮০ কোটি টাকা।
* ৭৪৮.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৭০ মেগাওয়াট করে দুটি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

ঘ) দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং-গোর্খা হিল কাউন্সিল এলাকায় গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেবার উদ্দেশ্যে ডব্লিউবিএসইডিসিএল এ বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুত করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় আসবে ৩০৬টি গ্রামের ৫০,৭৪৬টি বাড়ি এ খরচ হবে ১১৯ কোটি টাকা।

ঙ) সুন্দরবন এলাকায় গোসাবা ব্লকের মৌজা বিদ্যুতায়নের আর একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল। এই প্রক আওতায় আসবে ১৫টি গ্রামের ১০,৬০০টি বাড়ি এবং খরচ হবে ১১ কোটি টাকা।

চ) মুড়িগঙ্গা নদীর উপর দিয়ে সংবহন লাইন নিয়ে গিয়ে সাগর দ্বীপে গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ দেওয়ার কর্মসূচি সম্পূর্ণ কর ডব্লিউবিএসইটিসিএল। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে।

ছ) সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ নম্বর ইউনিটটি বাণিজ্যিক ভিত্তিকে উৎপাদন শুরু করেছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তা থেকে।

জ) সাগরদীঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ৫০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ ইউনিট বসানোর কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনেই অগ্রসর হ

ঝ) ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিপিএলের ৭ নম্বর ইউনিট-টি টার্বো জেনারেটরের বড়োসড়ো রক্ষণাবেক্ষণের পরে আগ মাসে আবার চালু করা হয়েছে। ইউনিটটি ইতিমধ্যেই ৮৫ শতাংশ পিএলএফ উৎপাদন করতে পারছে।

ঞ) ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডিপিএলের ৮ নম্বর ইউনিট-টির নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলেছে।

ট) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচিতে ৬২৩টি গৃহে সৌর বিদ্যুৎ ইউনিট বসানো হয়েছে। আগামী ২০১২ সালের মার্চের মধ্যে রকম সৌরবিদ্যুৎ ইউনিট বসাবার লক্ষ্যমাত্রা ১০ হাজারটি।

পৌর বিষয়ক

সূচনা

কলকাতাসহ বিধাননগর, হাওড়া, শিলিগুড়ি পুরসভার সৌন্দর্যায়নে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্যের পুর দফতর। শহরগুলির পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, শিক্ষা, রাস্তা, পয়প্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ

নগরায়ন

- শহর কলকাতা নদী ধারগুলি সৌন্দর্যায়ন ও পরিচ্ছন্নতার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সেনা কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেছে।
- শহরের হোর্ডিং যুক্ত জোন চিহ্নিত করা হয়েছে। কেএমসি, পিডব্লিউডি এবং কেএমডিএ-এর আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা নিয়মনীতি তৈরি করবে।
- 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপে' পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।
- প্রশাসনিক স্তরে সকল পুরসভাগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে সৌন্দর্যায়নের রূপরেখা তৈরি করার জন্য।

জল সরবরাহ

- বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ৮টি ছোট ও মাঝারি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য জেএনইউআরএম)-এর আওতায় ১৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পূর্বে অনুমোদিত বিভিন্ন পৌর এলাকায় ২২টি এবং কলকাতা ও আসানসোল কর্পোরেশন এলাকার ২৮টি প্রকল্পের অতিরিক্ত এই অনুমোদন। সব মিলিয়ে বরাদ্দ ৩২০০ কোটি টাকা।
- কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ৮টি শহরের জল প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছেন। জেএনইউআরএম-এর আওতায় পাহাড় ও জঙ্গলমহলেও এই প্রকল্পের কাজ হবে।
- ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগর ও তমলুকের জল প্রকল্প উদ্বোধন হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই তারকেশ্বরের প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে।
- সকল শহরে জল সরবরাহের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও কেএমডিএ-এর সহায়তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

শহরের গরিবদের জন্য উদ্যোগ :

- আইএইচএসডিপি (ইন্টিগ্রেটেড হাউসিং এবং স্লাম ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম)-এর আওতায় গৃহনির্মাণ : ৩৫৮৯টি
- রাজ্যের আর্থিক সহায়তায় শহরের গরিবদের জন্য গৃহ নির্মাণ : ৩৪৪টি
- ৮০টি ছোট ও মাঝারি শহরের বস্তি উন্নয়ন ও নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য আইএইচএসডিপি ৫২.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বিপিএল পরিবার চিহ্নিতকরণের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জাতিগত সমীক্ষার কাজ প্রতিটি পুর এলাকায় করা হবে। এই ধরনের সমীক্ষা এই প্রথম। রাজ্য পৌর উন্নয়ন সংস্থা দফতরের অধীনে থেকে এই কাজ করবে।
- কলকাতা ও আসানসোল শহরের ৪৭টি পুর এলাকাকে রাজীব আবাস যোজনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করা যায় শীঘ্র অনুমোদন পাওয়া যাবে।

আইন প্রণয়ন

- ভারত সরকারের ন্যাশনাল পলিসি ফর আরবা স্ট্রিট ভেন্ডরের নিয়মনীতি অনুযায়ী রাজ্যের হকারদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের শহরের রাস্তার হকার সম্পর্কীয় একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের সংশোধন করে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে শহরগুলিতে এলাকাভিত্তিক সম্পত্তির মূল্যায়ন করা যায়। কলকাতা পুর সংস্থা ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে, যা রাজ্যে প্রথম।

অন্যান্য উদ্যোগ

- ১২৭ টি পুর এলাকা ও কর্পোরেশন একটি 'ডাটা ব্যাঙ্ক' ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে।
- কেএমডিএ-কে ৩২.৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সকল পুর নিগমের জলসরবরাহ, নিকাশি, ময়লা সাফাই ইত্যাদি

কাজে তাদের অংশ হস্তান্তরিত করতে পারে।

- ই-গভর্নেন্স : ১২৭টি পুরসভা ও কর্পোরেশনে দফতরের অধীনস্ত চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইউনিটকে সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হ যাতে দ্রুত এই পবির্তন আনা যায়। ১৫টি মডিউল সমৃদ্ধ সফটওয়ার যাতে চালু করা যায় তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যন্ত্রাদি কেনার কাজ প্রায় শেষ। সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার চালনার জন্য সংস্থা ঠিক করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পুরসভা ও কর্পো চক্তির ভিত্তিতে আইটি কো-অর্ডিনেটর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। প্রত্যেকটি পুরসভা ও কর্পোরেশনের সঙ্গে ভিডিওর ম যোগাযোগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬৩টি পৌরনিগমে এই ব্যবস্থা চালু আছে।
- নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে ১২৭টি পৌর সস্থায় ৪টি আবশ্যিক পরিষেবার জন্য স লেভেল বেঞ্চমার্ক গঠনের নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

- ১২৭টি পৌর সংস্থার হাতে থাকা জমির তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
- কলকাতা ও হাওড়া শহরের অগ্নিকান্ড রোধে 'ফায়ার হ্যাজার্ড এন্ড মিটিগেশন প্ল্যান' গ্রহণ করা হয়েছে।
- ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকাগুলিতে সহায়তা মূল্যায়ন হবে।
- রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পাহাড়ের চারটি পুরসভায় আড়াই বছর পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পৌর নিগমগুলি পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচের জন্য ৭৮৭.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে কর্মচারীদের বেতন ও অ খরচ মেটানো যায়।
- রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ অক্টোবর থেকে পৌর নিগমের কর্মচারীরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাঁদের মাসিক বেতন পা এই ব্যবস্থা সকল ধরনের পেনসন প্রাপকদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- কলকাতা পুরসভা এলাকায় বাসিন্দাদের সময় মতো পুরকর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য যে সমস্ত করদাতা দীর্ঘদিন পুরকর ব রেখে করের উপর প্রদত্ত সুদের ভারে অসুবিধায় পড়েছেন তাদের **ওয়েভার স্কীমে সুদ মকুবের সুবিধা দেওয়া হয়েছে** ফলে করদাতারা বকেয়া কর সহজেই দিতে সমর্থ হবেন।
- কলকাতা শহরকে আরও সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শহরের প্রতিটি ও বৃক্ষরোপণ, রাজপথের মাঝ বরাবর বাহারি গাছের বেড়া নির্মাণ, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন শৌখিন বাতিদান লাগানো প্র করা হয়েছে। একইভাবে রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকাগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে সমস্ত পৌরসভাকে সরকারিভাবে নি দেওয়া হয়েছে।

নগর উন্নয়ন

১। কলকাতার মানুষের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কলকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি পরিচালিত গার্ডেনরিচের জলপ্রকল্পটিকে কলকাতা পুরসভার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২। সমুদ্র তটরেখা বরাবর মন্দারমণি মৌজাকে দিঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অধীনে এনে দীঘা এলাকায় পর্যটন শিল্পের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে। এছাড়াও, যৌথ উদ্যোগের সংস্থা বেঙ্গল আরবান ইনফ্রাকস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-কে এলাকার পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই সঙ্গে তাজপুর মৌজাটিকে দিঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আওতায় আনা হয়েছে।

৩। এই দফতর ও এর অধীনে সমস্ত সংস্থার সমস্ত কাজকর্ম প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক, সর্বত্র ই-গর্ভনেন্স পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং গতি আনার লক্ষ্যে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইতিমধ্যেই ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করেছে। ই-প্রকিওরমেন্ট শীঘ্রই চালু হবে। অন্যান্য উন্নয়ন পর্ষদগুলিও এই ব্যবস্থা শুরু করতে চলেছে।

৪। দীর্ঘদিন ধরে এই দফতরের অধীন বিভিন্ন প্রয়াত কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য, যাঁরা প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁদের চাকরির বিষয়টি আটকে ছিল। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর ইতিমধ্যে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে এইরকম ১৩০টি ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

৫। জিআইসি-র পদ্ধতি মেনে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে জমি ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৩টি উন্নয়ন পর্ষদ এলাকার জমি ব্যাঙ্কের তথ্যাদি আহরণ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কাজ করেছে। এই পর্ষদের অন্তর্গত সকল মৌজাকে ডিজিটাইসড করা হয়েছে। এ কাজে হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং এজেন্সীর সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

৬। বিধাননগর এলাকার শিল্পের জন্য চিহ্নিত প্লটগুলি লিজ পদ্ধতিতে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রের জমির মূল্যের ৫০ শতাংশ নন ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৭। ক) কলকাতার দিকে পাঁচটি গঙ্গার ঘাটের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এগুলি হল, কাশীপুর প্রামাণিক ঘাট, অন্নপূর্ণার ঘাট, গোলাবাড়ি ঘাট, কাশীমিত্র শ্মশান ঘাট, হরচন্দ্র মল্লিক ঘাট প্রভৃতি। এনজিআরবিএ-এর প্রকল্প অনুযায়ী কেএমডিএ এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। এর জন্য খরচ বরাদ্দ হয়েছে ২৭.৫০ কোটি টাকা।

খ) ন্যাশানাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি প্রকল্প অনুযায়ী রিষড়ার ৪টি, চন্দননগরে ৭টি, বাঁশবেড়িয়ায় ১৫টি ঘাট সংস্কারের কাজ ২০১২ মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে।

৮। জেএনএনইউআরএম-এর অন্তর্গত ইতিমধ্যেই আরবান ইনফ্রাকস্ট্রাকচার অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রকল্পের বেশ কিছু কাজ শুরু হয়েছে।

ক) উলুবেড়িয়ায় জল পরিশোধন ইউনিট গড়তে ৪৫.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই ইউনিটটি থেকে প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন গ্যালন পরিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে।

খ) নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, গয়েশপুর এবং কল্যাণী একটি এলাকায় ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখতে ১৪১.৯৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

গ) খড়দহ, পানিহাটি, উত্তর দমদম, দমদম এবং দক্ষিণ দমদম এলাকার আন্ত-পুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থাকে সচল এবং উন্নত করার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) হুগলি, চুঁচুড়া পুর এলাকার বৃষ্টির জমা জল নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ৩৮৮১.৯৬ কোটি টাকা।

ঙ) বাঁশবেড়িয়া পুর এলাকার জমা জল সরাতে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে খরচ ধরা হয়েছে ২৯৭৯.৩৬ কোটি টাকা।

৯। ইউআইজি প্রকল্পের বেশ কিছু কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। তার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই কাজ শেষ হবার মুখে।

১) আসানসোল শহরাঞ্চলে রানিগঞ্জে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ৩৬.২৭ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২) কলকাতার পদ্মপুকুর থেকে কামালগাজি পর্যন্ত একটি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৩) টালা এবং পলতার মধ্যে সরাসরি একটি জল আসার পাইপ লাইন বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১০। জেএনএনইউআরএম-এর প্রকল্প অনুযায়ী ইতিমধ্যেই বস্তি এলাকায় উন্নত বাসগৃহ গড়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৬২০৭টি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই রকম আরও ২৬৮৯৩টি ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

১১। ২০০৯ সালের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতা শহরকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জিডিপি সিটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কারণে শহরের ক্লাস্টার ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও বাড়ছে। কলকাতা শহর দেশের পূর্বপ্রান্তের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র বলেও চিহ্নিত। তার আগে রয়েছে মুম্বাই-এর বান্দ্রা এবং কুরলা। খুব স্বাভাবিকভাবেই কলকাতায় ব্যাঙ্ক, বীমা, মিউচুয়াল ফান্ড, অফশোর ব্যাঙ্কিং, বিনিয়োগ, ঋণ প্রভৃতির হার অনেক বেশি।

এই বাস্তব প্রেক্ষিত এবং দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ইতিমধ্যেই নিউ টাউন এলাকাটিকে ফিনান্সিয়াল হাব (অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল) হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে ঐ এলাকার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

- বিশ্বমানের শহুরে পরিকাঠামো এবং যাবতীয় পরিষেবা সম্বলিত একটি পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা।
- সংকটকালে বিদ্যুৎ পরিষেবা বহাল রাখা ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বজায় রাখা।
- পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বলয় গড়ে তোলা।
- আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং শহরের প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন
- কর্মচারী এবং সহকারী কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসনের ব্যবস্থা করা।

এই সব দিক খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই ডব্লিউবিএইচআইডিসিও নিউটাউনের মুখ্য ব্যবসায়ীক জেলা গড়ার জন্য ২৫ একর জায়গা নিয়ে উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। এই এলাকার প্রাথমিক পরিষেবা, যেমন নিকাশী, ড্রেনেজ, রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানীয় জলের সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এই এলাকা থেকে বিমানবন্দর এবং শহরে দ্রুত পৌঁছে যাবার জন্য রাস্তা তৈরির কাজও শেষ পর্যায়ে। ইতিমধ্যেই হিডকোর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন অর্থ লগ্নীর সংস্থা এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় বসে এই এলাকায় তাদের ইউনিট গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যা সামগ্রিক অর্থে পূর্ব ভারতের ব্যবসা সম্প্রসারণ করবে।

১২। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ও নেতুরিয়া থানা এবং রঘুনাথপুর পৌরসভার ২৫৪টি মৌজাকে পশ্চিমবঙ্গ শহর ও নগর (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৭৯ এর আওতায় এনে সার্বিক পরিকল্পনার প্রয়াস নিয়েছে।

১৩। নগর উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে সবুজায়নের স্বার্থে একটি শহর বনাঞ্চল বিভাগ গঠন করেছে। এই কাজে তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে একটি টেকনিক্যাল সাব-কমিটি। এই প্রকল্প অনুযায়ী বিধাননগর এবং অন্যান্য পুর এলাকার শহরগুলিতে সবুজায়নের কাজ দেখভাল করবে।

কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

সাফল্য

১। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের কাজ শুরু ও সম্পূর্ণ। এখন এই স্টেডিয়াম সকলের ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত।

২। ২৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁশবেড়িয়া ড্রেনেজ প্রকল্পের কর্মসমাপ্তি। এই প্রকল্প ঐ পৌর এলাকায় বহুদিনের জল জমা ও ড্রেনেজের সমস্যার নিরসন করবে।

৩। ২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পাটুলি লেকের সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

৪। রবীন্দ্র সরোবরকে আরও সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন রাখা ও বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। একটি সিকিউরিটি এজেন্সিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন সরোবর এলাকা রাতে জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০.০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে।

৫। সল্টলেকের ড্রেনেজ প্রকল্পটি বিধাননগর এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

৬। হাওড়ার দিকে গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলের সৌন্দর্যায়নের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বালি পর্যন্ত এলাকা সৌন্দর্যায়ন করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ২.১ কিমি কাজে হাত দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। এর জন্য খরচ হবে ২.১ কোটি টাকা।

৭। রিষড়া ও নৈহাটিতে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজে হাত দেওয়া হবে খুব তাড়াতাড়ি।

রাজারহাট-নিউটাউন এলাকার উন্নয়ন

১। এই দফতরের কর্মীদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

২। নিউটাউনে হিডকো ভবনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সিসি টিভি বসানো হয়েছে।

৩। নিউটাউনে ২৭ কোটি টাকা খরচ করে ৪৮ একর জায়গার উপর **রবীন্দ্রতীর্থ** তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রদর্শনীকক্ষ-সহ গ্রন্থাগার এবং একটি অডিটোরিয়াম প্রভৃতি থাকবে।

৪। ১.২০ কোটি টাকা খরচ করে শিশুদের আমোদ-প্রমোদের জন্য একটি **শিশুতীর্থ** তৈরি করা হচ্ছে। এইরকম আরও তিনটি **শিশুতীর্থ** তৈরি করা হবে।

৫। রাস্তার ধার এবং এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। ১.২ কোটি টাকা খরচ করে ৮৫,৯৬১ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে রাস্তার ধার, আইল্যান্ড প্রভৃতি সুসজ্জিত করা হচ্ছে।

৬। ইতিমধ্যেই ৫.১ কিলোমিটার রাস্তার দু-ধারে আলো লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে।

৭। এ পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা বানানোর কাজ চলছে।

৮। ১৪৪ কোটি টাকা খরচ করে ২০০.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জল সরবরাহের পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

৯। এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে ১৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিকাশি নালা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

১০। ইতিমধ্যেই ২১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জল নিষ্কাশনের নালা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, খরচ হয়েছে ১৫৪ কোটি টাকা।

১১। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষদের জন্য ১৬ কোটি টাকা খরচ করে ১৭৬টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে।

১২। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (২০ একর), হজ হাউস (৫ একর), ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (৩৫ একর), ইনফোসিস (৫০ একর) এবং উইপ্রো (৫০ একর)— প্রভৃতি সংস্থাকে জমি দেওয়া হয়েছে।

১৩। ৪৫০ একর জমিতে একটি ইকো ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই পার্কটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ফুডকোর্ট, থিম গার্ডেন, গাছ-গাছালির সবুজ পরিবেশে বেড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হবে।

১৪। গঙ্গা থেকে সরাসরি জল নিয়ে তা পরিশুদ্ধ করে এই এলাকায় সরবরাহ করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

১৫। নগরের মধ্যেই ২৫ একর এলাকায় একটি ফিনান্সিয়াল হাব তৈরির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই এলাকাটির উন্নয়নের কাজ করবে হিডকো। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় দফতর চালু করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে কয়েকটি ব্যাঙ্ক এবং অর্থকরী সংস্থা।

১৬। নগরের সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে সবুজায়নের ব্যবহার বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। এই সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা রচনার প্রয়াস চলছে। ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার দু-ধারে সুসজ্জিত আলো লাগানোর কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে।

১৭। সমস্ত আবাসন এবং বাণিজ্যিক সংস্থার দফতর বাড়িগুলির নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ক্ষতিয়ে দেখতে বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

১৮। নিউটাউন-কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি (প্রপার্টি ট্যাক্স বিল) ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের বিবেচনাধীন। বিধানসভার আগামী অধিবেশনে এই বিল পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই এলাকায় ১ একরের বেশি জমিতে তৈরি সমস্ত প্রকল্প এবং বাড়ির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে সিসি টিভি এবং অগ্নি নির্বাপন বিধি পালনের জন্য বাড়ি তৈরির বিধি পরিবর্তন করা হয়েছে।

১৯। নিউটাউন কলকাতা এলাকায় সৌরশক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে সোলার সিটি প্রোজেক্ট নামে একটি প্রকল্প তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সেচ ও জলপথ

সূচনা

সেচ ও জলপথ দফতরের কার্যকলাপের দৃষ্টিভঙ্গির বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। আনা হয়েছে কিছু গুণগত পরিবর্তন
যেমন—

ক) কার্যকরী জলসম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা

- ➢ খুব শীঘ্রই রাজ্য জলনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।
- ➢ গঠিত হয়েছে রাজ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্যদ।
- ➢ কলকাতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতি ও তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ) উন্নয়ন কর্মসূচিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় যোগদান—

➢ সেচ ও জলপথ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, জেলাশাসক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে জেলাস্তরে তদার কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই এই কামিটির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

গ) ই-গভর্নেন্সে স্থানান্তর

➢ প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনতে ও সুস্থ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দিতে, রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের সমস্ত দরপত্রে ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। এই দফতরে ই-গভর্নেন্স চালু করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১. কোটি টাকার উপর টেন্ডার এই পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

➢ প্রশাসনের একদম নীচের তলা পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স করার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত পরিকল্পনা রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।

ঘ) ল্যান্ডব্যাঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যভান্ডার প্রস্তুতি

➢ রাজ্যের সেচ ও জলপথ দফতরের হাতে যত অব্যবহৃত জমি আছে তার প্লট ভিত্তিক তথ্যভান্ডার তৈরি হয়েছে

২) অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলি—

ক) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তিস্তাবাঁধ প্রকল্পের কাজকে জাতীয় প্রকল্প রূপে ঘোষণা এবং এআইবি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ

➢ ৪০ কিমি খাল কেটে ও ৩৯টি নতুন কাঠামো গড়ে জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচ পৌছানো সম্ভব। এর জন্য একটি ৯০.০০ কোটি টাকার বিস্তৃত পরিকল্পনা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে

খ) আয়লাবিধ্বস্ত সুন্দরবনে নদীতীর পুনর্নির্মানের কাজকে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ

➢ রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ১,৬২২ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগ ১.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতীর পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে মোট খরচ হবে ৭.৪১ কোটি টাকা। দক্ষিণ পরগনার কাকদ্বীপে অনুরূপ একটি প্রকল্প শীঘ্রই শুরু হবে।

গ) কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘাই ড্রেনেজ বেসিন প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ

➢ ২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে ৬৩ কিলোমিটার নদীগর্ভ খননের কাজ শুরু হবে। এর জন্য শুধু প্রশাসনিক স্তরে জেলা, ব্লক এমনকী গ্রামস্তরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে চলবে অধিগ্রহণের কাজ। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ গত প্রায় দেড় দশকের ব অভিশাপ থেকে মুক্ত হবেন।

ঘ) কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের অন্তর্গত অন্যান্য কর্মসূচি

➢ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথীর ভাঙন রোধ সংক্রান্ত দুইটি প্রকল্পে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। কাজ এগোচ্ছে ২৪ পরগনার সুন্দরবনের নদীতীর পুনর্নির্মানের তিনটি প্রকল্পেও। ইতিমধ্যেই ১৯.৭২ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। আশা করা যায়, ২০১২ সালের মার্চের মধ্যে এই সবকটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

➢ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে, বিশেষত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভাঙন রোধে আটটি প্রকল্পের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এর ফলে ভারতে সীমান্তবর্তী জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা যেমন ঠেকানো যাবে, সুরক্ষিত হবে সীমান্তবর্তী শিবিরগুলিও। উত্তর ২৪ পরগনা বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ইছামতীর নদীগর্ভ থেকে পলি তোলার কাজ শেষ হয়েছে। এরফলে গত বর্ষার স্থানীয় মানুষ অনেক স্বস্তি পেয়েছেন। এই প্রকল্পগুলিতে এখনও পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ১৪.৭২ কোটি টাকা।

ঙ) নাবার্ড-এর ঋণ সহায়তার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রকল্পগুলি

➢ RIDF থেকে XII XVI-র অধীনস্থ, বিভিন্ন জেলায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অন্তর্গত মোট ৮৫টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

চ) জেএনইউআরএম প্রকল্পের অন্তর্গত পুর্নখনন/খালউন্নয়ন কর্মসুচি

➢ উত্তর কলকাতার নিকাশিব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাগজোলা খালের উপরের অংশ বর্তমানে মৃতপ্রায়। এটির পুনরুজ্জীবন প্রকল্প খুব শীঘ্রই শুরু হবে। অন্যদিকে টালিনালা ও রাজারহাট নিউ টাউনের নিকাশি ব্যবস্তার উন্নতিকল্পে বাগজোলা খালের নীচের অংশে সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তুতি পর্বের কাজ চলছে।

ছ) ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সুন্দরবন উন্নয়ন কর্মসূচি

➢ সুন্দরবনের নদীতীর উন্নয়ন ও ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিকাশি ব্যবস্থা ও বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য মোট ১৪১.৪৪ কোটি টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

জ) ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জলসম্পদ ব্যবহারের অন্তর্গত কর্মসূচি

➢ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং হাওড়া— এই জেলাগুলিতে সেচখালগুলির তদারকিতে সবমিলিয়ে প্রায় ৫০০টি ছোট-বড় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজগুলির মোট খরচ ৪১ কোটি টাকা। এই কাজগুলি শেষ হলে প্রায় ২১,০০০ হেক্টর জমিতে সেচব্যবস্থা উন্নত করবে।

ঝ) এমজিএনআরজিএ

➢ রাজ্য সেচ ও জলপথ দফতর পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলি লাগু করতে কারিগরি সহায়তা দিয়ে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। এখনও পর্যন্ত দফতরের সহকারি বাস্তুকারদের নামে বিভিন্ন জেলায় ১৪৮টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ১৫.৭৭ কোটি টাকার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

ঞ) বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও বন্যা কবলিত এলাকার পরিকাঠামোর পুনর্গঠন

➢ বিগত বর্ষায় এই রাজ্যে বন্যার প্রকোপকে অত্যন্ত কার্যকরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয় সাধনের ফলে রাজ্যের বাইরের নদীবাঁধগুলো থেকে ছাড়া জলের পরিমাণ অনেক নিয়ন্ত্রণ করা গেছে।

➢ এছাড়াও বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে লাগাতার তদারকির ফলে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ট) দক্ষিণবঙ্গের সেচব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মসূচি ও সাফল্য

➢ ডিভিসি, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী বাঁধের মাধ্যমে এই বছরে ১৮.৩৯ লক্ষ হেক্টর জমি খরিফ মরসুমে সেচের আওতায় আনা গেছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার থেকে ৯০ শতাংশ বেশি। রবি মরশুমে কংসাবতী প্রকল্পের মাধ্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে ১.০০ লক্ষ একর এবং বোরো মরশুমে ডিভিসি প্রকল্পের আওতায় ৮৮,০০০ একর জমি সেচের আওতায় আনার ধার্য হয়েছে।

ঠ) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

➢ ফারাক্কা প্রকল্পের অধীনে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা-পদ্মা ও ফুলাহার নদী বরাবর ভাঙ্গনরোধের কর্মসূচি, এবং পলাশি পর্যন্ত ভাগীরথীর তদারকি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

দীর্ঘকাল ধরে কোনও সংস্কার কর্মসূচি না নেওয়ার ফলে, তিস্তা প্রকল্পের বেশ কিছু খাল আজ মৃতপ্রায়। এগুলির সংস্কার ও তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

রাজ্যের আবেদন সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ঝাড়খন্ডের তিনুগাট বাঁধটিকে DVRCC-র আওতায় আনার ব্যাপারে নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগে এলে রাজ্যের নিম্ন দামোদর অঞ্চলে বন্যাসমস্যার সুরাহা হবে।

ণ) তিস্তার জলবন্টন

➢ তিস্তা নদীর জলবন্টন এবং তা নিয়ে উদ্ভূত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে নদী বিশারদ কল্যাণ রুদ্রের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির সুপারিশ সরকারের কাছে জমা পড়লে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপসংহার

জলসম্পদের উত্তরোত্তর চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য জলনীতিতে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে। এতে জলসম্পদ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট দিশা থাকবে। অ্যাকশন প্ল্যানে জলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠনেরও প্রস্তাব দেওয়া হবে।

শহর কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় তহবিলের বিলিবন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে আন্তঃদফতর তদারকি কমিটি গঠনের সুপারিশ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

সূচনা

রাজ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতর রাজ্যের এযাবৎ উপেক্ষিত পশ্চাদপদ মানুষের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় এই কর্মসূচিগুলির রূপায়নের ক্ষেত্রে দফতরের প্রতিটি শাখা সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে।

- রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ক্লাস্টার পদ্ধতির উপর গুরুত্ব প্রদান। নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির অনুমোদনের জন্য ও জেলাস্তরে এক জানালা ব্যবস্থা প্রণয়ন।
- সমবায়ভুক্ত ও সমবায়ের বাইরে উভয় ধরনের হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের সার্বিক ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সহজীকরণ।
- নতুন নতুন এলাকার রেশমকীট চাষের প্রসারের লক্ষ্যে প্রচার। রেশমকীট চাষের ধারাবাহিকতা আছে এ রকম প্রথাগত জেলাগুলি তো বটেই, অন্যান্য জেলাগুলিতেও সেখানকার প্রয়োজনীয়তামাফিক কর্মসূচি পরিকল্পনা।
- রাজ্য খাদিক্ষেত্রের আমূল পুনর্গঠন

ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডাইরেক্টরেট (Directorate of Micro & Small Scale Industries)-এর সাফল্য :

১। **পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহভাতা প্রকল্প, ২০০৭ (West Bengal Incentive Scheme, 2007)**-এর আওতায় জেলাস্তরের কমিটিগুলি মারফৎ ৪১১টি ইউনিটের জন্য ৪৩.৪২ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

২। **প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্প (PMEGP)**-২০১০-১১ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কগুলি ৮৪৫১টি ঋণ প্রকল্প মঞ্জুর করেছে। এর ৭৬০৪টি প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। এতে মোট মার্জিন মানি খরচ হয়েছে ৭২.৫২ কোটি টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার থেকে ২১.৩৭ কোটি টাকা বেশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছ থেকে আরও ৬০ কোটি টাকার তহবিল-এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

৩। **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (MSE-CDP)**

- দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত রৌপ্য অলঙ্কার শিল্প ক্লাস্টার-এর কমন ফেসিলিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের মঞ্জুরীকৃত ১২.১৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।
- বারুইপুরে সার্জিক্যাল চিকিৎসা যন্ত্র নির্মাণ ক্লাস্টারের কমন ফেসিলিটি সেন্টারটি ইতিমধ্যেই একটি স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল গঠন করে (বিশেষ ব্যবস্থাপক সংস্থার মাধ্যমে) চালু হয়ে গেছে।

৪। **হস্তশিল্প প্রকল্প**

- ইতিমধ্যে নাবার্ড-এর মাধ্যমে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১৬.৯২ টাকা ব্যয়ে হস্তশিল্প সংক্রান্ত ৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংঘটিত হয়েছে।
- শীঘ্রই আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৌমাছি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কাজ শুরু হবে।
- হস্তশিল্পে আরও বেশি মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
- ১৪.৭৫ লক্ষ টাকা খরচে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সংঘটিত হয়েছে।
- ৭৪০০ হস্তশিল্পীকে ভ্রমণভাতা, উৎসাহভাতা প্রভৃতি বাবদ ১৪০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

৫। **বাণিজ্যমুখী উদ্যোগ ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প**

- পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক, মিউনিসিপালিটি ও কর্পোরেশন স্তরে ৩১.৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে ৪৬৮টি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
- নতুন শিল্পদ্যোগীদের জন্য ৭৫.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৫টি বাণিজ্য উদ্যোগ সংক্রান্ত কর্মসূচি (EDP)-র প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।
- দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, হাওড়া MMTRTC-তে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নয়টি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
- MMTRTC-র আওতায় ১৭.১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ছোট-বড় মিলিয়ে ১৫৬টি কাজ নেওয়া হয়েছে।

৬। **কার্যনির্বাহী অধ্যক্ষ (সিইও/CEO)-র অধীনস্থ প্রকল্পগুলি**

- এই সময়ের মধ্যে ২০.৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৪টি অর্ডার পাওয়া গেছে।
- ৪৩.৮৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৩টি অর্ডার কার্যকরী হয়েছে।

৭। **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রফতানি উন্নয়ন নিগম/পর্ষদ/সোসাইটি**

- এখনও পর্যন্ত ১,০১,৯৭১ জন হস্তশিল্পীকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫,০৮,৭৫০ টাকার আর্থিক সহায়তায়, বার্মিংহামে ২০১১-র ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ব্যাপী আন্তর্জাতিক শরৎ উৎসবে যোগদান করা হয়েছিল। এখান থেকে বেশ কিছু কাজের বরাত পাওয়া গেছে এবং ৮৫ জন সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের প্রচারের উদ্দেশ্যে, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ থেকে ২ অক্টোবর, ২০১১ পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত প্রথম গিফটেক্স মেলায়, রাজ্যের ২২ জন হস্তশিল্পীকে নিয়ে অংশগ্রহণ করা হয়েছিল।
- ২০ অক্টোবর, ২০১১ থেকে ২৪ অক্টোবর, ২০১১ পর্যন্ত, রাজ্যের ৭১ জন হস্তশিল্পীকে নিয়ে চণ্ডীগড়ে বণিকসভা সিআইআই-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাণিজ্যমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। ১৪ নভেম্বর, ২০১১ থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গ প্যাভেলিয়নে মোট ৪২টি ইউনিটকে নিয়ে অংশগ্রহণ করা হয়। এই মেলায় যোগদানের জন্য রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৪। **নতুন প্রকল্প**

- রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি যাতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে সেই লক্ষ্যে হস্তশিল্প ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, MSME ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, নাবার্ড প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে।
- ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগের আওতায়, LWE ব্লকগুলিতে উন্নতি কর্মসূচির বিশেষ পরিকল্পনা আপাতত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই পরিকল্পনা লাগু হলে আপাতত ১২,৯৮১ জন উপকৃত হবেন।
- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে, জেলাস্তরে গ্রামসম্পদের তথ্য ভাণ্ডার গঠনের কাজ চলছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে গ্রামসম্পদভিত্তিক ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগগুলির সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব।
- স্থানীয় প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের সামিল করে লাক্ষা চাষের পরিধি ও উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষক ও লাক্ষা উৎপাদকদের স্বার্থে এই ক্ষেত্রে জোর বাড়ানো হচ্ছে।
- ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজ প্রায় শেষের পথে।
- জুলাই, ২০১১ থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বেতন দেওয়া শুরু হয়েছে।
- ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে প্রশানিক পদ্ধতিকে সরলীকৃত করতে ডিরেক্টরেট, জেলা এবং মহকুমাস্তরে এক জানালা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়েছে।
- ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগগুলিকে উৎসাহ দিতে নতুন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।
- শিল্পদ্যোগীদের সুবিধার্থে প্রশাসনিকস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে একগুচ্ছ ই-সার্ভিস চালু হচ্ছে। দফতরের কাজে স্বচ্ছতা আনতে চালু হচ্ছে ই-গভর্নেন্স।
- গ্রামসমাজের সার্বিক জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার National Fibre Mission-এর আওতায় মাদুর, বাঁশ ও বাবুই ঘাসের হস্তশিল্পের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে হস্তশিল্পীদের সুবিধার্থে, মাদুর, বাঁশ ও বাবুই ঘাস প্রভৃতি পচনশীল উপকরণের জন্য বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া নিরপেক্ষ সংরক্ষণ ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে।

খ। **Directorate of Textiles-এর সাফল্য (হ্যান্ডলুম, স্পিনিং মিলস, সিল্ক বয়ন এবং হ্যাণ্ডলুমভিত্তিক হস্তশিল্প বিভাগ) নিয়োগ**

- হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারগুলি উৎপাদিত পণ্যগুলির জন্য নতুন নতুন নকশা তৈরি করতে হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্পে আরও সাতজন টেক্সটাইল ডিজাইনার নিয়োগ করা হয়েছে।
- রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাস্টার উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত ২১ জন ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট কার্যনির্বাহকের পরে আরও ১২ জন ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করা হয়েছে।

ফলাফল

আশা করা যায়, প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে, বাজার উপযোগী উন্নত পণ্য উৎপাদনের ফলে ১৩,৮৪৩ জন তাঁতি ভাল মজুরি পেয়ে উপকৃত হবেন।

Reservation of Handloom (Articles for Production) Act, ১৯৮৫

- উদ্দেশ্য : ১১টি পণ্যকে হস্তচালিত তাঁদের জন্য সংরক্ষিত রাখা। যন্ত্রচালিত তাঁতে যাতে এই পণ্যগুলি উৎপাদন না হয় তার বন্দোবস্ত করা।
- তিনটি যন্ত্রচালিত ইউনিটের বিরুদ্ধে cotton jacquard designed শাড়ি উৎপাদনের অভিযোগে এফআইআর করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প

তন্তুবায় সম্প্রদায়কে বহির্বিভাগে দেখাতে পারাসহ নানা পুরোনো বা নতুন যে কোন ধরনের রোগের চিকিৎসার সুযোগ দিতে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাঁতশিল্পী, তাঁর স্ত্রী/স্বামী ও সর্বাধিক চারজন শিশু এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাবেন। ৩,১৬,২৭৬টি স্বাস্থ্যবীমা কার্ড প্রস্তুত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তাঁতশিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

তাঁতশিল্পীদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র

তৃতীয় হ্যান্ডলুম সেন্সাস অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কমিশনার ৫,৭৯,৬২৩টি সচিত্র পরিচয়পত্র ইস্যু করেছিলেন। ৩৮,৮৫৩টি পরিচয়পত্র ইতিমধ্যেই বিতরিত হয়েছে। বাকি কাজ চলছে। ৩১ মার্চ, ২০১২-র মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

গ। Directorate of Textiles-এর সাফল্য (পাওয়ারলুম, হোসিয়ারি ও তৈরি পোশাক)

- যন্ত্রচালিত তাঁতে প্রশিক্ষণ : এই সময়কালে মোট ৯৬ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- নতুন যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রকল্পের পর্যালোচনা ও অনুমোদন : এই সময়ের মধ্যে ৬০টি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। মোট ৭৪৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪৮টি তাঁত বসবে। যন্ত্রপাতি ও কারখানা বাবদ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৬৭.১৮ লক্ষ টাকা।
- নতুন যন্ত্রচালিত তাঁত স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিল্পদ্যোগীদের কারিগরি সহায়তা : এই সময়ে ১১২ জন নতুন শিল্পদ্যোগীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত তাঁত স্থাপন : National Co-operative Development Corporation Scheme for establishment of Powerloom worksheds and installation of auto-looms আওতায় বর্ধমান ও নদীয়া জেলার তিনটি সমবায় সমিতিতে ৩৬টি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত তাঁত বসানো হয়েছে।
- যন্ত্রচালিত তাঁত সংস্থা ও সমবায় সমিতিগুলির পরিদর্শন : নদীয়া, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া ও উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট ৫৭টি ইউনিট পরিদর্শন করা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি জেলার 'তৈরি পোশাকের' ক্লাস্টারে বিদ্যুৎচালিত বেশি গতির সেলাই মেশিন সরবরাহ : পাহাড়পুর ও জলঢাকা ক্লাস্টারের ১৮০ জন সদস্যকে এই যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

ঘ। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড

খাদি কর্মসূচি

- সুদ ভর্তুকির (ছাড়) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থবর্ষের নির্ধারিত ২৯৯১.৭০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬১.৭৫ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে।
- Artisans Welfare Fund Trust (AWFT) প্রকল্প — নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২.৮৭ কোটি টাকার মধ্যে ২৫০.৮৭ লক্ষ টাকার ডিপোজিট আমানত ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে।

- খাদি হস্তশিল্পীদের জন্য জনশ্রী বীমা যোজনা প্রকল্প—নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৭১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১২৩০ জন হস্তশিল্পীদের জন্য ১.২৩ লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম জমা করা হয়েছে।
- রাজ্য যোজনার আওতায় বাঁকুড়ার সোনামুখীতে বালুচরী কমপ্লেক্স প্রকল্প— ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০ জন বালুচরী শিল্পীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রামীণ শিল্প প্রকল্প

- জেলাস্তরে সচেতনতা প্রসার কর্মসূচি— নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৮টি সচেতনতা শিবিরের মধ্যে ১২টি সচেতনতা শিবির সংঘটিত হয়েছে।
- গ্রামীণ পরিষেবা কেন্দ্রের আওতায় ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি— নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ জন মানুষকে নিয়ে দুটি প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।
- বিক্রি বাড়ানো— দফতরের নিজস্ব বিপণি, 'গ্রামীণ'-এর মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতিমধ্যে ৪০ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে।

ঙ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন নিগম (West Bengal Small Industries Development Corporation Ltd.)-এর সাফল্য—

- বিভিন্ন বাণিজ্যিক এস্টেটগুলিতে স্টল বিতরণের জন্য WBSIDC-র তরফে ১৭জন ছোট শিল্পদ্যোগীকে মনোনীত করা হয়েছে।
- ২৩ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত WBSIDC-র মোট আয় (রাজস্ব আয় সহ) ৮১৭.৫২ লক্ষ টাকা।
- হুগলিতে ২৪০ একরে প্লাস্টিক ক্লাস্টার পার্ক তৈরির জন্য বসুন্ধরা ফ্লোরিকালচার প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি বলবৎ হলে ২,৫০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে। পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে ৫,০০০ জনের।
- রাজারহাটে WBSIDC অধিগৃহীত ১.০৮ একর জমিতে এক্সপোর্ট মার্ট তৈরির জন্য ভারতীয় রফতানি সংস্থার পূর্বাঞ্চলীয় অফিসের সঙ্গে যৌথ প্রসঙ্গের রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- REDF-এর অর্থ সাহায্যে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে একটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের MSE-CDP এবং রাজ্য সরকারে অর্থসাহায্যে এক কোটি টাকা ব্যয়ে কলকাতার পাগলাডাঙ্গায় উদয়ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।
- দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি ২০১২ থেকে WBSIDC-তে ই-টেন্ডারিং চালু হচ্ছে। কোন শিল্পদ্যোগীর যদি জমির উর্ধ্বসীমা বা স্বত্তাধিকারজনিত কারণে কোন সমস্যা হয় তবে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের সহায়তায় তা যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান করা হবে। আগামী দিনে শিল্পায়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বার্থে আরও কম সময়ে প্রকল্পগুলির রূপায়ণের চেষ্টা করা হবে।

উপসংহার

- কৃষক ও লাক্ষা উৎপাদকদের সামিল করে, উৎপাদন বাড়িয়ে লাক্ষা প্রকল্পের পুনরুজ্জীবন।
- এই প্রথমবার কেন্দ্র সরকারের RKVY কর্মসূচির মতন মুখ্য কৃষি প্রকল্পগুলির আওতায় রেশমগুটির চাষকে সামিল করা। এর জন্য প্রয়োজনীয় আন্তঃদফতর সমন্বয় বাড়ানো।
- রেশমগুটির উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে Bivoltine/ Cross Breed প্রতিপালন বাড়ানো।
- রেশমশিল্পের উন্নতিকল্পে মালদহে সর্বাধুনিক পরিকাঠামো যুক্ত সিল্ক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা।
- দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে Tasarculture-এর সামগ্রিক উন্নয়নে জোর বাড়িয়ে Non Mulberry Sector-এ গুরুত্ব প্রদান।
- সুতি, মসলিন ও সিল্ক খাদি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে আরও গুরুত্ব প্রদান।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্মসূচি ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটানো।

নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করে ও পণ্যে বৈচিত্র এনে হস্তশিল্পে রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে আমরা বদ্ধপরিকর। রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্যে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব এবং একমাত্র তাহলেই রাজ্যের হস্ত ও তাঁতশিল্পীদের উপার্জন বাড়া সম্ভব ও তাঁরা সামাজিক সুরক্ষা পেতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের বিগত দু'শো দিনে উচ্চ শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে, তা অতীতে কখনও হয়নি। স্নাতক, স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানেজমেন্টর মতো কারিগরি বিভাগ-সহ উচ্চ শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে চেতনা উন্নয়ন ও পরিকাঠামো বিকাশে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে নির্দিষ্ট কর্মশিক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে বৌদ্ধিক সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভবনার ক্ষেত্রকে খুলে দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষায় বর্তমানে এক সদর্থক বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কলেজ শিক্ষা

- **এবছর সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ৩৮ হাজার ৫০০, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৪ হাজার, ল-কলেজে ৭২০ ও বিএড কলেজে ১ হাজার ২০০ আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।**
- জঙ্গলমহল এলাকার শালবনি, ঝাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম এবং লালগড়ে চারটি নতুন কলেজ স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে।
- রাজারহাট নিউ টাউনে, উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় এবং মুর্শিদাবাদের ভাবতায় তিনটি সরকারি কলেজ স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- বিধাননগর কলেজে আইএএস এবং ডাব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত একটি কেন্দ্র বিধাননগর কলেজে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রোজেক্ট প্রস্তুতির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।
- সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত কলেজগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন মাসের প্রথম দিনে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
  সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত কলেজগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরের এক মাসের মধ্যে অ্যাড-হক ভিত্তিতে পেনশন চালু করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
- ৩৭টি কলেজের পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, আসবাবপত্র সহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
  বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে একটি শিক্ষা মানচিত্র তৈরির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।
- কলেজগুলিতে টিচার ইন-চার্জের বদলে নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগের কাজ চলছে।
- কলেজ শিক্ষকের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- স্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্ট বা স্লেট পরীক্ষায় সামনের বছরে আরও নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- মালদহের সরকারি কলেজের গ্রুপ-ডি কর্মীদের আবাসন নির্মাণের জন্য ১৬.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- বারুইপুরের আল-আমিন-মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজকে West Bengal College (Payment of Salaries) Act, 1978 - এর আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে ওই কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনক্রম অন্যান্য কলেজের সমতুল্য হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

- উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পর্যালোচনা করার জন্য ১০ সদস্যের এক কমিটি গঠিত হয়েছে ২০১১ সালের ৯ জুন তারিখে। তিন মাসের মধ্যে এই কমিটির রিপোর্ট দেবার কথা ছিল। সেই সময় পার হয়ে যাবার পরে ১৪.১০.২০১১ তারিখে ১৩ জন সদস্যকে নিয়ে ওই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ জারি করা হয়েছে এবং সরকারি গেজেটে নোটিফিকেশন হয়েছে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নানা স্তরে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে এবং উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে প্রয়োজনে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা সৃষ্টি করতেই এই অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছে। এতে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।
- নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনমাফিক অডিট করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেলকে

ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

- বিধাননগরে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য প্ল্যানে বিধাননগর পুরসভার প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- দীর্ঘদিন আগে হওয়া বিভিন্ন ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও এম ফিল পরীক্ষার অপ্রকাশিত ফলাফল প্রকাশ করেছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বহুদিনের দাবি পূরণ করে জিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের জন্য ৬৯ জন শিক্ষক নিয়োগের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নানা কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনা এই বিশ্ববিদ্যালয়েই করতে সুবিধা হবে।
- সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন আধিকারিক ও ৪০ জন অশিক্ষক কর্মচারির পদ সৃষ্টি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ১০৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদ সৃষ্টির ব্যাপারে অনুমোদিত হয়েছে।
- জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের থেকে ৩৬.১৩৮ একর জমি দখল নিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে উঠবে।
- আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আইন ও ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম শুরু করা হয়েছে।
- স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি প্রফেসর পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

স্নাতক ও উচ্চতর স্তরের কারিগরি শিক্ষা

- দার্জিলিং-এ একটি আইআইটি গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় কেন্দ্রকে অনুমোদন দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
- সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকদের যেসব শূন্যপদ ধারাবাহিকভাবে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, সেগুলি পূরণ করার উদ্দেশ্যে নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা প্রাপ্ত ও ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন কর্মসূচি, দ্বিতীয় পর্যায় (TEQIP, Phase-II) বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার গুরুত্বের সঙ্গে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এতে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে এবং রাজ্যের বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা বাড়বে।
- উচ্চশিক্ষা দফতর সাম্প্রতিককালে প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারেসের মতো প্রথম শ্রেণির পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ওই সংস্থা দফতরের সমস্ত কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা করবে যাতে ই-গভর্নেন্স ও তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে জনগণকে পরিষেবা দেবার একটি উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।
- এককালীন অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য প্রকল্পে ১২টি কর্মসূচি ৩১.৩২ কোটি টাকা ব্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজ শেষ হলে কল্যাণীর সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বানতলার ট্যানিং প্রশিক্ষণ ও পরিষেবা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনের তল বাড়ানো ও গ্রন্থাগারের ছাদ সারানো, সুকান্ত কলেজের ভবন তৈরি, বহরমপুর গার্লস কলেজের তিনতলা ভবন নির্মাণ, শ্রীরামপুর গার্লস কলেজের চারতলা ভবন নির্মাণ, যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়ে তফসিলি জাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্য হোস্টেল তৈরি, পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটসমূহের দলিল প্রণয়ন, গবেষণা, জেলা গেজেট প্রকাশ সহ নানা প্রকাশনা প্রভৃতি কাজ করা যাবে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেরিট কাম মিনস বৃত্তি প্রদান প্রকল্পে ১৬,৫১৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৫.৮৬ কোটি টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক শিক্ষা

- মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমকে কম্পিউটার ইউনিট গড়ার জন্য ৪.৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- গৌড়িয় মিশনের বৃদ্ধাবাস সারাবার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- বিষ্ণুপুরের রাজারহাটে রামকৃষ্ণ মঠ সারাবার জন্য ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা

নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে এই দফতর তাদের কর্মপদ্ধতির উন্নয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দফতর যেসব বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেছে, সেগুলি হলো— ১) জঙ্গলমহল, ২) বিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, ৩) ই-গর্ভন্যান্স, ৪) প্রতি মাসের ১ তারিখে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন প্রদান, ৫) জুনিয়র হাইস্কুল থেকে হাইস্কুলে এবং হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের উন্নয়ন, ৬) নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ৭) ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান, ৮) বিদ্যালয় কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাদন, ৯) দফতরের বিভিন্ন স্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার।

সাফল্য

- **জঙ্গলমহল**— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অলচিকি ভাষায় পড়ানোর জন্য ১ হাজার ১১৭ জন প্যারাটিচার নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষের পথে।
- **হস্টেল**— বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ছাত্রীদের জন্য ৫০টি গার্লস হস্টেল নির্মাণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটির জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলিতে ১১৪টি হস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- **বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন**— ৮টি সরকারি স্কুলের উন্নয়নের জন্য ১.৪৪ কোটি টাকা আরও ১৭টি স্কুলের জন্য ১.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৫১টি স্কুলের পরীক্ষাগারের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ টাকা হারে ৫১ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬০ স্কুলের গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **ই-গর্ভন্যান্স এবং কম্পিউটারের ব্যাবহার**— শিক্ষা অধিকর্তার কার্যালয়ে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য ১.১২ কোটি টাকা এবং ১,৪০০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষার জন্য ২০.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই দফতরে কম্পিউটার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য কলকাতা বি এস এন এল-এর প্রাক্তন মুখ্য সাধারণ ব্যবস্থাপককে কারিগরি পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।
- **ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন**— বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতি মাসের ১ তারিখে বেতন পেয়ে যাচ্ছেন।
- **বিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নয়ন**— ইতিমধ্যে ৫৫টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ১,০২৬টি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ৭৬টি জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুল পর্যায়ে এবং ৩১০টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে।
- **নতুন সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন**— রাজারহাটে এবং বাঁকুড়ার আইলাকান্দিতে দুটি নতুন সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি এই দফতরের অধীনে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি জেলায় ২টি করে নতুন সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- **গরিব ছাত্রীদের উৎসাহদান**— ৯.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে গরিব ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ এবং সাহায্য দান করতে।
- **প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মূল্যায়ন**— প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মূল্যায়ন আবশ্যিক। এই মূল্যায়নের জন্য ৩.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ/বোর্ডের কার্যালয়**— এই বিষয়টিতে বহুদিন নজর দেওয়া হয়নি। ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং বারাসত, মালদহ ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শিক্ষাভবনের উন্নয়নের জন্য ২.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **সরকারি পাঠ্য বই জোগান**— বিদ্যালয়ে সঠিক সময় সরকারি পাঠ্যবই পৌঁছানোর জন্য ৩১.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- শিক্ষা ব্যাবস্থার বাইরে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থার আঙিনায় আনার জন্য অবিরত চেষ্টা চলছে।
- **এন সি টি ই-র নিয়ম মেনে সরকারি সিদ্ধান্ত**— ৩টি নতুন পিটিটিআই কলেজ স্থাপনের এবং বর্তমান সরকারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলির উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরআইডিএফ প্রকল্পের আওতায় প্রাচীর নির্মাণ করা হবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে।
- বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের পেনশন প্রক্রিয়া কম্পিউটারাইজড করার কাজ শুরু হয়েছে।

আইন

বর্তমান সরকারের কার্যকালে এই দফতর নিম্নলিখিত আইন/অর্ডিন্যান্সগুলি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই আইন/অর্ডিন্যান্সগুলি হলো—

- সিঙ্গুর জমি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট IV, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) (২নং) আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট V, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ পুর (সংশোধনী) আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VI, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট VI, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (২নং) আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট V, ২০১১)
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালনা) (সংশোধনী) আইন, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট IX, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স III, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ (বেতন ও ভাতা) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স IV, ২০১১)
- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (সদস্যদের বেতন) (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স, ২০১১ (ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স V, ২০১১)

তদন্ত কমিশন আইন, ১৯৫২-এর অধীনে তদন্ত কমিশনসমূহ গঠন

- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মুস্তাফা বিন কাশেমের অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে।
- ১৯৭০ সালের বর্ধমানের সাঁইবাড়ি-র ঘটনা সম্পর্কে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিডিও কল্লোল শূর-এর অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে।
- কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা।
- মরিচঝাঁপির ঘটনা।
- পশ্চিম মেদিনীপুরে হুল উৎসব চলাকালীন কয়েকজন সাঁওতালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।
- ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিচালনায় ১৩ জনের মৃত্যু সম্পর্কে।
- বিভিন্ন সংশোধনাগারে অন্তরীণ রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করার জন্য কমিটি।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের ঘটনায় পুলিশের গুলিচালনার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়।

যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

- সরকারি অনুবাদক শাখা (নেপালি)-এর কর্মীর মৃত্যুজনিত সহানুভূতির কারণে ওই কর্মচারীর উপর নির্ভরশীলের চাকুরিতে নিয়োগ।
- পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগে, অধিকরণে ও জেলাগুলিতে আইন আধিকারিকদের শূন্যপদ পূরণ করা।
- দফতরের সরকারি ভাষা শাখার আধিকারিকরা ১১টি কেন্দ্রীয় আইন এবং ভারতীয় সংবিধানের ৫৫ থেকে ৯৪তম সংশোধনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও ২৫টি কেন্দ্রীয় আইন এবং ৬টি পশ্চিমবঙ্গের আইন বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে।
- বেঙ্গল কোড-এর তথ্য-প্রযুক্তি রূপ তৈরি করার জন্য দফতরে কমপিউটার ব্যবস্থা চালু করা।
- জেলা অফিসগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিস থেকে আইন আধিকারিকদের পাঠানো।
- দফতরের সরকারি ভাষা শাখা (বাংলা)-এর শূন্যপদগুলি পূরণ করা।
- ইতিমধ্যেই মুদ্রিত ভারতের সংবিধান-কে সময়োপযোগী করে তোলা ও পুনর্মুদ্রণ করা।
- পশ্চিমবঙ্গ কোড ভলিউম XII প্রকাশ করা।
- বিভিন্ন দফতর, অধিকরণ, জেলাশাসকদের দফতর এবং জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের চাহিদা পূরণ করতে পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিসের অধীনে ৫৬টি আইন আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করা।
- জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক (ডিপিআরডিও) দফতরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইন সার্ভিসের অধীনে ১৮টি শূন্যপদে আইন আধিকারিক নিয়োগ।

বিচার

রাজ্যে বিচারব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই সাফল্য এসেছে বিচার দফতরের। বর্তমান অর্থবর্ষে এজন্য ৫১১.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজারহাটে পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল আকাদেমি, জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে গঠন এবং রাজ্যের নানা স্থানে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের মতো অনেকগুলি নতুন প্রকল্প চলতি অর্থবর্ষে দফতরের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। রাজ্যের আদালত ভবনগুলির ভিডিও সংযোগ এবং কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দফতর সাফল্য অর্জন করেছে।

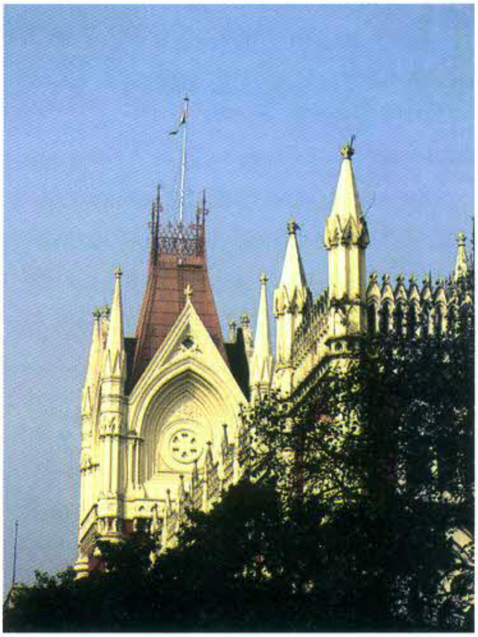

সাফল্যসমূহ

১) রাজ্যের ১৯টি জেলায় ১৯টি মানবাধিকার রক্ষা আদালত স্থাপন করা গেছে, সেগুলি কাজ করছে।

২) কলকাতা সংলগ্ন রাজারহাট নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-২ এলাকায় জুডিশিয়াল আকাদেমির প্রাচীর গড়ার জন্য ৮৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩) কলকাতায় তিনটি সিবিআই কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেগুলি কাজ করছে। আরও দুটো সিবিআই কোর্ট শীঘ্রই আলিপুর ও আসানসোলে স্থাপন করা হবে এবং অন্য আরেকটি শিলিগুড়িতে স্থাপিত হবে।

৪) রাজ্যের সব মহকুমায় গ্রাম ন্যায়ালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৫) মাল মহকুমায় সাবডিভিশনের কোর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬) কলকাতা হাইকোর্ট, বীরভুম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া ও কলকাতা জেলার কৌশুলিদের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বাকি জেলাগুলির সরকারি কৌশুলি ও প্যানেলভুক্ত সরকারি কৌশুলিদের প্রশিক্ষণ শীঘ্রই শেষ হবে। **প্রতি শিক্ষার্থী কৌশুলিদের ৬,০০০ টাকা মূল্যের আইনগ্রন্থ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী আইনজীবীদের আইন গ্রন্থ দেবার এই উদ্যোগ সারা দেশের মধ্যে প্রথম।**

৭) সহকারি সরকারি কৌশুলিদের সমস্ত শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৮) সুপ্রিম কোর্টে একজন সিনিয়র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ওই পদে নিয়োগও করা হয়েছে।

৯) পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। গভর্মেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটার, স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল ও কলকাতা হাইকোর্টের অন্যান্য আইন আইন আধিকারিকদের নিয়োগ করা হয়েছে।

১০) সমস্ত জেলার গভর্মেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১১) জেলা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি এবং মহকুমা স্তরের লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১২) রাজ্যের আইনজীবীদের কল্যাণে আইনজীবী কল্যাণ তহবিল ট্রাস্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১৩) আউটলাইন মহকুমা আদালতে নিযুক্ত সমস্ত অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা হিন্দু বিবাহ আইনে দরখাস্ত বা মামলা গ্রহণ করা ও সেগুলির নিস্পত্তি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

১৪) মেদিনীপুর ও দিনাজপুর জেলা ভাগ হবার পরে পূর্ব মেদিনীপুর ও উত্তর দিনাজপুরের জেলা ও সেশন বিচারকদের সিডিউল্‌ড

কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট অনুযায়ী বিচার করার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বর্তমানে ওই দুই জেলা ও সেশন বিচারকদের বিশেষ আদালত হিসাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উক্ত আইন মোতাবেক অপরাধের বিচার করার জন্য।

১৫) কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে রাজ্য লিগাল সার্ভিস অথরিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।

১৬) অতিরিক্ত জেলা বিচারকের পদ-ক্ষমতা সম্পন্ন ৭৩ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, দেওয়ানি বিচারক, সিনিয়র ডিভিশন বা অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদ-ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৮ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক এবং ২৩ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ করা হয়েছে।

১৭) ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকার শেষ করে দিলেও রাজ্য কোষাগারের খরচে ১৫১টি এরকম কোর্টের কাজ আগামী ৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৮) জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ গঠনের উদ্দেশ্যে জমির উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর তৈরি করতে ১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৯) রাজ্যের সব ব্লক, পুরসভা ও কর্পোরেশন এলাকায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের শূন্য পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত ইতিমধ্যেই আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলছে।

২০) অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী এবং আইন বিভাগের আধিকারিক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে।

২১) নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে—

ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে দেওয়ানি আদালত চত্বরে ফৌজদারি আদালত ভবন নির্মাণ।

খ) মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জেলা বিচারকের ভবন চত্বরে আরও ৩টি আদালত নির্মাণ।

গ) ব্যারাকপুরে আদালত কমপ্লেক্স গঠন।

ঘ) খড়গপুরে মহকুমা আদালত কমপ্লেক্স গঠন।

ঙ) বারাসতে জেলা আদালত ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল নির্মাণ।

চ) কলকাতা হাইকোর্ট ও বিভিন্ন জেলা আদালত ভবনগুলি সারানো ও উন্নয়ন।

ছ) কলকাতা হাইকোর্ট ও বিভিন্ন জেলা আদালত ভবন সংলগ্ন নির্মাণ, যেমন নলকূপ, সাক্ষীদের বিশ্রামাগার, সাইকেল রাখার জায়গা, গ্যারেজ প্রভৃতি।

জ) শিয়ালদহ আদালত কমপ্লেক্স রক্ষণাবেক্ষণ।

ঝ) তমলুকে আদালত কমপ্লেক্সের মানোন্নয়ন।

ঞ) মালদহের চাঁচলে রাজবাড়িতে চাঁচল মহকুমা আদালত নির্মাণ।

ট) কলকাতা হাইকোর্ট, জেলা ও মহকুমা আদালতগুলিতে কম্পিউটার ব্যবস্থা স্থাপন।

ঠ) কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ডক শ্রমিক হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ।

ড) কলকাতা হাইকোর্টে রেকর্ড কক্ষের মানোন্নয়ন।

ঢ) রাজ্য জুডিশিয়াল আকাদেমির উন্নয়ন, বিচারবিভাগীয় আধিকারিক ও সরকারি আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ।

ণ) আলিপুরে দুটি পারিবারিক আদালত নির্মাণ।

উপসংহার

যথাসময়ে সবাইকে বিচার দেওয়ার লক্ষ্যে বিকল্প বিবাদ মীমাংসা কেন্দ্র স্থাপন, পালাক্রমে কোর্ট স্থাপন, সেশন কোর্ট, মু মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মানোন্নয়ন, মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ, কাজি ও নোটারি শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি কাজ আগামী দিনে গুরুত্বের সঙ্গে করে যাবে এই দফতর।

খাদ্য ও সরবরাহ

উদ্দেশ্য

১) 'সকলের জন্য খাদ্য' এই মন্ত্রকে সামনে রেখে অনাহার দূর করা।

২) সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য বিলি।

৩) অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে গণবন্টন ব্যবস্থার প্রয়োগ।

৪) ধান-চাল সংগ্রহের মাধ্যমে ধানের সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করা এবং চালের মজুত-ব্যবস্থায় জোর দেওয়া।

৫) যে সমস্ত জেলায় নিজেদের অফিস বিল্ডিং নেই সেখানে খাদ্য-ভবন গড়ে তোলা।

৬) আরও অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য মজুত করার উপযোগী গোডাউন গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মাও-অধ্যুষিত ব্লকগুলির অধিকাংশ মানুষের ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যের নিরাপত্তার অভাব। এই অঞ্চলের ২৩টি ব্লককে জঙ্গলমহল বলা হচ্ছে। এই অঞ্চলের গণবন্টন ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় বিপিএল সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে যোগ্য লোকেদের এই তালিকায় স্থান না পাওয়ার কারণে। আবার বহু লোককে রেশন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। ক্ষোভের এটাও একটা কারণ। এই সমস্ত ক্ষোভ প্রশমনের জন্য গণবন্টন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

১) বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে এর সীমা বিস্তৃত করা হয়েছে সকল শ্রেণির মধ্যে (ওবিসি এবং তপশিলী জাতি সহ) যাদের বাৎসরিক আয় ৩৬,০০০ টাকার নীচে। এই সমস্ত ব্লকের সমস্ত তপশিলী উপজাতি যাদের বাৎসরিক আয় ৪২, ০০০ টাকার নীচে তারাও বিপিএল-এর সুবিধা পাবেন। এই সমস্ত পরিবার দু-টাকা কিলোগ্রাম দরে— বর্ধিত স্কেলে চাল পাচ্ছেন। পাঁচজনের এই ধরনের পরিবার এখন চাল ও আটা মিলিয়ে ৫৫ কিলোগ্রাম করে প্রতি মাসে খাদ্য-দ্রব্য পাচ্ছেন।

২) এই পদ্ধতিতে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩) বিশেষ ক্যাম্প করে উপরিউক্ত ভাবে চিহ্নিত মানুষদের রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১৩ লক্ষ রেশন কার্ড এখনও পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে।

৪) বর্তমানে চালু রেশন দোকান ছাড়াও প্রায় ৪৩টি অতিরিক্ত বন্টন কেন্দ্র খেলা হয়েছে রেশন দ্রব্যাদি বিতরণের জন্য।

৫) দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে রেশনের মাধ্যমে বিলিকৃত খাদ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রতি মাসে পাঁচজনের একটি পরিবার স্বল্পমূল্যে ৬৫ কিলোগ্রাম পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য (চাল, গম এবং আটা সমেত) পেতে পারেন।

৬) 'সকলের জন্য খাদ্য' এই দর্শনের মূল লক্ষ্য অনাহার নিবারণ। বর্তমান গণবন্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে আমাদের আর একটি লক্ষ্য অনাহার ক্লিষ্ট পরিবারগুলির কাছে দ্রুত খাদ্য পৌঁছে দেওয়া। এই সময়কালে রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকে যখনই এ ধরনের খবর পাওয়া গেছে (যেমন পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং মালদা) আমরা অতি দ্রুততার সঙ্গে সেই পরিবারের কাছে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিয়েছি।

৭) দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার আইলা বিধ্বস্ত চারটি ব্লকে **বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১১** পালন করা হয়। ১০০০টি উপজাতি পরিবারকে বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হয়।

৮) গণবন্টন ব্যবস্থার সুফল আরও ভালোভাবে পৌঁছানোর জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে সরাসরি ডোরস্টেপ ডেলিভারী মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৯) বর্তমান গণবন্টন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং শক্তিশালী করার জন্য একটি এ্যাপেক্স কমিটি গঠন করা হয়েছে যার চেয়ারম্যান হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব।

১০) দফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট খুব শীঘ্রই চালু হবে।

১১) রেশন কার্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ডিজিটাইজ্‌ট করার জন্য
এনআইসি একটি প্রকল্প জমা দিয়েছেন। এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য।

১২) দফতরের জনঅভিযোগ কেন্দ্রটির কাজ জোরদার করা হয়েছে। অভিযোগ পাঠাবার জন্য টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৫৫০৫ চালু করা হয়েছে।

১৩) গণবন্টন ব্যবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের চোরাচালান ও অপচয় একটি প্রধান সমস্যা। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের অন্য পথে চালান রোধ করার জন্য বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

১৪) ধানের সহায়ক মূল্য সবসময় ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে এই মূল্য বাড়ানো যায়। তার উপর যেটুকু সহায়কমূল্য দেওয়া হয় তা চাষিরা পেতো না। তাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা যাতে ন্যায্য ও সহায়ক মূল্য ধান বিক্রি করে পেতে পারেন তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—

➤ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রেডিও, টিভি এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে।

➤ চাষিরা যাতে জিরো ব্যালান্স অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে সেজন্য ব্যাঙ্ক কর্তাদের সাথে নিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

➤ বিভিন্ন জেলায় সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার জন্য ক্যাম্প খোলা হচ্ছে এবং চাষিদের চেকের মাধ্যমে সহায়কমূল্য দেওয়া হচ্ছে।

➤ ১৫ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ৩৩,৭৩৭ মেট্রিকটন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। গত খারিফ মরশুমে (২০১০-২০১১) এই সময়ে সংগ্রহ হয়েছিল প্রায় ২৩,৭৩৭ মেট্রিক টন।

১৫) পরিশেষে বলা যায়, গোডাউন তৈরি এবং খাদ্যভবন নির্মাণ আমাদের কাছে প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলাশাসকগণকে যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রম

এ রাজ্যে যখন শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিবেশ এবং শিল্পে বিনিয়োগে যথেষ্ট অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেইসময় রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে একটি শ্রমবান্ধব স্বচ্ছ শ্রমনীতি প্রণয়ন করতে। যাতে দ্রুত পরিবর্তনশীল, অতি মুনাফা প্রযুক্তির প্রবর্তনের পাশাপাশি মানানসই ব্যবস্থা প্রণয়নে যাতে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করতে সরকার উদ্যোগী যাতে ভবিষ্যতে শিল্পদ্যোগে যথেষ্ট বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত থাকবে।

- কানোরিয়া জুটমিল, গন্ডোলপাড়া জুটমিল এবং ডেল্টা জুটমিল খোলা হয়েছে।
- দু-একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া বাকি প্রায় সব চা-বাগানগুলিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে। যেসমস্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলি যাতে অর্থবহ হয় এব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট মনযোগী।
- কেশরাম দেওয়ানের বিভিন্ন যেসমস্ত দাবি-দাওয়াগুলি ছিল, সেগুলি সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করা গেছে।
- রাজ্যে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন এবং ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত আইনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ৩১টি নির্ধারিত কর্ম নিয়োগের ন্যূনতম মজুরির পরিবর্তীত হার ঘোষণা করেছে এবং পরবর্তী ২০টি শীঘ্র ঘোষিত হবে।
- সরকারের সাহায্যাধীন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মচারীদের জন্য SASPFUW প্রকল্পটি ওয়েবসাইট ভিত্তিক কমপিউটার পরিচালিত একটি অভিনব উদ্যোগ—যেখানে ৩০ লক্ষের বেশি উপভোক্তা উপকৃত হবেন। পরিষেবা-কেন্দ্রিক সংবেদনশীল এই প্রকল্পটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে, পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যাগুলি রাজ্যব্যাপী সবিন্যস্ত আঞ্চলিক শ্রম দফতর বা আরএলও মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে, এছাড়া শ্রমিক উন্নয়ন সহায়তা কেন্দ্র এবং কমন সার্ভিস সেন্টারগুলি এই সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নেবেন।
- ক্যাম্পভিত্তিক বা শ্রমশিবির গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকরা যথাযথ নথিভুক্তকরণের কাজ করতে পারেন, এং একইসঙ্গে নির্মাণ, পরিবহণ, এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে যাঁরা উপকৃত হচ্ছেন, সেই উদ্যোগের ধারাটি যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হবে। ইতিমধ্যে ৪ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী বিল্ডিং তথা অন্যান্য নির্মাণকাজে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন এবং এর আগে উল্লেখ করা কল্যাণমূলক নীতি বা ওয়েলফেয়ার স্কীমের আওতায় আসার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছেন। RSBY স্কীমের আওতায় আরও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে সুযোগ-সুবিধাগুলি আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে যাঁরা বসবাসকারী সকলকে প্রিমিয়াম স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে সরকার এই প্রকল্পের আওতায় আনবে যেখানে পরিবার পিছু পাঁচজন করে সদস্য থাকবেন।
- ক্রমবর্ধমান শ্রম আইনের প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক দিকগুলির জটিলতা নিরসনে শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা—এই লক্ষ্যে সহায়তা কেন্দ্রগুলি শ্রম দফতরের যথাযথ ক্ষুদ্র সংস্করণ—শ্রম আইনগুলি বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় রূপ পাবে স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং আঞ্চলিক শ্রম আধিকারিকের দফতরের যথাযথ সহাবস্থানে।
- অসংগঠিত শ্রমিকদের কেন্দ্রীয়স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ডের আদলে রাজ্য সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড গঠন এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে অপর একটি বোর্ড-কে ছাতার তলায় রাখার প্রচেষ্টা—এর মাধ্যমে বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনা যাবে এবং কার্যগত সরলীকরণ হবে।
- রাজ্যের শ্রমকল্যাণ পর্ষদ ইতিমধ্যেই ৯.৭০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে যে টাকা ব্যবহৃত হবে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণের জন্য। এই প্রদেয় অর্থ কেন এতদিন দেওয়া হয়নি বিষয়টি অজানা। শ্রমকল্যাণ দফতরের প্রেক্ষাগৃহটি প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। সেটিকে সম্পূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে আধুনীকিকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে করে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্তরের প্রেক্ষাগৃহ হয়ে উঠতে পারে।
- রাজ্য শ্রম দফতরের অধীনস্ত 'রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠান' (State Labour Institute) শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় সকল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ভি ভি গিরি নামাঙ্কিত জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান যারা গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে চলেছে—ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে রাজ্যের শ্রম প্রতিষ্ঠানটি এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে একটি আধুনিক রূপরেখা তৈরি করবে। আগামীতে বিভিন্ন শ্রম-বিষয়ক পত্র, পত্রিকা, বুলেটিন বা 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক চেতনা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির শ্রমনীতির বোঝাপড়া সুবিধাজনক হবে।

ইতিমধ্যেই একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনার মধ্যে দিয়েই শ্রমিক বন্ধুদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

- ক্রমবর্ধমান বেকারি মোকাবিলার জন্য মহামান্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রম দফতর যে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের' মাধ্যমে। এটি শ্রম দফতরের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ই-গর্ভন্যান্সের নীতি অনুযায়ী ওয়েবসাইট ভিত্তিক কার্যপ্রণালীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীরা যাতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন এবং নথিভুক্তকরণ কাজটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করতে পারেন পাশাপাশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলি সকলের গোচরে আনার চেষ্টা করা হবে। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক যেসব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে সেগুলি হলো যে, কী কী বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে, বাজারে কোন কোন বিষয়ের চাহিদা আছে, এবং কী ধরনের দক্ষতা তৈরি করলে বাজারে চাহিদার সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে। আগামী বছরের মধ্যে এই নিয়োগ অধিকরণ বা এমপ্লয়মেন্ট ডাইরেক্টরেট সকলরকম কর্মপ্রার্থীদের চিহ্নিত করে নিজেদের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করে নেবার চেষ্টা করবে।
- **ইতিমধ্যে সরকার বিভিন্ন সরকারি দফতরে ৮১ হাজার ৫৫৩টি পদ সৃষ্টি করেছে এবং সেখানে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরে ৩ হাজার ৯৫৪টি পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ৯ হাজার ২২৬টি পদে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় ৫২ হাজার ১৪২ জনকে ঋণ ও সরকারি ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে যাতে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে।**
- পরিচারক-পরিচারিকাদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণকারী এবং কার্যকারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং লকআউট ঘোষিত হওয়া কলকারখানার সমস্ত কর্মচারীদের FAWLOI আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সমাজের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে।
- জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থার উদ্যোগে, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পনা তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে যাতে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ থেকে বিশেষ করে রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ থেকে যেসব দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সে বিষয়ে কলকারখানার পরিচালন সমিতিগুলিকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে। একটি বিশেষ কনফারেন্স আয়োজিত হয়েছে এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। এর সঙ্গে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও এই কনফারেন্সে যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কারখানাগুলির প্রতিনিধিদের একসাথে মিলিত করে বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে ঘটতে পারে এই ধরনের দুর্ঘটনা বিষয়ে ১১টি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে জেলা প্রতিনিধিদের অবগত করা হয়েছে, কর্মচারীদের নিয়ে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা বিষয়ক মহড়া আয়োজন করা হয়েছে।
- বন্ধ কলকারখানাগুলির সম্পর্কে রেকর্ড এবং তথ্যগুলি নিয়মিত যাচাই করে নেবার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ডাটা ব্যাঙ্ক শ্রমদফতরের অধীনে গড়ে তোলা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অভিনব উদ্যোগ।
- শিল্পসাথী নামক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তারফলে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগী এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নথিভুক্তি এবং লাইসেন্সের বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে শিল্প এবং বাণিজ্য দফতরকে যার ফলে শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলি যাতে সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় এই লক্ষ্যে।
- শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলির পুনর্নবিকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম মানিকতলার ইএসআই হাসপাতালকে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের কেন্দ্র করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্ধমানের জামুড়িয়া ডিস্পেনসারিটি কাজ শুরু করেছে, মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে আইটিইউ গড়ে তোলা হয়েছে, বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বিশেষত কেমোথেরাপি ইত্যাদি বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অস্ত্রপচারের মাধ্যমে হাঁটুর প্রতিস্থাপন কেন্দ্র শিয়ালদহ ইএসআইতে গড়ে উঠেছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে হাওড়া জেলা হাসপাতালে সুযোগ সুবিধাগুলি দ্রুত বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে বিপিএল কার্ড আছে এমন মানুষজন নানাভাবে উপকৃত হবেন।

কৃষি

১। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড

সরকার ৩১ মার্চ ২০১২-র মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির জেলাশাসক ও বিডিও-দের সহায়তার গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত শিবির স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি দফতর এই মহান কর্মসূচি রূপায়ণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

- এই কর্মসূচিতে ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকরা ছাড়াও ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, মৌখিকভাবে লিজ হোল্ডার প্রত্যেকেই জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রুপ তৈরি করে এই সুবিধা পাবেন।
- ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে আগ্রহী কৃষকদের সুবিধার্থে দরখাস্তের ফর্ম আরও সরলীকৃত করা হয়েছে।
- কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য যে সব দরখাস্ত জমা পড়ছে সেগুলি কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আলোচনাক্রমে অনুমোদনের ব্যবস্থা করবে। দফতর বিভিন্ন এফপিও, পিএসিএস এবং কৃষক ক্লাব প্রভৃতির সাহায্য নেবে এই কাজে।
- ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকেও যাতে দশ দিনের মধ্যে কৃষি দফতর প্রেরিত ঋণের দরখাস্তগুলি খতিয়ে দেখে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।
- **ইতিমধ্যে ডিসেম্বর ২০১১, ৪৮৫৯০৫ জন কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে। এই বাবাদ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত যেখানে ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৭৮৯ কোটি টাকা সেখানে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সেই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৯৫০ কোটি টাকা।**

২। শস্য বীমা

- ধান, ডাল, গম, তৈলবীজ এবং অন্যান্য অ-বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে বীমার পুরো প্রিমিয়াম অর্থ বহন করবে রাজ্য সরকার।
- আলুর ক্ষেত্রে কৃষক বীমার প্রিমিয়াম বাবদ মাত্র ৪.৮৫ শতাংশ অর্থ দেবেন, বাকিটা সরকার ভর্তুকি হিসেবে দেবে।
- কৃষিজীবী মানুষের কাছে এইসব সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকারের খরচ হবে ৬৭ কোটি টাকা।

৩। সার

- কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৯-১০ সালে সারের দাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দেয়। বর্তমানে সারের দাম বাজারের উপর নির্ভরশীল। তার ফলশ্রুতি হিসেবে সারের দাম একাধিকবার বাড়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে নতুন সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন সার পৌঁছে দিতে পেরেছে। সেই সঙ্গে মুদ্রিত মূল্যের বেশি দামে যাতে কোথাও সার বিক্রি না হয় সেদিকেও কড়া নজর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ৮০০৫টি ক্ষেত্রে অভিযান চালিয়ে ৩৪৫টি ক্ষেত্রে সাসপেন্ড, ৭২টি ক্ষেত্রে সারের লাইসেন্স বাতিল এবং ২৪টি ক্ষেত্রে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও, ৪২০টি ক্ষেত্রে আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে সার বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। কৃষকদের জন্য উপদেশ ব্যবস্থা

- কৃষকদের চাষের কাজে সাহায্য করার জন্য জিপিএস পদ্ধতিতে মাটির চরিত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। চাষির মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে মাটির চরিত্র অনুযায়ী কি ধরনের সার ব্যবহার করবে ইত্যাদি তথ্য জানানো হবে।

৫। বীজ মিশন

উন্নত প্রজাতির এবং অধিক ফলনশীল অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্য ধান, গম, পাট, তৈলবীজ এবং ডালশস্য বীজগুলি ১০০ শতাংশ বদলে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্যে অধিক ফলনশীল উচ্চপ্রজাতির বীজ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে দফতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ক) ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে বীজগ্রামগুলি আগামী ৩ বছরের মধ্যে তৈরি করে ফেলা হবে। তার মধ্যে ২০০ থেকে ৫০০ হেক্টর থাকবে ধানের জন্য এবং কুড়ি হেক্টর করে থাকবে অন্যান্য শস্যের জন্য। এই ব্যবস্থায় কৃষি দফতরের তত্ত্বাবধানে কৃষিজীবী মানুষ সরাসরি উন্নত প্রজাতির বীজ তৈরি ও বপণের সাহায্য ও সুবিধা পাবেন। ইতিমধ্যে ২০ হাজার হেক্টর জমিতে রবি মরশুমে জন্য এই কাজ শুরু হয়েছে।

খ) কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে যাবতীয় সাহায্য সুবিধা ও তথ্য এই কাজে যোগানো হচ্ছে।

গ) এই ব্যবস্থায় সমস্ত উৎপন্ন শস্য সরকার কিনে নেবে এবং আগামী দিনের জন্য এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও উন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করবে।

ঘ) এই তিন বছরে এর জন্য খরচ হবে ৫০০ কোটি টাকা।

৬। নিবিড় জলবিভাজিকা পরিচালন কর্মসূচি

ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডব্লিউএমপি)-এর অধীনে রাজ্য কৃষি দফতর একটি রাজ্যস্তরে নোডা এজেন্সি গঠন করেছে। ভারত সরকারের কাছে একটি বিস্তারিত সমীক্ষার নকশাও পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়ে যে, ১৬ বছরের জন্য ৬৩.৮২ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই প্রকল্প রূপায়ণে ৭৭৩৭ কোটি টাকা খরচ হবে। এই লক্ষ্য পূর প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১১-১২ সালের মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রকল্প রিপোর্টও পাঠানো হয়েছে। তাতে ৪.৮৩ লক্ষ হেক্টর জ ('এফেক্টিভ এরিয়া' ৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমি), এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪৩৯.৩২ কোটি টাকা। এই রিপোর্ট ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

৭। জমি সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কাজু চাষে উৎসাহ দানের পাশাপাশি জমি সংরক্ষণের জন্যও বেশ কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪৬ কোটি টাকা।

৮। যান্ত্রিকীকরণ

কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্নস্তরে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস—

ক) প্রতি ব্লকে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রোটোভেটর, পাওয়ার রিপারস এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটি করে মেগা হা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৪৩ কোটি টাকা বার্ষিক খরচ ধরা হয়েছে।

খ) এছাড়াও সরকারি ভর্তুকি দিয়ে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রোটোভেটরস, পাওয়ার রিপারস এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সম্বলিত হাব তৈরি করে কৃষিজীবী মানুষের কাছে উন্নততর চাষ পদ্ধতি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫১ কোটি টাকা।

৯। নিবিড় কীটনাশক ব্যবহার ব্যবস্থা

২.৫০ কোটি টাকায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট-এর সহায়তায় বিভিন্ন শস্যের রোগ এবং কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১০। মাটি উর্বরতা বৃদ্ধি

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৭ কোটি টাকা খরচ করে ৩৩০০০ হেক্টর জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

১১। উন্নত প্রজাতির শস্যচাষ প্রকল্প

ক) পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে খরিফ মরশুমে ইতিমধ্যেই ৪৬০০০ হেক্টর জমিতে উন্নত প্রজাতির ধান বপ করা হয়েছে এবং এর ফলে ১৩ শতাংশ উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, রবি মরশুমে আরও ১৪০০০ হেক্টর জমিতে একইভাবে এই উন্নত কৃষির আওতায় আনা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাবদ সরকারের খরচ ধরা হয়েছে ৭০ কোটি টাকা।

খ) ন্যাশনাল ফুড সিকিওরিটি মিশন ফর রাইস এবং আইসিডিপি রাইস-এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ উন্নতমানের চালে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৩২ কোটি খরচ ধরা হয়েছে।

গ) জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নতমানের ডালশস্য উৎপাদনের চেষ্টা হয়েছে। এর জন্য খরচ ধ হয়েছে ৬.৭ কোটি টাকা।

ঘ) ৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুসারে উন্নতমানের তৈলবীজ, দানাশস্য উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

১২। কৃষক বন্ধু

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কৃষকদের ঘরে ঘরে কৃষি সম্পর্কিত তথ্য এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাবদ প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার খব পৌঁছে দিতে রাজ্যজুড়ে ২০ হাজার কৃষক বন্ধু নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফসল উৎপদনকারী কৃষকদের স্ব রক্ষার্থে সরকার সচেষ্ট।

কৃষি বিপণন

১। কিষাণ মান্ডি ও কৃষি উৎপাদক সংগঠন

কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য যাতে কৃষকরা পান সেই উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- ৫০০টি প্রাথমিক কৃষক ঋণ সমিতি আওতায় বিভিন্ন কৃষি উৎপাদককে সংগঠিত করা হচ্ছে, যাতে তারা এই সমিতিগুলির আওতায় থেকে আরও ভালো কাজ করতে পারে। এর জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- রাজ্যের দরিদ্রতম অংশের মানুষের বাস এমন ৫০০টি এলাকা চিহ্নিত করে সেখানকার কৃষকদের নিয়ে ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন নামে গোষ্ঠী তৈরি করে কৃষিজাত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়েছে। এই কাজে বার্ষিক ১৫ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।
- ইতিমধ্যেই কৃষি বিপণন দফতর রাজ্যে ৫০০টি (অন্তত প্রতি ব্লকে একটি) বেশি গ্রামীণ বাজার কমপ্লেক্সকে চিহ্নিত করে সেগুলির উন্নতি সাধনে ৩১০ কোটি টাকা বার্ষিক খরচ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সব কমপ্লেক্সে কিষাণ মান্ডি, একটি বিপণন ক্ষেত্র, কৃষিপণ্য রাখার গুদাম, হিমঘর/বহুমুখী হিমঘর, দ্রব্যমূল্য মুদ্রিত টিকার বোর্ড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন, ব্যাঙ্ক, কৃষি সংক্রান্ত সামগ্রীর বিক্রির ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এই ব্যবস্থায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

২। বহুমুখী হিমঘর

- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৩৬টি বহুমুখী হিমঘর গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর এক একটিতে পঞ্চাশ মেট্রিক টন পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্য মজুত রাখা যাবে। খরচ ধরা হয়েছে ৬৪.৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে চাঁপাডাঙায় একটি হিমঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং সেটি কাজ শুরু করেছে। অন্যান্যগুলির কাজ বিভিন্ন স্তরে রয়েছে।

৩। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন

- কৃষি বিপণন দফতরের কাজকর্মে গতি আনতে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিগুলির কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্তরে পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২০ কোটি টাকা।

৪। পাটের জন্য বিশেষ বোনাস

- জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে যে কোনও রকম কাঁচা পাট সংগ্রহের জন্য উৎসাহ দিতে প্রতি কুইন্টালে ১০০ টাকা করে বিশেষ বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে।

৫। সবজি ও ফলে লেভি ছাড়

- এপিএমসি অ্যাক্ট অনুসারে যে সমস্ত সবজি এবং ফলের উপর লেভি বসানোর ব্যবস্থা রয়েছে সেই লেভি-কে ছাড় দেওয়া

হয়েছে।

৬। মূল্য নিয়ন্ত্রণ

কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কৃষি বিপণন দফতর।

- কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট-এর অন্তর্গত এলাকাকে একটি নতুন নিয়ন্ত্রিত বিপণন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কলকাতা নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ১ নভেম্বর ২০১১ থেকে কাজ শুরু করেছে।
- সবজির দামের উপর নজরদারি বজায় রাখতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

৭। ঐতিহ্যশালী চালগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী চাল তোলাইপাঞ্জি, গোবিন্দভোগ, কাটারিভোগ এবং কালোমুনিয়া প্রভৃতি চাল যেগুলি স্বাদে, গন্ধে বাসমতী চালের সমতুল্য, এই চালগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর জন্য কৃষি দফতর এগলি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি কৃষি বিপণন দফতর 'পশ্চিমবঙ্গ এগ্রিমার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের' মাধ্যমে এই চালগুলিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ২৩ নভেম্বর ২০১১ নিউ দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে এই বিষয়ের উপর একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজনও করা হয়েছে।

৮। উচ্চমানের শো-কেস ও বিপণন কেন্দ্র

কৃষি বিপণন দফতরের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং হরিয়ানা বিপণন পর্ষদের কাছে রাজ্যের কৃষিজাত পণ্য বিক্রির জায়গা পাওয়ার আবেদন করা হয়েছে। এই বিপণন কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন পর্ষদের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৯। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিপণন পর্ষদ লিমিটেড

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'দ্য পশ্চিমবঙ্গ এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংস্থার উদ্যোগে সরাসরি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কেনার এবং তা ক্রেতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য হাতে পাবেন। ১১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে এই সংস্থাটি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে।

১০। কৃষি বিপণন দফতরের অগ্রগতি

রাজ্যের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেগুলিকে উন্নততর পদ্ধতিতে বাজারজাত করার লক্ষ্যে হুগলির শেওড়াফুলিতে নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনায় রাজ্য কৃষি বিপণন দফতর ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট, হায়দরাবাদের এমএএমজিই-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজে নেমেছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তুলতে প্রশিক্ষণের কাজ শীঘ্র শুরু হবে।

১১। আলু রফতানি

এবছর আলুর উৎপাদন অতিরিক্ত হওয়ায় চাষিদের বিক্রয়ের সুবিধার্থে হিমঘরে আলু মজুর রাখার সময়সীমা এক মাস বাড়ানো হয়েছে। সমুদ্রপথে আলু রফতানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে নন রেজিস্টার্ড কনটেনারের জন্য সরকার প্রতি কিলোগ্রাম আলুতে ২ টাকা দরে ভর্তুকি দেবার কথা ঘোষণা করেছে। রেজিস্টার্ড কনটেনার হলে, এই ভর্তুকির পরিমাণ প্রতি কিলোয় দেওয়া হবে ৩ টাকা। এর জন্য ১০.৭৫ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

মৎস্য

ভূমিকা—

রাজ্যের মাছ উৎপাদন ও মৎস্যজীবীদের কল্যাণে মৎস্য দফতর নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। দেশে ও বিদেশে মাছ ও ফিশারি থেকে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য মৎস্য দফতর মাছ চাষের ক্ষেত্রটিকে একই সঙ্গে অনুভূমিক ও উলম্বভাবে বৃদ্ধির দিকে বর্তমানে নজর দিয়েছে।

অর্ন্তদেশীয় মাছ চাষ ও মাছ চাষের উন্নতি— মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২৩১ হেক্টর জলাশয় বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন— ৩৩টি পরিকাঠামোগত ক্ষেত্র যেমন রাস্তা, মিলন গৃহ ইত্যাদি মৎস্যজীবীদের জন্য মৎস্যজীবী এলাকায় তৈরি করা হয়েছে। বাকি কাজ চলছে।

মৎস্যজীবীদের আদর্শ গ্রাম নির্মাণ— মৎস্যজীবীদের জন্য ৯১টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। বাকি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা— এগ্রিকালচার ও তার সহযোগী দফতরের মাধ্যমে এগ্রিকালচার গ্রোথ ৪ শতাংশ করার লক্ষ্যে ২০টি মৎস্য চাষ সংক্রান্ত স্কীমের মধ্যে ৩টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, ১৫টি খুব শীঘ্রই শেষ হবে, বাকি ২টি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ— ১১টি গবেষণামূলক স্কীম ও ৫টি মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত স্কীম দফতরের গবেষণা কেন্দ্রে ও ফিশ ফার্মে নেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৫টির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকী স্কীমের কাজ চলছে।

উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য মৎস্যচাষের উন্নয়ন প্রকল্প— উপজাতি সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বাঁকুড়া জেলার বারিকুল বাঁধের পুনঃ খননের কাজ চলছে।

সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্প— নদীতে আগের মতো দেশী পোনা মাছের/লুপ্তপ্রায় মাছের বাচ্চা যাতে স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় এবং মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেজন্য নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প চলছে। ৫টি জায়গায় মাছের চারা ছাড়া হয়েছে।

সুসংহত মৎস্য চাষ, রিজারভারে মাছ চাষ, ময়লা জলে মাছ চাষ এবং জিয়ল মাছের চাষ— একটি সুসংহত মাছ চাষের প্রকল্প, হাঁসের সঙ্গে মাছ চাষের কাজ চলছে।

মৎস্যচাষের বিষয়ে গবেষণার জন্য এবং জেলাস্তরে পরীক্ষাগার স্থাপন— মৎস্যচাষীদের জলাশয়ের জল ও মাটি পরীক্ষার জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলায় পরীক্ষাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

ডাইভারসিফায়েড প্রোডাকশন অফ ফিস বাইপ্রোডাক্ট— সামুদ্রিক খুঁটিগুলির উন্নতিকল্পে ৫৪টি খুঁটিতে সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

বয়স্ক এবং অক্ষম মৎস্যচাষীদের জন্য বার্ধক্য ভাতা— প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে ২ হাজার ৯৯০ জন বয়স্ক এবং অক্ষম মৎস্যজীবীদের বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

ই. ডব্লিউ. এস. হাউসিং স্কীম 'আমার বাড়ি'— পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বেনিফিশারিদের জন্য ৯৯৮টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। বাকি বাড়ির কাজ চলছে/প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

এন এফ ডি বি স্পনসরড ৪ ধরনের প্রশিক্ষণ— ৩৫০০ জন চাষিকে ইনটেনসিভ অ্যাকোয়াকালচার, হ্যাচারি ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও রঙীন মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এন এফ ডি বি স্পনসরড রিজারভারে মাছ ছাড়া— মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ২০টি বড় জলাশয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়েছে।

এন এফ ডি বি স্পনসরড মিষ্টজলের হ্যাচারির জন্য অনুদান— ২টি মাছের চারা উৎপাদনের হ্যাচারিকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জলাভূমি দিবস উদ্‌যাপন (২০১১-১২)— এই বছরে ১৬ই জুন রাজ্য স্তরে জলাভূমি রক্ষার জন্য জলাভূমি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

মৎস্য রপ্তানি— রাজ্য থেকে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে ১৯৮৭-৮৮ সালে আয় হয়েছিল মাত্র ৪৮.১৭ কোটি টাকা। সেই পরিমাণ গত বছরে পৌঁছায় ১,৩১৩.৬৭ কোটি টাকা। বর্তমান বছরে ইতিমধ্যে ৩৬,৬৬৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ১,১৭৪.৬২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান আর্থিক বছরের শেষে এই আয় পৌঁছাবে ১,৫০০ কোটি টাকা।

বেনফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে—

- ১০০ মেট্রিক টন বরফ তৈরির কারখানা, দীঘা মোহনায় (ব্যয় ৭২.৫০ লক্ষ টাকা)।
- মৎস্য বিপণন কেন্দ্র— লালগোলা, উসিদপুর (নদিয়া), মির্জাপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর) (ব্যয় ১.৩৪ কোটি টাকা)।
- ১৮০টি নৌকা মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর কে ভি ওয়াই স্কিমে বিভিন্ন জেলায় বিতরণ করা হয়েছে (ব্যয় ৬৭.১২ লক্ষ টাকা)
- নাবার্ড এর সহায়তায় পলদা বিল সংস্কার (ব্যয় ১২.৯৪ কোটি টাকা)
- আধুনিক বহুমুখী মৎস্য বিপণন কেন্দ্র বগুলা, নদীয়া (ব্যয় ৯৮.৯৮ লক্ষ টাকা)

আর আই ডি এফ প্রকল্প—

- ওন্দা মৎস্য বীজ বিপণন কেন্দ্র (২.১২ কোটি টাকা)
- রামসাগর থেকে মৌচরা রাস্তা উন্নয়ন, বাঁকুড়া (১.৭৬ কোটি টাকা)
- পেটুয়া ঘাট থেকে জুনপুট রাস্তার উন্নয়ন (২৫.৬৯ লক্ষ টাকা)
- কাকদ্বীপ জেটির বর্দ্ধিতকরণ (৯৬.৭১ লক্ষ টাকা)
- দাঁদনপাত্রবার থেকে সৌল্লা রাস্তার উন্নয়ন (৬৮.৬০ লক্ষ টাকা)
- দাঁদনপাত্রবার খালের গভীরতার উন্নয়ন (১.৮৯ কোটি টাকা)
- সমুদ্রখাল জুনপুটের গভীরতার উন্নয়ন (২.৪৫ কোটি টাকা)
- বৃহদাকার মৎস্য বন্দর নির্মাণ, পেটুয়াঘাট (৯.১২ কোটি টাকা)

উপসংহার

১) অধিক মাত্রায় জলাশয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

২) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান তৈরি এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষ তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নতিসাধন

ক্রেতা সুরক্ষা

লক্ষ্য পূরণ

- ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই বাহিনী নিয়মিত বিভিন্ন বাজার এবং দোকানগুলিতে দাঁড়িপাল্লার ওজন দেখতে অভিযান চালাচ্ছে। অনিয়ম-বেনিয়ম দেখলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৭৮৩৩৩ জন বিক্রেতাকে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের কাছ থেকে ছ-কোটি টাকারও বেশি জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, কম্পাউন্ডিং ফিজ বাবদ আদায় করা হয়েছে ২৪ লক্ষ টাকারও বেশি। নতুন সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে অভিযান চালিয়ে ১২৫৮টি বেআইনি পণ্য বাজেয়াপ্ত করেছে।
- স্টেট কমিশন এবং অন্যান্য সরকারি দফতরগুলির তৎপরতায় এ বছর মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট ১৮৪১টি রুজু মামলার মধ্যে ১৭৯৪টির নিষ্পত্তি করেছে।
- ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের প্রচার অভিযান চালানো হয়েছে। বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোয় যেমন দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপগুলির আশপাশে স্টল তৈরি, ব্যানার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কুইজ, পোস্টার এবং স্লোগান প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাজারের সামনে ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন হোর্ডিং লাগানো হয়েছে।
- সরকারের কার্যকালে ক্রেতাদের পক্ষ থেকে ১,২৩৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৬৭৪টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে।
- ক্রেতা সুরক্ষা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তার জন্য অভিযোগ নথিভুক্ত করার লক্ষ্যে একটি টোল ফ্রি হেল্প লাইন শীঘ্রই চালু হচ্ছে। নাম্বারটি ১৮০০৩৪৫২৮০৮। পরীক্ষামূলকভাবে কাজ শুরুও করা হয়েছে।
- কলকাতায় আদালতের পাশে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সদরে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জার্মান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (জিটিজেড)-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।
- নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

১। পশ্চিমবঙ্গের ১৫০০টি স্কুলে 'ক্রেতা ক্লাব' (কনজিউমার ক্লাব) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই ক্লাবগুলির মাধ্যমে রাজ্য তথা দেশের আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২। ক্রেতাদের অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে আরও কিছু বিশেষ এবং উন্নত পদ্ধতির ব্যবহার করা হবে।

৩। ক্রেতা সুরক্ষা দফতর আগামী দিনে কমপ্রেসড ন্যারাচাল গ্যাস (সিএনজি), লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার, মোবাইল কিটের ব্যবহার, যানবাহনের ট্যাঙ্ক ক্যালিবারেশন কেন্দ্র-সহ অন্যান্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে নজরদারি চালানোর চেষ্টা করবে।

৪। বর্ধমান ডিভিশনের চুঁচুড়ায় একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি তৈরির কাজ চলছে।

৫। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র সহায়তায় ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের অফিসারদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে।

৬। ভারত সরকারের ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি ডিরেক্টরেটের উদ্যোগে ক্রেতা সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিযান চালানো হবে। এই অভিযানে ভোগ্যপণ্যের দাম, মান, ওজন প্রভৃতি যথাযথ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন দোকান, বাজার এবং সংস্থার দফতরে আধিকারিকরা যাবেন।

পরিবেশ

সূচনা

পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে রাজ্য পরিবেশ দফতর ইতিমধ্যেই জাতীয়স্তরের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছে। যার উদ্দেশ্য হলো জৈব নিরাপত্তা, সেলফোন বিকিরণ দূষণ, জলাভূমি সংরক্ষণ, বর্ষার জলের সংরক্ষ এবং স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত দেওয়া।

পেশাদার বিশেষজ্ঞ, কারিগরি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি স্তরের মানুষকে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের বিভিন্ন স্তরে যু করা হয়েছে।

লক্ষ্য পূরণ

১। পরিবেশ সেবক প্রকল্প অনুযায়ী জেলায় জেলায় বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দফতর নজরদারি চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

২। ইউএনইপি-জিইএফ-এর সহায়তায় একটি নতুন জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ শুরু হবার মুখে।

৩। পরিবেশ রক্ষায় নির্ধারিত পরিমাপের বেশি পুরু পলিব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার করা হয়েছে। এই প্রচারের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সাফল্যও মিলেছে।

৪। উৎসবের দিনে শব্দ দূষণ ঠেকাতে দ্বিমুখী অভিযান চালানো হয়েছে। ১) জনসচেতনতা গড়ে তোলা, ২) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

৫। শিল্পাঞ্চলে সবুজায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাজ্য জুড়ে প্রচারাভিযান চালিয়েছে। এর ফ বর্ধমানের আসানসোল মহকুমায় কয়েক হাজার বৃক্ষরোপণ করা গেছে।

৬। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট অনুযায়ী রাজ্যের সমুদ্র তটরেখা বরাবর দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু ক হয়েছে।

৭। ক্রোমিয়াম দূষণগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমে প্রোজেক্ট অনুসারে দূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেও হয়েছে।

৮। পরিবেশ বাঁচাতে এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স অ্যাসিসটে সেন্টার-কে সক্রিয় করা হয়েছে। এই কেন্দ্র থে কলকারখানাজাত, যেমন— ট্যানারি, ক্রোমক্যামিক্যালস, লে অ্যাসিড, ডাইং এবং ব্লিচিংজাত দূষণ সৃষ্টিকারী বর্জের বিষা প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং দূষণ রুখতে ব্যবস্থা নেও শুরু হয়েছে।

৯। দূষণ সৃষ্টিকারী কারখানাগুলির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্র

করা হয়েছে। ৩টি এমন কারখানার ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ২৮টি কারখানাকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং ৮৬টি কারখানা থেকে দূষণ-মূল্য আদায় করা হয়েছে।

১০। পুরসভার বর্জ সামগ্রী প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দূষণ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০৮টি দরখাস্ত জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৬৯টি-কে এই প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

১। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে রাজ্যস্তরে একটি অ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ চলছে। খসড়া প্রস্তুত, কিছুদিনের মধ্যেই তা চূড়ান্ত হবে।

২। স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ রুখতে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ওই কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিলে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ সচেতনতা এবং দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে 'পরিবেশ বান্ধব পর্যটন'-এর ব্যবস্থা করা হবে।

৪। বর্ধমানের রানিগঞ্জ থেকে পাইপলাইন মারফত কয়লা ক্ষেত্রের মিথেন গ্যাস কলকাতা শহরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

৫। বানতলার চর্মনগরীতে জল সরবরাহের সমস্যা মেটানো এবং ক্ষতিকর বর্জ পদার্থজাত সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উপসংহার

পরিবেশ দফতর-এর পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীগুলির নাব্যতা বজায় রাখা, বাস্তুতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখা, শিল্পাঞ্চলগুলির পরিবেশ দূষিত হতে না দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে নজরদারি চালানো চলছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে, শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও যাতে বাড়ি-বাড়ি পরিবেশ সচেতনতার কথা পৌঁছে দেওয়া যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই পরিবেশ সেবক কর্মসূচি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে।

পূর্ত

লক্ষ্যপূরণ

১। মহাকরণে প্রেস কর্ণার এবং একটি কাফেটেরিয়া তৈরি করার পাশাপাশি নিচতলায় ৬০ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারেন এমন একটি ক্যান্টিন তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকে চিরাচরিত এবং স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। মহাকরণে দীর্ঘদিন ধরে একটি উন্নতমানের কনফারেন্স হলের অভাব ছিল। এই রকম একটি হল তৈরির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। এখানে ৭০ জনের বসার ব্যবস্থা থাকছে।

৩। দিল্লির বঙ্গভবনে অনলাইন টিকিট বুকিং ব্যবস্থাকে আরও উন্নততর করা হয়েছে। এই ভবনের অতিথিদের জন্য উন্নতমানের খাবার এবং পরিষেবা বজায় রাখতে নজরদারি রাখা হয়েছে।

৪। পিজি হাসপাতালে একটি আইটিইউ ইউনিট রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের ইচ্ছা অনুসারে জেলায় জেলায় ১২টি সিক নিউ নেটাল কেয়ার ইউনিট তৈরির কাজ চলছে। কাজ শুরু হচ্ছে আরও ১৭টি প্রকল্পের। এগুলি ২০১২ মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

৫। ৫ লক্ষ টাকার অধিক যে কোনও টেন্ডার ডাকা বা টেন্ডার চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ও ই-প্রকিওরমেন্ট পদ্ধতি চালু হচ্ছে ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে।

৬। প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মহাকরণ ও কলকাতায় অবস্থিত ২২ জন মণিষীর মূর্তি আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। পর্যটন দফতরের আর্থিক সহায়তায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে কলকাতার শহীদ মিনারকে আলোক মালায় সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে।

নীতিগত সিদ্ধান্ত :

১। রাজ্যের বিভিন্ন স্টেট হাইওয়ে ও তার সংযোগকারী রাস্তাগুলির মানোন্নয়ন ও দেখভালের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন করা হচ্ছে। এই কর্পোরেশন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপেও আগ্রহী থাকবে।

২। এই দফতরের কাজকর্ম কোথায় কী হচ্ছে তা সবার সমক্ষে আনার জন্য একটি নতুন ওয়েবসাইটে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এবং এটি প্রতি সপ্তাহে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটি হলো www.pwd.wb.in

৩। ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে যাতে এই দফতরের সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ এ মাসের মধ্যে শেষ হচ্ছে। এর মাধ্যমে সমস্ত টেন্ডার ব্যবস্থার মধ্যেই স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।

৪। কলকাতা পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করে একটি হট-মিক্স-প্ল্যান্ট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৫। স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীন ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন (এনআরএইচএম)-এর সমস্ত প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একটি আলাদা ও একান্তভাবে নিয়োজিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

৬। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে একটি নতুন সিভিল সার্কেল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর দায়িত্বে থাকবেন একজন সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। সার্কেলটি গঠন হয়ে গেলেই জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে।

৭। পশ্চিম মেদিনীপুরের ভাসরাঘাট—নয়াগ্রামের মধ্যে ১৭৬ কোটি টাকা খরচ করে একটি সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এর কাজ শুরু হবে এবং ২ বছরের সময়সীমার মধ্যেই তা শেষ হবে।

৮। স্বাস্থ্য দফতরের অধীন ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেডের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এই দফতরের অ্যাকাউন্টিং এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর-এর পরিবর্তন করা হয়েছে।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

রাজ্য সরকারের এই দফতরটি অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনগুলির দিকে যাতে যথাযথ নজর দেওয়া যায়, স্কুল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যায় এবং সামগ্রিকভাবে স্কুল ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার গুণগতমানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা যায়। এই গ্রন্থাগারগুলি যাতে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তথ্যের ভান্ডার হয়ে উঠতে পারে সেদিকে সরকার বিশেষ লক্ষ্য রাখছে। রাজ্যের নয়টি জেলায় ৫০ শতাংশেরও বেশি মহিলারা নিরক্ষর— এই বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে 'সাক্ষর ভারত ' নামক প্রকল্পে সাক্ষর অভিযান প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছে, যাতে করে দ্রুত সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা যায়।

লক্ষ্যপূরণ—

- বিভিন্ন কমিটি যেমন, স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থগার ফাউন্ডেশন ও বই নির্ধারণ কমিটি— কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা হয়েছে। যে কমিটিগুলিতে একই সঙ্গে শিক্ষা জগতের তথা তৃণমূলস্তরে প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষগুলিকে জানানো হয়েছে যাতে ডিসেম্বর, ২০১১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালের মধ্যে জেলায় জেলায় বইমেলার আয়োজন করা হয়। গত ৯ বছর পরে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে একটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

- রাজ্য সরকারের স্পনসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত পাবলিক গ্রন্থাগার আছে তার ৫,৫০০ কর্মচারীরা এখন থেকে মাস পয়লাতেই বেতন পাবেন। পূর্বতন সরকারের আমলে রেওয়াজ ছিল মাসের ৭/৮ বা তারও পরে এই কর্মচারীদের বেতন পাওয়া।
- এই মর্মে সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে সমস্ত পাবলিক গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটারচালিত ব্যবস্থা গড়ে তুলে আধুনিকীকরণের কাজ এগিয়ে দেওয়া যায়। রাজ্যে ২৬টি জেলায় অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির (শীর্ষ লাইব্রেরি) মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত আদান প্রদান করা যায় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীগত তথ্য পরিষেবা এই গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দুষ্প্রাপ্য এবং বিশেষভাবে সংরক্ষণযোগ্য বইগুলিকে যাতে ডিজিটাল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা হয়, সে বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।
- জন গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্র প্রকল্পটির উপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- গোটা রাজ্যে সরকারি ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত ৩৪টি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার এই ডিজিটাল সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে প্রভুত উপকৃত হচ্ছে। আশা করা যায় রাজ্যের দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই ব্যবস্থার ফলে উপকৃত হবেন।
- যে বিষয়গুলিতে রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করেছে, সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হলো জঙ্গলমহলে বিভিন্ন জায়গায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, রাজ্যের সংখ্যালঘু তথা তফশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং এরই সঙ্গে আর্থিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে লাইব্রেরি স্থাপনে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
- রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত ২০টি সরকারি সহায়তপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্য ইতিমধ্যে ৪.৫৩ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও 'গ্রন্থাগার উন্নয়ন, বিস্তার এবং পরিষেবা প্রদান ' এই প্রকল্পে।

- রাজ্যের বিশেষ স্কুলগুলিতে ছাত্রদের কথা বিবেচনা করে যথাযথ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি গঠনের নিয়মাবলীর পরিবর্তন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক (আইএলডি) সাক্ষরতা দিবস — গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১, গোটা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার চেষ্টা সরকার করেছে।
- এর সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ১,৩৬৬টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রকল্প কার্যকর করার লক্ষ্যে সাক্ষর ভারত কর্মসূচির অধীনে ৯টি জেলায় ব্যবস্তা গ্রহণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত ২০ হাজার প্রাথমিক সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছে খুবই শীঘ্র আরও ১০ হাজার কেন্দ্র খেলা হবে। এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার জন্যে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গত ২০ আগস্ট, ২০১১ সালে একটি মূল্যায়ণ করেছে।

- সাক্ষর ভারত কর্মসূচির আওতার বাইরে যে সমস্ত জেলাগুলি থেকে যাচ্ছে সেই জেলাগুলির জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ সহায়তা করে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- বিশেষ প্রয়োজনের উপযুক্ত শিশুদের প্রাক- প্রাথমিকস্তরে যে পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে তা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাতে 'শিক্ষণ এবং পঠন-পাঠন'কে আরও 'ছাত্রবান্ধব' তথা 'ছাত্রসহায়ক' করে তোলা যায়।
- বিশেষ বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও সহায়তার ক্ষেত্রে নিয়মনীতির পরিবর্তন করা হয়েছে।
- রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও একটি পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞাপন বা শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকে আরও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অনুকূল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।
- রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ পদ্ধতির পুণর্মূল্যায়ণ করে গঠনতন্ত্রে বদল আনার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বিশেষ শিশুদের জন্য সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- পরিদর্শন ব্যবস্থাকে সংহত এবং শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে করে বিশেষ বিদ্যালয় এবং সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রগুলির গুণগতমান উন্নত করা যায়।
- সরকারের অনুমোদন এবং সহায়তাপ্রাপ্ত যেসব বিদ্যালয়গুলির কাজ যথাযথ হচ্ছিলো না বলে জানা গেছে সে ক্ষেত্রে বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে সরকারের কাজকর্ম প্রচারের জন্য দফতরের অধীন অডিও-ভিজুয়াল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।
- ৪টি বিশেষ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ৮৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই কাজে গতবছর বরাদ্দ ছিল ৮৩ লক্ষ টাকা।

আগামীদিনের কর্মসূচি

জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর কতগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্দ্ধারন করে, কতগুলি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেসব জেলা বা অঞ্চলগুলি 'স্বাক্ষর ভারত' স্বাক্ষরতা অভিযানে অন্তর্ভুক্ত হলো না, সেগুলির জন্য যথাযথ সাক্ষরতা কর্মসূচি উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করা। একই সঙ্গে সরকারের লক্ষ্য থাকবে বিশেষ শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং আরও কার্যকরী ভূমিকা নির্দ্ধারণ করা। অতএব, এই দফতরের অধীনে যেসমস্ত বিদ্যালয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আরও ব্যাপকতর সংযোগ রক্ষাকে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে স্থির করে এই দফতর আগামী সময়ে তার কার্যসূচি রূপায়ণ করবে।

সমবায়

ভূমিকা :

সারা রাজ্যে সমস্তরকম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা উন্নয়নে সমবায়ের কর্মসূচি সুবিস্তৃত, তা সে কৃষি, কৃষি-সংশ্লিষ্ট কিম্বা অকৃষি, যাই হোক না কেন। বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঋণদান ক্ষেত্রে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী শস্য-ঋণ বন্টনে, শহরাঞ্চলীয় ঋণদান ছাড়া গ্রামে কৃষি, অকৃষি দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের উপর, গুদামজাতকরণ, বিপণন, প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের উৎপাদককে লাভজনক মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থায়, শহর তথা গ্রামাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ আর অসংগঠিত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও মহিলাদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহ ক্ষমতা প্রদানে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমবায় সমিতিগুলির কার্যক্রমে উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশানুযায়ী ফল না হওয়ায় প্রয়োজন হয় সতর্কভাবে সমবায় সমিতিগুলিকে সহায়তার পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার এবং এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবার—যাতে করে সব কৃষক পরিবারকে সমবায়ের মধ্যে এনে কৃষক সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশকে এমনকি গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্রতম মানুষদেরও ঋণের সুযোগ করে দেওয়ার আর উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্যের ব্যবস্থা করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন গুণগত উন্নতির পরিবাহী হয়েছে এবং ২২.৫৮ কোটি টাকার যোগান দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কৃষি-ঋণ :

- গ্রামাঞ্চলে কৃষি ঋণের সুযোগ বাড়ানোর জন্য ৭টি নতুন প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে নিবন্ধীকরণ ও ৯টিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার ১৩৪.৯৬ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকার ২৩.৯৫ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে।
- রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বল্পকালীন ঋণ প্রসারিত করা হয়েছে। প্রায় ৮০ শতাংশ (২১,৪১,১৫৪ জন) সদস্য ইতিমধ্যে ঋণ নিয়েছেন।
- কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ১৯১৫০৭০ জনকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা অনেকগুলি চাষের জন্য ঋণ নিতে পারেন।
- মোট ৬৬১.৩৯ কোটি টাকা ইতিমধ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে এই সময়কালে গত বছর ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫৯.৪৩ কোটি টাকা।
- ৩৬২৭ জন বর্গাদার, পাট্টাদার ও কারিগরকে প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে সার্বজনীন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
- প্রান্তিক চাষিদের ঋণের সহায়তা দেওয়ার জন্য যুগ্ম দেনা দল (জয়েন্ট লায়েবিলিটি গ্রুপ) গঠন করা হচ্ছে, যাতে ঋণের জন্য অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির নিরাপত্তা না লাগে এবং দেনা শোধের দায় সকলের থাকে, ইতিমধ্যেই এরকম ৮১৩৬টি দল গঠন করা হয়েছে।

  অন্যান্য যৌথ খামার ঋণ : কৃষি ঋণ ছাড়াও সমবায় ব্যাঙ্ক, মাছচাষ, ছাগলচাষ, নার্শারি, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদির জন্য যৌথ খামার ঋণ প্রদান করে। এ বছর এই বাবদ ১২৯.৫৩ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে এই সময়ে গত বছরে ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২.৮৭ কোটি টাকা।

গ্রামীণ পরিকাঠামো

সমবায়গুলিকে গোডাউন ও কোল্ড স্টোর তৈরি করার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে।

- ১০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৪টি ও ৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৬টি গোডাউন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- অন্যদিকে ৫০০, ১০০০, ২০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৪টি ও ২৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩টি গোডাউন বিভিন্ন প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- ৬১টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় ব্যাঙ্কের বর্তমান অকেজো গোডাউনগুলিকে কার্যকর করার জন্য সারাই বাবদ আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- ১৮৯টি সমিতিকে গোডাউন ভাড়া করার জন্য আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা ব্যবসা বাড়াতে পারে। এইরূপে মোট গোডাউনের ধারণ ক্ষমতা ৫৫০০০ মেট্রিক টন বাড়বে।

কোল্ড চেন

- ৫টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি ও ১৭টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে ৭৫ মেট্রিক টন করে ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য হিমঘর তৈরির জন্য আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে এই হিমঘরের ধারণ ক্ষমতা ১৬০০ মেট্রিক টন বাড়বে।
- জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক একটি হিমঘরের আর্থিক অনুমোদন দিয়েছে।

গ্রামীণ সম্পদ ব্যবহার

- জমা সম্পদের ব্যবহার— এই দফতর গ্রামীণ সম্পদকে গ্রামীণ এলাকায় ব্যবহার করে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে, ২২৯৮টি প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিকে সম্পদ আহরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে এই সময়ে গত বছরে ২২৫৪টি সমিতিকে এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে গত বছরে জমারাশির পরিমাণ ২২৫৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২৭৯৯.৬৫ কোটি টাকা হয়েছে।
- সর্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং— গ্রামের আরও মানুষের আরও বেশি ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতায় আনার জন্য শূন্য উদ্বৃত্ত (জিরো ব্যালান্স) অ্যাকাউন্ট চালু করেছে। ১৩০৭৩৯৭টি নো ফ্রিল অ্যাকাউন্ট ও ১৭৭৭৫৫৬টি এন.আর.ই.জি.এস. অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রায় ২০ কোটি জমা পড়েছে।
- গ্রামীণ সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য স্বল্পকালীন নন-ফার্ম ঋণ দেওয়া হয়। এই বাবদ ৩৩৮.৭০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী

- গরিব ভূমিহীন মহিলাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে স্বনিযুক্তির জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ৩৩৬১টি সমবায় সমিতি এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনের কাজে নিযুক্ত আছে। এই পর্যন্ত ১২৪৫১২২ জন মহিলাকে (যার মধ্যে ৫৪৩৯৯৬ জন তপশীলি জাতি-উপজাতিভুক্ত এবং ৯০৫৫৭২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত)।
- যেহেতু এই দলগুলি নেতৃত্বের ও উৎসাহের অভাবে ভেঙে যাচ্ছে তাই তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। প্রায় ১০০০০ জন এইরকম সদস্য যারা ৫০০টি দলের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- এই সমস্ত দলের সদস্যদের কৃষি ও কৃষিজাত কাজকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বরাদ্দকৃত ২.২ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ এই বাবদ খরচ হয়েছে।

ই-গভর্নেস

- ই-গভর্নেস-এর আওতায় এই দফতরের একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। যার ঠিকানা www.coopwb.org সকল vnage অফিসে এবং বেশিরভাগ ব্লক, সমবায় পরিদর্শককে কমপিউটার দেওয়া হয়েছে এবং এদেরকে WAN-এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলির হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির স্বচ্ছতার জন্য নাবার্ড-এর আর্থিক সহায়তায় সমিতিগুলিকে কমপিউটার দেওয়া হচ্ছে। ১১টি জেলায় ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সফটওয়ার শীঘ্রই দেওয়া হবে।

সমবায় ভবন

আসানসোলে সমবায় ভবন নির্মাণের কাজ চলছে এবং মেদিনীপুর ও মালদায় এই ভবনের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

শহুরে সমবায় ঋণ

৪৫টি শহুরে সমবায় ঋণ ব্যাঙ্কের মধ্যে ৮টি ব্যাঙ্ককে পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দফতর অগ্নি সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং আক্রান্ত স্থানে যত কম জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে গণচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। এই দফতর বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সাফল্য

- **স্ট্যাডিং ফায়ার অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সভা**— দীর্ঘ ৫ বছর পর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তর্গত স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের ৩৩তম সভা গত জুলাই মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশ থেকে ৭০ জন প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- **ফায়ার সেফটি মেজরস্**— দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল আমরিতে ডিসেম্বর ২০১১, ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের খবর পেয়েই যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে এই দফতরের কর্মীরা আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আগুন নেভানোর পাশাপাশি বেশকিছু প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হন। এরপর একটি ফায়ার সেফটি অডিট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি এখনও পর্যন্ত ২৩টি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম পরিদর্শন করেছে এবং ২২টি ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২৯টি বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করে ১৪টি ক্ষেত্রে এফআইআর করা হয়েছে এবং ১৫টি ক্ষেত্রে নোটিশ জারি করা হয়েছে।
- **অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা অধিকরণের পুনর্গঠন**— অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা অধিকরণকে জেলাওয়ারি পুনর্গঠিত করা হয়েছে।
- **অব্যবহৃত গাড়ির বাতিলকরণ**— এই দফতরের অধীন বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা ৬৫টি অকেজো গাড়িকে দীর্ঘ ৫ বছর বাদে বাতিলকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত এমএসটিসি নামক একটি সংস্থাকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- **মহাকরণ ও লালবাজারের পুলিশপ্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান**— এই দফতর একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে, যারা মহাকরণ ও লালবাজারের পুলিশপ্রধান কার্যালয়ে অগ্নি নিরাপত্তা ও নির্গমন পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা করে সরকারকে রিপোর্ট দেবে।
- **সচেতনতা**— মুদ্রণ/ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ও বিভিন্ন হোর্ডিং-এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- এই দফতর এখনও পর্যন্ত ৭৬.৪৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে বিভিন্ন ধরনের অগ্নি লাইসেন্স এবং এন ও সি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে।
- হুগলির ভদ্রেশ্বরে, কোচবিহারের হলদিবাড়িতে এবং উত্তর ২৪ পরগনায় গোবরডাঙায় নতুন ফায়ার স্টেশন তৈরি হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে নতুন ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বাঁকুড়ার খাতড়ায় ও পুরুলিয়ার ঝালদায় নতুন ফায়ার স্টেশনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
- বেহালার ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার সার্ভিসে দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক একটি কোর্স চালু করেছে। বেশ কিছু সংখ্যক আধিকারিক ও মানুষ ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।
- এই দফতর ইতিমধ্যে ২.২৩ কোটি টাকা খরচ করে একটি ৩০ মিটারের হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম ৪০টি ১০.৫ মিটারের ফায়ার ল্যাডার, ১০টি হাইপ্রেসার ব্রিদিং এয়ার কমপ্রেসার কিনেছে।

আগামী দিনের কর্মসূচি

- রামনগর, ঝালদা, খাতড়া, হরিশচন্দ্রপুর, ফালাকাটা ও ময়নাগুড়িতে নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ।
- ডায়মন্ডহারবার, আরামবাগ, বালুরঘাট, দার্জিলিং, মালবাজার, রায়গঞ্জ ও ফলতা ফায়ার স্টেশনের মানোন্নয়ন।
- এই দফতর আর কিছু উন্নত যন্ত্রপাতি কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তারমধ্যে রয়েছে রেসকিউট্রাক উইথ ক্রেন, হাইড্রোলিক রেসকিউ টুলস্, লাইনওয়েট বি এ সেট, হাইপ্রেসার ব্রিদিং এয়ার কমপ্রেসার, জাম্পিং কুশন, নেট, ওয়ারলেস সিস্টেম ইত্যাদি।

বিপর্যয় মোকাবিলা

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনাকে উদ্দীপনা জোগানোর জন্য এই সরকার অগ্নি নির্বাপণ দফতর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতর তিনটিকে একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত করে বিষয়টিতে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে এই দফতর কাজ করে চলেছে।

সাফল্য—

(ক) সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা—

১) স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড নোটিফাই করা হয়েছে কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়ার জন্য।

২) ২০১১-১২ সলে এখনও পর্যন্ত বন্যা, ভূমি-ধ্বস ও ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ৬৭,৮০০টি ত্রিপল, ১৩,৪০০টি ধুতি, ১৫,০০০টি লুঙ্গি, ৩৬,০০০টি বাচ্চাদের পোশাক, ৭০,০০০টি সালওয়ার কামিজ এবং ৩৫,০০০টি পাজামা-পাঞ্জাবি বিলি করা হয়েছে।

৩) ওই ভূমিকম্পে সিকিমের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে মিলিটারী হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আকাশ থেকে ফেলার জন্য ১০,০০০ খাদ্য প্যাকেট প্রেরণ করা হয়েছে।

৪) রাজ্যের বাইরে উদ্ধার এবং অনুসন্ধানের জন্য রেসিডেন্ট কমিশনার দিল্লিকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির ক্ষতি অনুসন্ধানের জন্য গঠিত চার সদস্য বিশিষ্ট যৌথ দলের গঠন সরলীকরণ করা হয়েছে।

৬) ২০০৯ সালে আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর পুনর্নির্মানের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাকে শেষ কিস্তি হিসাবে ৮৮ কোটি টাকা, ভূ-কম্পনে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ঘর পুনর্নির্মানের জন্য উক্ত জেলাকে প্রথম কিস্তি হিসাবে যথাক্রমে ২০ কোটি ও ৫ কোটি টাকা, উত্তর ২৪ পরগনায় আয়লার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর পুনর্নির্মানের জন্য শেষ কিস্তির ৩৩ কোটি টাকা এবং বর্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর পুর্ননির্মানের জন্য ৪.৬২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৭) আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর পুনর্নির্মানের জন্য দার্জিলিং, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া এবং পুরুলিয়াকে মোট ৯০.৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত ব্যক্তিদের নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে মৃত্যুকালীন অনুদান হিসাবে ১৭৪টি ক্ষেত্রে ৩.৬৬ কোটি টাকা এবং সর্পাঘাতে মৃত ২৭৮টি ক্ষেত্রে ২.৫৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৯) ঈদ ও দুর্গাপুজোর আগে গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিলি করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মাননীয় সদস্যদের সরবরাহ করার জন্য জেলাশাসকদের কাছে ১,৭৫,২০০টি ধুতি, ৮৭,৬০০টি লুঙ্গি, ২,৬২,৮০০টি শাড়ি, বালক-বালিকার জন্য ৬৫,৭০০টি আট রকম মাপের পোষাক, ৭৩,০০০টি শালোয়ার কামিজ, ১,৭৫,২০০টি চাদর, ৬৫,৭০০টি হাফহাতা পাঞ্জাবি ও পাজামা এবং ১,৪৭,৫০০টি ত্রিপল প্রেরণ করা হয়েছে।

১০) নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সরকারি দফতরের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক পরিষেবার তাৎক্ষণিক মেরামতি, মহাকরণে ইন্টারনেট পরিষেবা উন্নতকরণ, কৃষিতে ভর্তুকি, পশুখাদ্য ক্রয় প্রভৃতির প্রয়োজনে রাজ্য বিপর্যয় সাড়া তহবিল থেকে ১৩৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন দফতরকে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন

১) জাতীয় বিপর্যয় পরিচালন সংস্থার কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনার সামুদ্রিক অঞ্চলে ১৫০টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।

২) কলকাতা পুলিশ তিনটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠন করেছে। এ ব্যাপারে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৩) অনুসন্ধান ও উদ্ধার সহায়ক যন্ত্রাদি কেনার জন্য উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে ২৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর।

৪) বিপর্যয় কমানোর জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ বাবদ সমস্ত জেলাকে ২৫.২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

৫) দূরদর্শনে এবং বেতারে সম্প্রচারের জন্য টিভি স্পট ও জিঙ্গল উন্নত করা হয়েছে।

৬) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি ও দার্জিলিং জেলাকে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৭) রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত নীতি প্রকাশ।

৮) রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত ম্যানুয়াল প্রকাশ।

৯) ২০১১-১২ সালের রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা রচনা

১০) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন উপলক্ষ্যে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য" নামাঙ্কিত একটি স্পল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যেক গ্রামে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) অন্যান্য

১) বিপর্যয় ব্যবস্থাপন অধিকর্তার অফিস ভবনের ৫ম তল নির্মাণের জন্য ১৬.৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর।

২) ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণের জন্য দু'টি বাতিল ট্রাকের পরিবর্তে দু'টি নতুন ট্রাক ক্রয়।

৩) অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য ৫০ জন ব্লক বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আধিকারিককে WEBEL-এর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) আগামীদিনের কাজ—

১) উদ্ধার ও আশ্রম শেল্টারগুলির নির্মাণ ব্যয় ৮ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

২) বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্র তীরবর্তী ব্লকগুলিতে বহুমুখী আশ্রয়স্থল নির্মানের জন্য প্রস্তাব পাঠানো।

(ঙ) আগামী দিনের করণীয় ভাবনা—

উন্নয়নের ফসলকে দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রয়োজন বিপর্যয় ব্যবস্থাপনকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত করা। এটি আশু প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দফতর রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরগুলোর সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলে সার্বিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় ব্রতী হয়ে চায়।

অসামরিক প্রতিরক্ষা

সূচনা

যে কোনও দুর্ঘটনা, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় কম সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। এই দফতর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন রয়েছে সেগুলির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ এবং কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে—

১। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার নথিভুক্ত করা হচ্ছে, যাতে যে কোনও রকম আপতকালীন ঘটনার তাৎক্ষণিক বা প্রাথমিক মোকাবিলায় এই স্বেচ্ছাসেবকদের দ্রুত ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা যায়।

২। কলকাতায় সাবেকী ওয়ার্ডেন পরিষেবাকে আরও আধুনিক এবং কর্মক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাতে এই পরিষেবা মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে পঞ্চাশ জন যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ৩০ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলা থাকবেন। এই সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা কর্মীরা আপৎকালীন অবস্থায় মানুষের পাশে পৌঁছে যাবেন।

৩। সিভিল ডিফেন্সে স্বেচ্ছাসেবকরা যেহেতু অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠনগুলির সদস্য এবং বিপর্যয় মোকাবিলাসহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন তাই এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনের সময় আহত হলে চিকিৎসা এবং মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হচ্ছে।

৪। দীর্ঘদিন ধরে অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের সাইরেনগুলি অকেজো হয়ে পড়েছিল। শহর কলকাতা, জেলা ও ব্লকস্তরের সাইরেনগুলিকে দফায় দফায় চালু করার কাজ চলছে। এই সাইরেন ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন বা আপতকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানুষকে আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

৫। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং দক্ষিণবঙ্গের হলদিয়া ও আসানসোলে বহুমুখী ইউনিট স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৬। রাজ্যের ১০৫টি দুর্ঘটনাপ্রবণ ব্লকে দফায় দফায় ৪৫টি অসামরিক প্রতিরক্ষা রিসোর্স সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৭। কলকাতার সেন্ট্রাল সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং উত্তর দিনাজপুরের সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলির আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে দক্ষ অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক এবং আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮। অগ্নি নির্বাপণ দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অসামরিক প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত স্বেচ্ছাসেবকদের ৮টি ব্যাচকে ৭ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৩০ জন করে।

লক্ষ্য পূরণ

হুগলির পুরশুড়ায় ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে, পশ্চিম মেদিনীপুরে মোহনপুরে ৮৩.৭ লক্ষ টাকা খরচ করে এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ১ নম্বর ব্লকে ৯৯.২ লক্ষ টাকা খরচ করে সিভিল ডিফেন্স রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিকে থেকে দ্রুত বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যবস্থা নেবেন।

নদীয়ার কল্যাণীতে ১.৮৯ কোটি টাকা খরচ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ফোর্সের নতুন প্রশাসনিক দফতরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যজুড়ে অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার সুবিধা হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

- উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট-১ নম্বর ব্লকে ১.৩৪ কোটি টাকা খরচ করে একটি সিভিল ডিফেন্স রিসোর্স সেন্টার গঠন করা হবে।
- আসানসোলে বহুমুখী সিভিল ডিফেন্স ইউনিট গড়ে তুলতে খরচ হবে ২.৯৯ কোটি।
- শিলিগুড়িতে আরও একটি বহুমুখী সিভিল ডিফেন্স ইউনিট গড়ে তোলা হবে, খরচ হবে ২.৯৬ কোটি।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ

সূচনা

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর পশুপালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যমোচন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি পুষ্টির বিকাশেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এমন কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন খরার সময় এই পশুপালন থেকে অর্জিত আয় গ্রামাঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। এই কাজও আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের বেশকিছু স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তার মধ্যে—

ক) দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃত উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া;

খ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র নির্দেশাবলী মেনে দুধ, মাংস এবং ডিম সংরক্ষণ;

গ) ডেয়ারি এবং পোলট্রি ব্যবসায় আরও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো।

সাফল্য

- এ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ গবাদিপশুকে বিভিন্ন সময়ে ডিসপেনসারি, হাসপাতাল এবং হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি।
- ৭৬ লক্ষ গবাদি পশু এবং পোলট্রির হাঁস-মুরগিদের ভ্যাকসিনেশন করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৩ শতাংশ বেশি।
- কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে ১৯.০১ লক্ষ গবাদিপশুর, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬ শতাংশ বেশি।
- হিমায়িত গো-বীজ তৈরি হয়েছে ১৩.০২ লক্ষ, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬ শতাংশ বেশি।
- প্রাত্যহিক ১৪০০ লিটার দুধের যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমিতিগুলিকে রয়েছেন ৫০০ সদস্য।
- গবাদি পশুর সংখ্যা এবং স্বাস্থ্য যাতে যথাযথ রক্ষিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে 'গো-সম্পদ অভিযান' চালানো হয়েছে ২৭টি ব্লকে। গত বছর এই অভিযান হয়েছিল ৫টি ব্লকে।
- সরকারি ডেয়ারিগুলি থেকে দুগ্ধ সরবরাহের মাত্রা দাঁড়িয়ে দৈনিক ৩.৯ লক্ষ লিটার হয়েছে। এটাও লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করেছে।
- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনায় বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে নিবিড় ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং নদিয়ায় বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর, সবং এবং তালিভাটা, উত্তর ২৪ পরগনার ডাকবাংলো এবং গোপালনগর, হাওড়ার আমতায় একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দুধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ঠান্ডা ঘর (কুলার) বসানো হয়েছে।
- বর্ধমানের কুসুমগ্রামে দৈনিক ৪,০০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলি থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। এবং উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপার ইউনিটটি সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।
- বেলগাছিয়ায় কৃষকদের জন্য একটি ৮৬ শয্যার হোস্টেল বানানো হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে গবাদি পশুর খাদ্য প্রস্তুতকারক মিল তৈরি করা হয়েছে। প্রতি শিফটে ১৫ টন পশুখাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত :

নতুন সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক) ১ নভেম্বর ২০১১ থেকে পশুখাদ্যের ভর্তুকি প্রতি কেজিতে ২ টাকা হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ৬ মাসের জন্য ধার্য

করা হয়েছে।

জেলা স্তরের দুগ্ধ সরবরাহকারী সমবায় এবং গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দিতে তাদের জন্য নির্ধারিত দুধের অতিরিক্ত প্রতি ১ লিটারের জন্য কম দামে ১ কেজি করে গোখাদ্য সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

খ) ওয়েস্ট বেঙ্গল মিল্ক ফেডারেশন-এর মাধ্যমে হিমুলকে ৪৯৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে প্রাথমিক পর্যায়ের দুগ্ধ উৎপাদকদের বকেয়া বিল প্রদান করা হবে।

গ) ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিম্যাল এন্ড ফিশারিজ সায়েন্স-এ ৫ বছরের পাঠ্যক্রমে যাঁরা ব্যাচেলর অব ভেটেনারি সায়েন্স বা অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি নিয়ে পড়াশোনা করছেন সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দফতরে কাজ, ইন্টার্নশিপ বাবদ দেয় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ৪,৮৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,০০০ টাকা করা হয়েছে।

ঘ) প্রাণী সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে এই বিষয় নিয়ে পঠন-পাঠনে উৎসাহ এবং আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব অ্যানিম্যাল এন্ড ফিশারিজ সায়েন্স-এর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা তালিকা অনুযায়ী স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ১ অক্টোবর ২০১১ থেকে। এতদিন স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৩০ জন মেধা তালিকা অনুযায়ী যে মাসিক ভাতা পেতেন তার পরিমাণও ১২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী প্রকল্প :

ক) পশ্চিম মেদিনীপুরে নতুন পোলট্রি ফার্ম তৈরি করে ডিম এবং মুরগির মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা হবে।

খ) রাজ্যের মাওবাদী অধ্যুষিত ২৩টি ব্লকে গো-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি দুটি করে এঁড়ে বাছুর দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

গ) রাজ্যের মাওবাদী অধ্যুষিত ২৩টি ব্লকে নিবিড় ছাগল চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে।

ঘ) উন্নত প্রজাতির ছাগল চাষে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি প্রকল্পগুলিকে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

ঙ) বাঁকুড়ার কোতলপুরে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট'-এর প্রজনন কেন্দ্রটির আধুনিকীকরণ করা হবে।

চ) ১১টি জেলা দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্রের হাতে ৫৯৫টি ক্রেওক্যান বিতরণ করা হবে।

ছ) রাজ্যের তিনটি জেলায় ৫টি বৃহৎ দুগ্ধ হিমায়ন ইউনিট গড়ে তোলা হবে এবং সেই সঙ্গে পুরুলিয়ার বেলগুমা ডেয়ারিটির সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।

জ) টালিগঞ্জে সরকারি পোলট্রি ফার্মটির আধুনিকীকরণ করা হবে।

ঝ) নদিয়ার হরিণঘাটা ফার্মের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের বৃদ্ধি ঘটানো হবে।

ঞ) কৃমি নিবারণ ব্যবস্থাকে জোরদার করে পশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

ট) রাজ্যের ৭৯টি ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি/ হাসপাতালের উন্নতি ঘটাতে ৯৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে।

উপসংহার :

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর তার সমস্ত চালু প্রকল্পের কাজ বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্প চালু করার চেষ্টা করছে। এই সব প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ সাধন এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছে। এই সব প্রকল্পগুলিতে ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় ছাগল, ভেড়া, শূকরদের খামার তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন গো-খামার তৈরিরও চেষ্টা করা হচ্ছে।

পর্যটন

নতুন সরকারের কাজকর্মের তালিকা

- ভারত এবং ভুটানের মধ্যে অন্তর্দেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনা বৃদ্ধির রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।
- আইএল অ্যান্ড এফএস-কে পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে নিয়োগের এবং কলকাতা জায়েন্ট হুইল বাস্তবায়নের জন্য পর্যটন নিগমের অধীনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক কমিটি গঠনের প্রস্তাব।
- এই দফতরের ওয়েবসাইটটি ১ অক্টোবর ২০১১ থেকে কাজ শুরু করেছে।
- কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পর্যটন দফতরের একটি নতুন তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- ২৪ নভেম্বর ২০১১ থেকে দিল্লির বঙ্গভবনে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য একটি পর্যটন তথ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

দার্জিলিং

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিধন্য বাড়িতে একটি জাদুঘর তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। দিল্লির নেহেরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরি এবং পর্যটন দফতরের উদ্যোগে বেশ কিছু আলোকচিত্র এবং মাইক্রো ফিল্ম-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চ, প্ল্যান্টার্স ক্লাব এবং জিমখানার ঐতিহ্য এবং ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য কাজ শুরু হবে।
- মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু পর্যন্ত পর্যটন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে একটি যৌথ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শদাতাও নিয়োজিত হয়েছে।
- দার্জিলিং-কে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দিতে 'ডেস্টিনেশন দার্জিলিং' শীর্ষক একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।
- ২০ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত পর্যটন দফতরের উদ্যোগে দার্জিলিং-এ চা এবং পর্যটন উৎসব সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।
- ১৫ ডিসেম্বর আরআইটিইএস দার্জিলিং পর্যটন সম্পর্কিত একটি খসড়া মাস্টার প্ল্যান পেশ করেছে।
- পর্যটন আকর্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে— ১) লগ হাট (গাছবাড়ি), ২) প্যাকেজ ট্যুর, ৩) রোপওয়ে, ৪) তাঁবুর ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হবে।

জলপাইগুড়ি

- বক্সা পার্বত্য অরণ্যাঞ্চলে অভিযাত্রীদের জন্য নতুন নতুন পথ খুঁজে বার করার পাশাপাশি একাধিক ওয়াচ টাওয়ার তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য রাজ্য বন উন্নয়ন পর্ষদ-কে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।
- গজলডোবা, কুঞ্জনগর এবং সেইলির পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।
- প্যাকেজ ট্যুর ঘোষণা করা হয়েছে ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং-এর বিভিন্ন এলাকায় পর্যটকদের ভ্রমণের সুবিধা অনুযায়ী। এক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।
- ডুয়ার্সের জন্য মেগা প্রকল্প : এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন প্রস্তাবও পর্যটন দফতরে এসেছে। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এবং আইন-কানুন খতিয়ে দেখে দ্রুত মঞ্জুর করা হবে।
- মূর্তি : পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণকারীদের জন্য ২৯টি কটেজ তৈরির কাজ চলছে।

কোচবিহার

- রাজবংশী আকাদেমি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভিক্টোর প্যালেসে আকাদেমি তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।

হুগলি

- **চন্দননগর :** শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে আলোকসজ্জিত করার জন্য ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- **ফুরফুরা শরিফ :** পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই তীর্থক্ষেত্রে আগত পুণ্যার্থীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- **গাজি-দরগা :** পুকুর এবং ছাউনি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
- **হংসেশ্বরী মন্দির :** ঐতিহ্যশালী এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে পথের পাশেই পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, জলক্রীড়া এবং মন্দিরে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হচ্ছে।

- **ক্লোজ-সার্কিট টিভি :** দুধপুকুর পরিক্রমার পথ বরাবর যাত্রী নিরাপত্তা স্বার্থে ক্লোজ সার্কিট টিভি বসানোর কাজ চলছে।

বর্ধমান

- দুর্গাপুরে ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্টের একাডেমিক ব্লক তৈরির জন্য জমি পাওয়া গেছে। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষ টেন্ডার ডেকে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করবে।
- সমুদ্রগড় : এই গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রটির উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।
- কালনা : স্থানীয় মন্দিরটির আলোকসজ্জার জন্য আগামী দিনে অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বীরভূম

- বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রসবন এলাকাটির উন্নয়ন এবং সংস্কার করে কিছুদিনের মধ্যেই তা নতুন করে উদ্বোধন করা হবে।
- শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ থেকে নতুন প্যাকেজ ট্যুর চালু করা হয়েছে।
- তারাপীঠ এবং শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে পর্যটন সম্ভাবনার বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর

- ঝাড়গ্রাম জাদুঘরটির উন্নয়নের জন্য পর্যটন দফতর বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই বাড়িটির সংস্কার এবং পরিবর্ধনের কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হবে। তারপর আদিবাসী তপশীলি মানুষদের বিভিন্ন হাতের কাজের সম্ভার নিয়ে এই মিউজিয়ামটিকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

কলকাতা

- ১২ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ২ জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে পাক স্ট্রিট এলাকাটিকে আলোর মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- গঙ্গার ধারে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে আরআইটিএস, পুরসভা এবং সামরিক বাহিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ কলকাতার দিকে গঙ্গার পাড় সাজানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।
- **সুতানুটি ট্রেইল :** কলকাতা ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।
- কলকাতা থেকে মাইথন পর্যন্ত নিয়মিত প্যাকেজ ট্যুর চালু করা হয়েছে।
- **শহিদ মিনার :** এই ঐতিহাসিক স্মারকটির মেরামতির জন্য পূর্ত দফতরকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।
- টিপু সুলতান মসজিদ, সেন্ট জোহন চার্চ, পুলিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি হেরিটেজ এলাকায় উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলো দীর্ঘ বাতিস্তম্ভের মাথায় স্থাপন করে এলাকা আলোকজ্জ্বল করার ব্যবস্থা হয়েছে।
- ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং সাউথ পার্ক গোরস্থানে আলো এবং ধ্বনির মাধ্যমে বিশেষ শো আয়োজন করে ইতিহাস তুলে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পর্যটকদের সুবিধার্থে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব, দিগনির্দেশক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত বোর্ড লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে।
- গঙ্গাবক্ষে এবং সুন্দরবন পর্যন্ত পর্যটন দফতরের উদ্যোগে প্রমোদতরণীতে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলোয় এই উদ্যোগ বিশেষ মাত্রা পাবে।
- পুজোর দিনগুলোয় কলকাতার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখতে পর্যটকদের জন্য বিশেষ বাস চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগর

- গঙ্গাসাগর মেলায় আগত দেশ-বিদেশের যাত্রীদের সুবিধার্থে ১৪টি উচ্চ বাতিস্তম্ভ মেলাপ্রাঙ্গন আলোকিত করেছে।
- অস্থায়ী শৌচাগারের পাশাপাশি এবারই প্রথম ৪টি ভ্রাম্যমান শৌচালয়, ৩টি স্থায়ী শৌচালয় ও সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়।
- একটি সুবিশাল ছাউনি স্থাপন করা হয়। যেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে পেরেছেন।
- মেলা উপলক্ষ্যে প্রিপেড ট্যাক্সি বুথেরও ব্যবস্থা করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর

- RITES-এর পক্ষ থেকে এই জেলার পর্যটন সম্ভাবনা সম্বলিত একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

● মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২০১২ সালে জানুয়ারি মাসের ১৩ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত দিঘার সমুদ্র সৈকতে একটি বীচ ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বিশেষ ট্যুর-প্যাকেজের আয়োজন করা হয়। দিঘা এবং মন্দারমণিতে পর্যটক বিনোদনের জন্য বিভিন্ন জলক্রীড়ারও আয়োজন করা হয়।

● উদয়পুর সমুদ্র সৈকতের কাছে অভিযাত্রী পর্যটকদের জন্য ১.৯৪ কোটি টাকা ব্যায়ে ৪০টি সুইস-কটেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● নন্দকুমার থেকে দিঘা পর্যন্ত পর্যটক পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০টি এলাকার দিক নির্দেশক চিহ্নসহ বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত বোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

● পর্যটক আকর্ষণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সমুদ্র সৈকত রাতে আলোকিত রাখার জন্য সু-উচ্চ বাতিস্তম্ভে জোরালো আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● সৈকতাবাসের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর করে তোলার কাজ চলছে।

● দিঘা রেল স্টেশনের সামনে এবং সমুদ্র সৈকতের উপর বেশ কিছু ছাউনি এবং কিয়স্ক তৈরির কাজ চলছে।

● দিঘা ট্যুরিস্ট লজটিকে মেরামত করে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে।

● সমুদ্র তীরবর্তী দোকানগুলির ছাদ যাতে একই রকম ও আকর্ষণীয় লাগে তারজন্য প্রতিটি দোকানোর ছাউনি নতুনভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আইআইটিএফ

● দিল্লিতে অনলাইন পদ্ধতিতে বুকিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

● পর্যটনে সম্ভাব্য লগ্নি টানতে কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ বছর নিম্নলিখিত উৎসবগুলি পালিত হয়েছে এবং আগামী দিনে হবে

- ঘুড়ি উৎসব : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১
- কলকাতা ক্রিসমাস উৎসব, ১২, ১৮, ২৫ ডিসেম্বর ২০১১
- মুর্শিদাবাদ : হেরিটেজ উৎসব ১৭, ১৮ ডিসেম্বর ২০১১
- বিষ্ণুপুর উৎসব : ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১১
- ঝাড়গ্রাম যুব ও পর্যটন উৎসব : ১১-১২ জানুয়ারি ২০১২
- দিঘা বীচ উৎসব : ১৩ থেকে ১৬ জানুয়াতির ২০১২
- দার্জিলিং চা ও পর্যটন উৎসব ২০ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ৫ জানুয়ারি ২০১২

মেলা

● কলকাতা, নিউদিল্লি, আমেদাবাদ, মুম্বাই-এ পর্যটন মেলা করা হয়েছে।

● ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানী শহরে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছে।

আবাসন

ভূমিকা

বিবিধ সামাজিক আবাসন প্রকল্পগুলির ভাবনা ও রূপায়ণ করার বিস্তারিত কাজগুলি করে আবাসন দফতর। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ এবং আবাসন ডিরেক্টরটের মাধ্যমে এই কাজ হয়। আবাসন দফতরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আরও দুটি ডিরেক্টরেট আছে—১) এস্টেট ডিরেক্টরেট, ২) ব্রিক প্রোডাকসন ডিরেক্টরেট। এস্টেট ডিরেক্টরেট-এর কাজ হল বিভিন্ন আবাসনের পরিচালনা ও দেখভাল করা। পরেরটির কাজ হল ভালো মানের ইট তৈরি করে সরবরাহ করা। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির লোকেদের জন্য ৫২ হাজার বাসস্থান তৈরি করার কাজ করছে আবাসন দফতর। এই প্রকল্পের নাম **গীতাঞ্জলি**।

সাফল্য

- পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর— এই তিন জেলার জঙ্গলমহলের মানুষদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ২৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ভাবা হয়েছিল। এখন প্রকল্প বাবদ সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে ১২৭.৬১ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সংখ্যালঘুদের জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে আবাসন গড়ে দেওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এখন নদিয়া, হুগলি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই পাঁচটি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ জন্য অর্থ বরাদ্দ ৬৫.৬০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩৩.২৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- জেলা হাসপাতালগুলোয় গরিব রোগীর আত্মীয়দের রাতে থাকার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে আবাসন দফতর। যেসব আত্মীয়রা হাসপাতালে রোগী দেখতে আসেন কিন্তু তাঁদের থাকার জন্য কম পয়সায় কোনও ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যেই এমন ৫টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
- অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য প্রকল্পে ৪,৯৪২টি বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং ১,৯২৮টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এতে মোট খরচ হবে ১১৬.১৭ কোটি টাকা।
- গ্রামের দিকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য গৃহ প্রকল্পে ৪১,৫৫১টি বাড়ি তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্রকল্পের মোট খরচ ৩৫৫.৫৬ কোটি টাকা।
- রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ভাড়া দিয়ে থাকার জন্য ফ্ল্যাট বানানো হচ্ছে। ৮০০ ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের মোট খরচ ৪৯.৫৬ কোটি টাকা।
- কুষ্ঠিয়া এলআইজি গর্ভনমেন্ট হাউজিং এস্টেটে অডিটোরিয়াম গড়া হবে। এতে খরচ হবে ১.৯২ কোটি টাকা।
- রাজারহাটের নিউ টাউনে নিম্ন আয়ের লোকেদের জন্য ভাড়া দিয়ে থাকার ৪৮টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে। খরচ হবে ২.৯৬ কোটি টাকা। মধ্য আয়ের লোকেদের জন্য তেমন ভাড়া দিয়ে থাকার জন্য ৪৮টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে। এতে মোট খরচ হবে ৪৯.২১ লক্ষ টাকা।
- দুর্গাপুরে কর্মরত মহিলাদের থাকার জন্য একটি হোস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। ৪০ জন থাকতে পারবেন। মোট খরচ হবে ১.৫২ কোটি টাকা।
- কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়দের জন্য একটি নাইট শেল্টার তৈরি করা হবে। মোট খরচ হবে ২.০৪ কোটি টাকা।
- বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ যে সব জায়গায় বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেগুলি হলো— ১) দুর্গাপুরে শিল্প কানন ২) রাজারহাটে নিউটাউনে সান-রে, ৩) বেহালার সরশুনায়, ৪) ঠাকুরপুকুরে প্রান্তিক পর্ব-৫ (ক)

সিদ্ধান্ত

রাজ্য সরকার গরিব মানুষদের জন্য ১০ লক্ষ আবাসন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। আবাসন দফতর আগামী ৫ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে অতি দুর্বল/ নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী পরিবার এবং বনাঞ্চলের আদিবাসী এদের জন্য ৫ লক্ষ আবাসন তৈরি করবে।

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ

ভূমিকা :

নতুন সরকারের কার্যকালে, বর্তমান কালের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 'টার্গেট গ্রুপ'-দের বহুবিধ সুযোগ প্রসারিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগের পক্ষ থেকে কিছু প্রকল্পের পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বেকার অপেক্ষমান কিছু পদক্ষেপ এই বছরের মে মাসের পরবর্তীকালে কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাফল্য :

- গতানুগতিকভাবে চালু থাকা প্রায় অধিকাংশ প্রকল্পগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী হল 'শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ প্রকল্প'-২০০৯-১০ আর্থিক বছরে যার মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ছিল প্রতিমাসে ১০০ টাকা, তা ৩০০ টাকা করা হয়েছে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রকল্পটি নতুন সরকারের কার্যকালে সংশোধন করা হয়েছে। এর জন্য এককালীন অনুদান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করা হয়েছে।
- এই বছরের জুলাই মাসে 'পি পি পি' মডেলে প্রতিটি জেলায় মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ হোম স্থাপনের বিষয়টি সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে।
- বহু বৎসর যাবৎ অক্ষম ভাতার বিপুল সংখ্যক আবেদন পত্র অপেক্ষমান তালিকায় আছে। সেই কারণে, বর্তমান সরকার অক্ষম ভাতা-র কোটা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শিশু কল্যাণ :

- অকার্যকর হয়ে থাকা ১৬০টি নতুন আই.সি.ডি.এস. চালু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জঙ্গলমহলের ২৩টি মাওবাদী অধ্যুষিত ব্লকে সার্বিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে এই বিভাগ উক্ত এলাকায় আই.সি.ডি.এস.-এর অধীনে সকল শূন্য পদগুলি পূরণ করতে চলেছেন।
- এই বছরের আগস্ট মাসে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকাদের অতিরিক্ত সাম্মানিক-এর হার ৮৫০ টাকা থেকে বর্ধিত করে ১৩৫০ টাকা করার আদেশনামা জারি করা হয়েছে। এর ফলে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা ৩৮৫০ টাকার বদলে ৪৩৫০ টাকা এবং সহায়িকারা ২৩৫০ টাকার স্থানে ২৮৫০ টাকা পাবেন।
- ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের ও গর্ভবতী এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত মায়েদের জন্য সহায়ক পুষ্টি প্রকল্পের অধীনে একই রকম প্রচলিত খিচুড়ি-খাদ্যের একঘেয়েমি দূর করার লক্ষ্যে বর্তমান খাদ্য-তালিকাটির পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিগত ছয় মাসে উপভোক্তার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৮ লক্ষ থেকে ৮২ লক্ষ হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নতুন প্রকল্প 'আই.সি.পি.এ.'-এর রূপায়ণে সার্বিকভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে 'সুসংহত পথশিশু প্রকল্প', 'জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট স্কীম', 'দত্তক দান প্রকল্প' প্রভৃতি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে আলাদা আলাদা না রেখে একই ছাতার নীচে এনে অবহেলিত শিশুদের আরও উন্নততর পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিগত ছয় মাস সময়কালে 'জুভেনাইল জাস্টিস্ অ্যাক্ট-২০০০'-এর যথাযথ রূপায়ণের লক্ষ্যে এই বিভাগ সকল জেলায় 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি' এবং 'জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড' গঠন করেছে।
- সরকার কিশোরীদের স্বশক্তিকরণ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রকল্প 'রাজীব গান্ধী স্কীম ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অব অ্যাডোলিসেন্ট গার্লস' (সবলা) এই রাজ্যে রূপায়িত হচ্ছে।
- ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত 'কিশোরী শক্তি যোজনা'-র অধীনে ২০১১-১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ২২৭.৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন।
- সকল সরকারি হোমে শিশুদের উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন সরকার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সহযোগিতায় শিশুদের জন্য 'মেডিক্লেইম পলিসি' রূপায়ণ করতে চলেছেন।
- গত বছরের অপেক্ষমান তালিকায় থাকা নারীদের অর্থনৈতিক স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে ২৩টি 'স্বাবলম্বন' প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

- ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন, আর.আই.ডি.এফ. এবং সম্প্রতি এন.জি.এন.আর.ই.জি.এ.-র মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে ১০৮৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পাকাবাড়ি করা হচ্ছে।

নারী কল্যাণ

নারীদের হিংসা থেকে সুরক্ষা এবং তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত করা, অর্থনৈতিক স্বশক্তিকরণ এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে এই কল্যাণ ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রকল্প রয়েছে। সরকারের কার্যকালে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত/পদক্ষেপগুলি গৃহীত হয়েছে।

বৈধব্যভাতা

- 'নারীদের গার্হস্থ্য হিংসা থেকে প্রতিরোধ আইন'-এর রূপায়ণে ইতিপূর্বে চুক্তিভিত্তিক ২০টি 'প্রটেকশন অফিসার'-এর পদ আগামী তিন বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সাম্প্রতিককালে গৃহীত প্রান্তিক সমীক্ষা অনুযায়ী অগ্রণী ভিত্তিতে দুটি জেলা যথা জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়ার ১০৮২১১ জন মহিলাদের সুবিধা প্রদানের জন্য 'ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা'-র অধীনে মহিলাদের গর্ভধারণের পূর্ববর্তী অবস্থায় যত্ন নেওয়ার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু করেছে।
- এল.আই.সি.-এর 'অঙ্গনওয়াড়ী কার্যকরী বীমা'-র পূর্ণ সুবিধা সকল যোগ্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকাদের প্রদান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, আগে এই বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি বলেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।
- ন্যাশনাল মিশন ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন (২০১০-১৫) : মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং শিক্ষাগতভাবে স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্টেট মিশন অথরিটি' (এস.পি.এ.) এবং 'স্টেট রিসোর্স সেন্টার ফর উইমেন' (এস.আর.ডব্লিউ.) গঠনের অনুমোদন দিয়েছেন। সি.আর.সি.ডব্লিউ. জন্য চুক্তিভিত্তিক কৃত্যকারী নিয়োগের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
- যৌনকর্মী এবং যৌনতার শিকারগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসন : মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যৌনকর্মী এবং যৌনতার শিকারগ্রস্ত মহিলাদের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প প্রণয়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং সকল রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশিকা জারি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দফতরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের একটি উদ্ভাবন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বছরে রেজিস্টার, সুপ্রিম কোর্টের অনুকূলে এই সরকার ৫.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর ও প্রদান করেছেন।
- বিভীষিকাময় মানুষ পাচার, বিশেষত, নারী ও শিশু প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পুলিশ/আইন বলবৎকরণ শাখা এবং এস.এ.এল.এস.এ./ বিচার ব্যবস্থা-র উন্নততর মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্র

এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি হলো : ভবঘুরেদের ভরণপোষণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা, জনসচেতনতা শিবির, প্রাক্তন-সেনাকর্মী কল্যাণ, নগর অনিকেত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়দান। বিগত ৬ মাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ :

- বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুসারে ২০১২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সমস্ত ভবঘুরে আবাসের সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- পাঁচ লক্ষের অধিক জনসংখ্যাযুক্ত নগরে বসবাসকারী অনিকেত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে এই দফতর আসানসোল, হাওড়া এবং কলকাতায় এই ধরনের আশ্রয়স্থল তৈরির লক্ষ্য স্থির করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, বেলেঘাটার কুষ্ঠ-ভবঘুরে হোম-এর এক অংশ আনুমানিক ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে সারিয়ে তোলা হচ্ছে।

যে প্রকল্পগুলি আগামী কয়েকমাসে চালু হওয়ার সম্ভাবনা

১। শিশু অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক রাজ্য কমিশন গঠন।

২। প্রতিবন্ধী প্রশস্তিপত্র প্রদানের নিয়মাবলীর সরলীকরণ।

৩। সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের রাজ্যব্যাপী জনসচেতনতা শিবিরের প্রসার।

৪। কর্মচারীদের মধ্যে আই.সি.টি. এবং ই-পরিষেবা সহ নতুন কর্মধারার প্রবর্তন।

৫। জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়া জেলায় '১০০০-দিন প্রকল্প'-এ আই.জি.এম.এস.ওয়াই. পরিকল্পনা রূপায়ণে সিনি এবং ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে অপুষ্টির মতো প্রধান সমস্যার নিরসনে অগ্রণী প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বন

সূচনা

এই দফতরের প্রধান কাজ হলো, রাজ্যে জীববৈচিত্র্য, বনসম্পদ এবং বন্যপ্রাণ রক্ষায় বিভিন্ন নীতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ। যা মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণের বৈরীতার সম্পর্ককে ধ্বংস করে একটা সুস্থ, স্বাভাবিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। বনবাসী মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি বনসম্পদ, বন্যপ্রাণ প্রকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করবে।

সাফল্য

- **বৃক্ষরোপণ**— ৯,৪১০ হেক্টর জমিতে বৃক্ষরোপণ প্রকল্পের কাজ হয়েছে।
- **রক্ষণাবেক্ষণ**— নতুন বৃক্ষরোপণ প্রকল্পের পাশাপাশি চারাগাছগুলির রক্ষার কাজ চলছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৩৫ হেক্টর জমিতে দ্রুত বেড়েওঠা 'পালপউড' বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- **সিট্রোনেলা ঘাস ও হলুদ গাছ**— উত্তরবঙ্গের ১৩০ হেক্টর জমিতে সিট্রোনেলা এবং ১০ হেক্টর জমিতে হলুদ গাছের চাষ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেরও বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে সিট্রোনেলা ঘাসের চাষ করা হয়েছে
- **কাঠ নিলাম**— উত্তরবঙ্গের ২৩টি বনাঞ্চল এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গল থেকে পাওয়া কাঠ নিলাম করে ৭৭.৬ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

- **চেরাই কাঠ বিক্রয় কেন্দ্র**— দার্জিলিং, কালিম্পং, ভুট্টাবাড়ি এবং কার্শিয়াং-এ চেরাই কাঠ বিক্রয় কেন্দ্রগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছে।
- **বনজ**— কাঠ ছাড়া বনভূমি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বনসম্পদগুলিকে 'বনজ' এই পণ্য চিহ্ন (ট্রেডমার্ক)-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে নতুন চারটি ভেষজ পণ্য— ত্রিকাটুচূর্ণ, নিমতেল, অর্জুন-চা এবং আর্য়ুবেদিক শ্যাম্পু। এছাড়াও সিট্রোনেলার তেল থেকে ফিনাইল এবং হাত ধোওয়ার সুগন্ধি তৈরি করা হয়েছে।
- **নতুন বিপণনকেন্দ্র**— বনসম্পদ বিক্রির লক্ষ্যে দুটি নতুন বিপণনকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আর্য়ুবেদিক গাছপালা থেকে নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরির লক্ষ্যে একটি গবেষণাগারও করা হয়েছে।
- **দার্জিলিং চিড়িয়াখানা**— দার্জিলিংয়ের ঐতিহাসিক চিড়িয়াখানাসহ কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার উন্নয়নে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্যের উন্নয়নেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ডাওহিল এলাকায় একটি স্যাটেলাইট চিড়িয়াখানা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।
- বন্য প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে বৈরীতা ঠেকাতে বনদফতরের কর্মীদের বার বার বিভিন্ন ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এইসব অনভিপ্রেত ঘটনার সংখ্যা কমাতে এবং উভয়পক্ষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি 'ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড' গঠন করা হয়েছে।
- সুন্দরবনের ব্যাঘ্র সংরক্ষণ বনদফতরের বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ। এই ব্যাঘ্র সংরক্ষণ যাতে আরও ভালোভাবে করা যায় তারজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চোরা-শিকারিদের দৌরাত্মরোধ, বাঘেদের ব্যবহার এবং হাঁটাচলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, জঙ্গলের মধ্যে মিষ্টিজলের পুকুরগুলির উন্নতি করা প্রভৃতি।

- জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়ার কাছে গারোচিরা গ্রামে একটি নতুন ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে ভ্রমণার্থীদের জন্য ১২ শয্যার স্থায়ী ব্যবস্থা রয়েছে। তবে অস্থায়ীভাবে এই সজ্জাসংখ্যা বাড়িয়ে ১০৪টি করারও ব্যবস্থা হয়েছে।
- **নদীবাঁধ**— কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীবাঁধ প্রকল্পটির কাজ এবং বোল্ডার দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ শেষ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় খাল বা নালার ওপর একাধিক ছোট ছোট বাধ তৈরি হয়েছে।
- এন আর ই জি এস-এর অর্থ সাহায্যে রাজ্য বনদফতর বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য পেয়েছে। (১১.৯০ কোটি টাকা খরচ করে ৭.৫০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে)।
- পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের অর্থ সাহায্যে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল এলাকার মানুষকে লাক্ষা চাষে উৎসাহিত করতে ৩,২৭১ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে লাক্ষা বীজ দেওয়া হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

- ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনটিগ্রেটেড ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড বায়ো-ডায়ভারসিটি কনজারভেশন প্রকল্প বাবদ জে আই সি এ থেকে ৪০৬ কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর একপ্রস্থ সই-সাবুদও হয়ে গেছে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসেই বিষয়টি নিয়ে সমঝোতাপত্র (মউ) সই হবার সম্ভাবনা।
- ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট ফর ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং অব পার্সোনেল— এই প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হিজলির বন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এবং দার্জিলিং জেলার দাওহিলে বন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই বাবদ ৯ কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে।
- সুন্দরবনের বন্যপ্রাণ, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল, আদিবাসী মানুষ-সহ গোটা বনাঞ্চলের সামগ্রিক সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি অনুদান পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থমূল্য প্রায় ১.৫ কোটি। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আই ইউ সি এন) থেকে এই অনুদান আসছে।
- ডিসেম্বর মাস থেকেই সুন্দরবন এলাকায় কুমির-সুমারির কাজ শুরু করা হয়েছে।

সংশোধন প্রশাসন

সূচনা :

পশ্চিমবঙ্গের কারেকশনাল সার্ভিস অ্যাক্ট ১৯৯২ অনুযায়ী সমস্ত কারাগারগুলিকে সংশোধনাগার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য এই সংশোধনাগারে আটক বন্দিদের শুধুমাত্র আটকে রাখা নয় বরং তাঁদের সংশোধন করে সমাজের মূলস্রোতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করা। তাই সংশোধনাগার আর নিছক শাস্তি দেওয়ার কেন্দ্র নয়। বরং এখানে আটক বন্দিদের নতুন করে সংশোধিত জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা এবং অতীতে তাঁরা যে যা অপরাধ করেছেন সেই অপরাধগুলি যাতে আগামী দিনে আর তাঁরা না করেন তার জন্য সমস্ত রকম ভাবে তাঁদের বোঝানো, উদ্বুদ্ধ করা এবং সংশোধিত করা।

সাফল্য

- **নির্মাণ :** নদীয়ার তেহট্ট এবং পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর উপ-সংশোধনাগার দুটিতে নতুন নির্মাণ কাজ চলছে। এ বছরের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে।
- **নিরাপত্তা :** সংশোধনাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার এবং সময়োপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন সংশোধনাগারে জ্যামার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশোধনাগারের মধ্যে আটক বন্দিরা যাতে বেআইনিভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ :** রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আরআইসিএ) এবং ওয়ার্ডার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ডব্লিউটিআই)-এর উদ্যোগে বেশ কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১) কর্মরত কারা অফিসারদের প্রশিক্ষণদান; ২) কর্মরত কন্ট্রোলার এবং সহকারী কন্ট্রোলারদের প্রশিক্ষণদান; ৩) ওয়েলফেয়ার অফিসার/মনস্তত্ত্ববিদ/পিএসিও প্রভৃতি পদমর্যাদায় কর্মরতদের প্রশিক্ষণদান; ৪) সংশোধনাগার পরিচালন পদ্ধতিকে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ; ৫) কর্মরত সংশোধনাগারের অফিসারদের 'দেখে-শেখা' বিষয়ে প্রশিক্ষণদান; ৬) 'জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন' সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং ৭) নিরাপত্তা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণদান।
- **বাল্মিকী প্রতিভা :** সংশোধনাগারে বন্দি ৩৫ জন পুরুষ এবং ১০ জন মহিলা, এই ৪৫ জনের একটি দল রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য বাল্মিকী প্রতিভা মঞ্চস্থ করে ইতিমধ্যেই রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চলতি বছরে এই নৃত্যনাট্য ৩৭ বার মঞ্চস্থ হয়েছে। এর মধ্যে রাজধানী শহর নয়া দিল্লির প্রগতি ময়দানে নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১১ উপলক্ষ্যে সংশোধনাগারের বন্দিরা এই নৃত্যনাট্যটি উপস্থাপন করে বিরাট সাড়া ফেলে দিয়েছেন।
- **মিউজিক :** দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দিদের নিয়ে ইতিমধ্যে একটি লোকসংগীতের ব্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যান্ডের বিভিন্ন গান সম্বলিত প্রথম অ্যালবামটি মুক্তির অপেক্ষায়।
- **অঙ্কন :** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দিদের আঁকা ছবি নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাঁচীতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১২ নভেম্বর ২০১১ থেকে তিন দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনী দেখতে প্রচুর মানুষ জমা হন।

- **বৃত্তিমূলক শিক্ষা :** সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৫০ জন বন্দিকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৩ মাসের এই প্রশিক্ষণসূচিতে ছিল অফসেট প্রিন্টিং, প্রেস চালানো এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়।
- **বন্দি কল্যাণ :** রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে ৭ জন মানসিক অসুস্থ রোগী বন্দি-দশা কাটাচ্ছেন। তাঁদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও আত্মীয়-পরিজনরা কেউ তাঁদের নিয়ে যেতে চাইছেন না। এই রকম বন্দিদের পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যেই মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিভিন্ন হোমে পাঠানো হয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনির্ভাসিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং হুগলি জেলা সংশোধনাগারের বন্দিদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য আগামী প্রকল্প

নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে—

১) জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের নতুন কমপ্লেক্সের ভিতরে একটি ছোট স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে।

২) বালুরঘাট জেলা সংশোধনাগারের প্রাচীর বরাবর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে আলো লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৩) উলুবেড়িয়া উপ-সংশোধনাগারে কয়েকটি ব্যারাক তৈরি করা হবে।

৪) আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে অভ্যন্তরে বেশকিছু মেরামতির কাজ সহ সমাজকল্যাণ বিষয়ক ঘরটির উন্নয়ন করা হবে একই সঙ্গে শিশুদের খেলার জায়গাটিও উন্নতি ঘটানো হবে।

৫) লালবাগ উপ-সংশোধনাগারের মধ্যে ৬০ জন বন্দির থাকার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি নতুন ওয়ার্ড তৈরি হবে।

৬) আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে বন্দিদের জন্য 'সিমলেস টেলিফোন ব্যবস্থা' চালু করা হবে।

৭) কাটোয়া উপ-সংশোধনাগারে আরও বেশি বন্দিকে রাখার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

৮) কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারের কয়েদিদের সমবেত হবার জায়গাটির উন্নয়ন ঘটিয়ে নতুন করে তৈরি করা হবে।

৯) রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারের অভ্যন্তরে চারদিকের দেওয়ালকে উন্নত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

১০) হুগলি জেলা সংশোধনাগারের মধ্যে একটি হাসপাতাল বাড়ি তৈরি করা হবে।

১১) বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মধ্যে পুরুষ বন্দিদের জন্য একটি ২০ শয্যার হাসপাতাল করা হবে।

১২) ইনস্টিটিউট অব কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর আঞ্চলিক শাখায় যারা ট্রেনি হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তাদের জন্য হস্টেল তৈরি হবে।

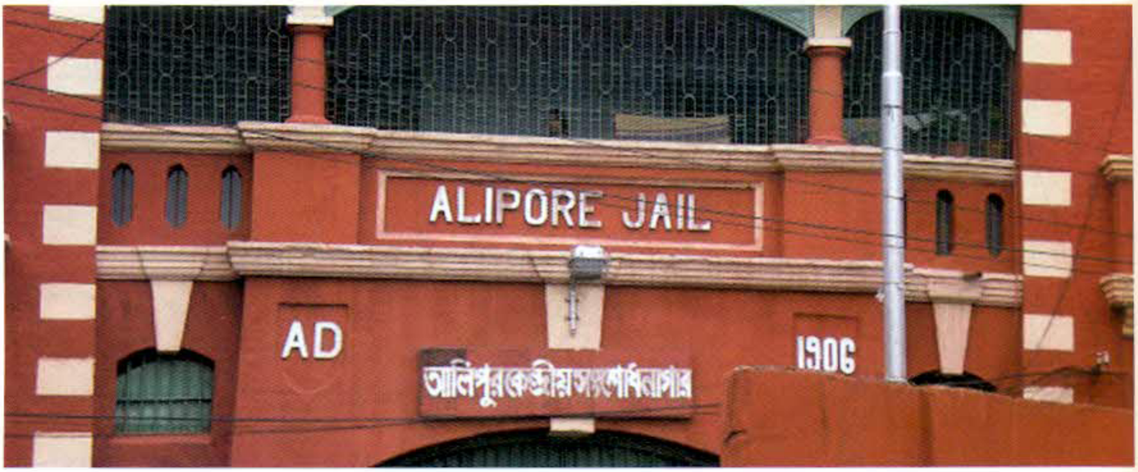

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন

সূচনা

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যান পালনে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা বিরাট। কাঁচা মালের সরবরাহ ঠিক রাখা গেলে এই ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য আসার সম্ভাবনা। এই দিকে সরকার নতুন করে দৃষ্টি দিয়েছে। এই শিল্পের যাতে ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটে এবং তা আরও আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত হয় তার জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

সাফল্য

১। উত্তর ২৪ পরগনায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়া হয়েছে। সেখানে ৭০ জন কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২। দার্জিলিং, মালদা, জলপাইগুড়ি, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে একদিনের সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে ১ হাজার জন যোগদানকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩। বীরভূমের নলহাটিতে মুড়ি তৈরির জন্য একটি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী দিনের প্রকল্প

* ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

১। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে ঘি, নুডলস তৈরির প্রকল্প।

২। উত্তর ২৪ পরগনা এএসডিও কর্তৃক চানাচুর ও স্ন্যাকস তৈরির প্রকল্প।

৩। হাওড়ায় এপিএস কর্তৃক স্ন্যাকস এবং কুকিজ তৈরির প্রকল্প।

  * পূর্ব মেদিনীপুরের দড়িয়াচক সোসাইটি কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
  * ৬-টি জেলায় মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বাণিজ্যিকস্তরে উৎসাহদান।
  * মালদায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর ও জোনাল অফিস গড়ার উদ্যোগ।

উদ্যান পালনে সাফল্য

* রাজ্যের পশ্চিম অংশে অনুর্বর জমি সম্বলিত জেলাগুলিতে ১৫০ হেক্টর জমিকে ফলচাষে উপযোগী করে তোলা, আম চাষে উৎসাহদান (৩৫ লক্ষ টাকা)।
* দুটি নতুন উদ্যান পালন সম্পর্কিত নার্শারি তৈরি (৩ লক্ষ)
* উদ্যান পালনের এলাকা প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৬টি পুকুর খনন (৯.৬৯ লক্ষ)
* ২৫০ হেক্টর জমিতে দীর্ঘদিনের পুরোনো আম গাছগুলিকে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ফলন বৃদ্ধির উপযোগী করে তোলা (৩৬ লক্ষ)।
* ৩৫টি জৈব সার উৎপাদক ইউনিট গঠন (১১ লক্ষ)
* আধুনিক উদ্যান পালন বিদ্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ২০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ দান (৩.৮ লক্ষ)
* একটি ২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত গুদাম গড়ে তোলা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে গড়বেতায় (২৫.৬)।
* ২টি বহুমুখী হিমঘর গড়া হয়েছে নদীয়ার সিমুরালি এবং মালদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টারে। এই দুটি হিমঘরের ক্ষমতা যথাক্রমে ৩ হাজার এবং ৭৫০০ মেট্রিক টন (১৯২ লাখ)।

উদ্যানপালনে আগামী প্রকল্প

ক) হুগলিকে একটি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা (১৬.৩৮ লক্ষ)।

খ) পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে একটি আধুনিক হিমঘর স্থাপন (২৩ লক্ষ)।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্গত প্রকল্পের সাফল্য

* দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে একটি ফলন পরবর্তী প্রসার (Post Harvest Dissemination Centre) কেন্দ্র গড়ে তোলা (৯৯.৩২ লক্ষ)।
* বাঁকুড়া এবং নদীয়ায় 'গ্রামীণ বাজার' এবং 'পান মান্ডি' তৈরি করা (৩০২ লক্ষ)।
* নদীয়ায় সবজির বীজ উৎপাদন কেন্দ্র গঠন (১৮.৫৪ লক্ষ)।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আগামী প্রকল্প

* কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বহরমপুরে সংশোধনাগারে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে চাষে উদ্যোগ (৫১.২০ লক্ষ)।
* মুর্শিদাবাদে প্রযুক্তি ও কারিগরি কেন্দ্র গঠন (১৫১.৫ লক্ষ)
* মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে প্রায় ৮৫০০ জন কৃষক-উৎপাদক-কে নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা।

সিঙ্কোনা ও ঔষধি গাছের চাষে সাফল্য

* মিরিকে বানকুলুং-এ ১০ হেক্টর জমিতে আনারসের চাষ করা হয়েছে।
* ২০ হেক্টর জমিতে নতুন করে কমলালেবু চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
* ১০০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ, চিরতা প্রভৃতির চাষ করা হয়েছে।
* ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ প্লানলেট টিস্যু কালচার করার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১ লক্ষ করা হয়েছে।
* ৬৩ হেক্টর জমিতে ন্যাশানাল মিশন পর মেডিসিনাল প্ল্যান্টস-এর সহায়তায় জটামুনসী, কুথ, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, কালমেঘ, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি ঔষধির চাষ করা হয়েছে।

আগামী প্রকল্প

* ঔষধি গাছ dioscorea-এর চাষ।
* উদ্যান শ্রমিকদের জন্য আধুনিক গৃহ নির্মাণ।
* সিঙ্কোনা চাষিদের এবং শ্রমিকদের জন্য পানীয় জল শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।
* কৃষি ক্ষেত্রকে আবর্জনামুক্ত করা।

উপসংহার

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন ক্ষেত্রে রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলায় যাতে উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে যায় সেই লক্ষ্যে আরও আধুনিক এবং সুচিন্তিত পদ্ধতিতে দফতরের কাজকর্ম চলছে। কৃষক, উৎপাদক, উদ্যোগপতিদের পাশাপাশি এই স্তরে যাতে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বৃদ্ধি ঘটে ও চাষিদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয় ঘটে সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দফতরে নতুন নতুন চিন্তা এবং উন্নত পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান পাঠ্যসূচি এবং পরিকাঠামোর সংস্কার শুরু হয়েছে। যেসব যুবক-যুবতীরা প্রথাগত শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি তাদের জন্য ১-৩ মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত করার উপযুক্ত করে তুলতে এই দফতর বদ্ধপরিকর।

প্রধান সাফল্য

১। পলিটেকনিক

- এবছর রাজ্যের পলিটেকনিক কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা ২ হাজার বাড়ানো হয়েছে।
- রাজ্যে আরও ১০টি নতুন সরকারি পলিটেকনিক কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- হলদিয়া পলিটেকনিক কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ও এগরা পলিটেকনিকের কাজ শেষ হবার পথে।
- বাঁকুড়া, কোলাঘাট এবং রতুয়াতে তিনটি পলিটেকনিক গড়ে তোলার জন্য ২ কোটি টাকা করে এবং গঙ্গারামপুরে একটি পলিটেকনিকের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে তুফানগঞ্জে একটি পলিটেকনিক গড়ার জন্য প্রাথমিক ভাবে ২ কোটি টাকা এবং রামগড়ে একটি পলিটেকনিক গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিকভাবে ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু দফতরের আর্থিক সহায়তায় ২টি পলিটেকনিক গড়ে তোলা হচ্ছে। বারুইপুর (যার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী) ও ডায়মন্ডহারবারে এই দুটি পলিটেকনিকের প্রতিটির জন্য ৬.১৫ কোটি টাকা করে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল মহকুমার শেখপাড়াতে এ আর রহমান সরকারি পলিটেকনিকের মানোন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং ৬.১ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের সহায়তায় ৫টি জেলায় ৫টি নতুন পলিটেকনিক গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি পলিটেকনিকের খরচ হবে ১২.৩ কোটি টাকা। এই জেলাগুলি হলো উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি ও বীরভূম। এই পলিটেকনিকগুলির জন্য উপযুক্ত জমির খোঁজ চলছে। এছাড়া, পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি এবং নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে ২টি পলিটেকনিক গড়ে তোলার জন্য জমি চিহ্নিত হয়ে গেছে।
- ২৫টি পলিটেকনিকে ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পে প্রতিটির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা করে অর্থ ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে।
- দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং, কালিম্পং ও মিরিকে ৩টি নতুন পলিটেকনিক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১টিতে রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে খরচ করা হবে।
- আইআইটি খড়গপুরের মডেল অনুসরণ করে প্রতিটি পলিটেকনিকে অত্যাধুনিক মানের যন্ত্রপাতি-সহ তথ্যপ্রযুক্তি পরীক্ষাগার গড়ে তোলা হবে।
- প্রতিটি কর্মচারীর (গ্রুপ- এ, বি, সি, ডি) অতীতে পোস্টিং কীভাবে হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। নতুন ট্রান্সফার নীতি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে। কয়েকটি ট্রান্সফার ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং বাকিগুলি ২০১২ সালের জানুয়ারির মধ্যে শেষ হবে।
- বর্তমান বছরে ভর্তির জন্য পরামর্শ প্রদান প্রক্রিয়া ছিল ১০০ শতাংশ স্বচ্ছ এবং কোন শাখা বা প্রতিষ্ঠানে তারা ভর্তি হবে সে ব্যাপারে কঠোরভাবে মেধামানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষা অধিকরণের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য Recruitment rules তৈরি করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিক কলেজে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য Recruitment rules তৈরি করা হয়েছে।

২। আইটিআই

- এবছর রাজ্যের আইটিআইগুলিতে আসন সংখ্যা ২ হাজার বাড়ানো হয়েছে।
- রাজ্যে আরও ১৫টি নতুন আইটিআই স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- ৬টি আইটিআই-এর ভবন/কর্মশালার নির্মাণ সম্পূর্ণ করবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ৬টি আইটিআই হলো, ১) হাওড়ার চেঙ্গাইলে, ২) বীরভূমের রামপুরহাটে, ৩) উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে, ৪) দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারিতে, ৫) পূর্ব মেদিনীপুরের দেশপ্রাণ ব্লকে এবং ৬) দক্ষিণ ২৪ পরগনার সারেঙ্গাবাদে।
- ভারত সরকারের সংখ্যালঘু মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তায় ৬টি আইটিআই এ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই আইটিআইগুলি

হলো, ১) দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে, ২) দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে, ৩) উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়াতে, ৪) হাওড়ার বাউরিয়াতে, ৫) মালদার কালিয়াচকে এবং ৬) উত্তর দিনাজপুরের পাঁজিপাড়াতে।

- শিমলিপাল, ঘাটাল, হবিবপুরে আইটিআই ভবনগুলোকে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে আসন্ন শিক্ষাবর্ষেই শিক্ষাপ্রদানের জন্য তৈরি করে ফেলতে কনট্রাক্ট ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগ করা এবং পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- রাজ্য বাজেটের অধীনে ৩টি আইটিআই-এর জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই ৩টি আইটিআই হল— ১) বাঁকুড়ার খাতড়াতে, ২) উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে, ৩) মালদার চাঁচল ২-তে। এছাড়া, হাওড়া জেলার শ্যামপুর-২ এলাকায় আইটিআই-এর ব্যাপারে প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।
- মেদিনীপুরের বর্তমান আইটিআই-টিতে ৯০ জন যুবক-যুবতীর ৩ মাসের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ, ৩০ জন যুবক-যুবতীর ১ থেকে ২ বছরের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এরকম ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।
- অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তায় দুটি নতুন আইটিআই গড়ার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই ২টি আইটিআই গড়ে উঠবে ১)পুরুলিয়ার বলরামপুরে এবং ২) পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে। এছাড়া, মগরাহাট-২, সিউড়ি ও কোচবিহারে ৩টি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে উঠবে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড় এলাকায় একটি নতুন আইটিআই এবং ২টি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।
- মডিউলার কর্মনিযুক্তি প্রকল্পে প্রায় ২০ হাজার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ এবং ভারত সরকারের এনসিভিটি থেকে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এই যুবক-যুবতীদের প্রায় ৪০ শতাংশের ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থান হয়েছে। দফতর উদ্যোগ নিচ্ছে যাতে ভারত সরকারের শ্রম দফতর রাজ্যের এই কোটাকে ২৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে বর্তমান অর্থবর্ষে ৪০ হাজার করে।
- বিভিন্ন আইটিআইতে নিয়োগের জন্য Recruitment rules তৈরি করা হয়েছে।

৩। কর্মমূলক শিক্ষা

- পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাঙ্ক একটি সমীক্ষা চালাচ্ছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত জরুরি এই ক্ষেত্রকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে উপযুক্ত বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি সামগ্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।
- ভারত সরকারের কাছে আমাদের দফতর প্রস্তাব করেছিল ২০১২ সালে শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণিতে ন্যাশনাল ভোকেশনাল এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেম ওয়ার্কের একটি পাইলট প্রজেক্ট শুরু করার ব্যাপারে। ভারত সরকারের মানব উন্নয়ন দফতর আমাদের রাজ্য ও হরিয়ানাকে এই অনুমোদন দিয়েছে।
- হোটেল শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কালিম্পং-এর চিত্রভানু ইন্সটিটিউটে। আইএল অ্যান্ড এফএস এবং এনএসডিসি-র সহায়তায় এই কর্মসূচি চলছে।
- আমেদাবাদ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনকে বস্ত্র মন্ত্রক ৪ কোটি টাকা অর্থ অনুদান দিয়েছে। এই টাকায় তারা কমপিউটারের সাহায্যে এমব্রয়ডারির ডিজাইন করার জন্য ১০টি মেশিন এবং আধুনিক মানের পোশাক তৈরির জন্য কমপিউটারের সাহায্যে ডিজাইন তৈরি করার ১০টি মেশিন সরবরাহ করবে।
- এনএসডিসি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশনের সহায়তায় দফতর ২টি শিক্ষাসূচি প্রস্তুত করেছে। এই শিক্ষাসূচির দুটি উদ্দেশ্য হলো মোবাইল ফোন সারানো, তথ্য-প্রযুক্তি, যা তাদের সল্টলেক কেন্দ্রে হবে এবং ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন নজরদারি যা তাদের মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে হবে। এই শিক্ষাসূচি দুটির মাধ্যমে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ হাজার জনকে এই দুটি কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাদের ১০০ শতাংশেরই কর্মসংস্থান হয়।
- এনএসডিসি-র নিরাপত্তা সংক্রান্ত পার্টনার সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে দফতর যুগ্মভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কর্মসূচিকে অষ্টম শ্রেণির পর পড়া ছেড়ে দেওয়া যুবক-যুবতীদের জন্য নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রাইভেট সিকিউরিটি রেগুলেশন অ্যাক্ট, ২০০৫ অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মমূলক প্রশিক্ষণ দেবার মাধ্যমে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দফতর দেশের বিভিন্ন প্রখ্যাত কর্মমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভূমিকা :

দফতরের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলি হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য দফতরগুলির বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রয়োজনে সহায়তা দেওয়া, রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে দ্রুততর করা, সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিস্তার ঘটানো, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

দফতরের ৩টি প্রধান সেল হলো— জিও ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড রিমোর্ট সেনসিং, বায়ো-টেকনোলজি অ্যান্ড টিস্যু কালচার এবং ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, যেখানে গবেষণা ও উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন কাজ দফতরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চালানো হয়। দফতরের নিজস্ব বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রাজ্য বিজ্ঞান ও কারিগরি কংগ্রেস আয়োজন করা, রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি।

জিও ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড রিমোর্ট সেনসিং সেল

মাল্টিসিজন স্যাটেলাইট ইমেজগুলি থেকে বিষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে আর্থ-সামাজিক তথ্যের সঙ্গে জিআইএস মাধ্যমে সমন্বিত করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলিকে মেটানো জিও ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড রিমোর্ট সেনসিং সেলের কাজ।

বর্তমানে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজকে সহায়তা করতে কাডাস্ট্রাল-স্তরে হাই-রেজিলিউশন তথ্য সংগ্রহ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিল্প স্থাপন ও অন্যান্য কাজের জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজে সরকারকে সহায়তা দেবার জন্যে জমি ব্যাঙ্ক গঠনের উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরির কাজ জরুরি ভিত্তিতে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্সঞ্চয় সম্পর্কিত ক্ষেত্রিক তথ্য, ভূগর্ভস্থ জলকে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এই রকম এলাকার চিহ্নিতকরণ এবং আর্সেনিক ও ফ্লুয়োরাইড আক্রান্ত এলাকাগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ বাড়তি গুরুত্বের সঙ্গে করা হচ্ছে।

যে সব প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজ চলছে

১। **ল্যান্ড ব্যাঙ্ক গঠন (দ্বিতীয় পর্যায়)**— পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের অধীনে প্রধান প্রধান ভূমির মুখ্য ব্যবহার এবং বিভাগ চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এই প্রকল্পে বর্তমানে ৭টি জেলায় চলছে। জেলাগুলি হলো মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর।

২। **পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতে জল সংরক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা তথা নবীকরণের উদ্দেশ্যে এলাকা চিহ্নিতকরণ**— পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতে চেকবাঁধ এবং অনুস্রবণ জলাধার নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্থান চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ধরনের ৬০টি প্রকল্পে নির্মাণ তথা পুনর্নবীকরণের জন্য ইতিমধ্যেই বাজেট বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা।

৩। **জাতীয় শহরাঞ্চল তথ্য ব্যবস্থা (এনইউআইএস)**— বর্তমান শহরাঞ্চলগুলি ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত জরুরি পরিকাঠামোর উন্নয়নের একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার কাজে পরিকল্পনাকারীদের সাহায্য করতে জিআইএস ভিত্তিক একটি তথ্য ভাণ্ডার খুবই সহায়তা করবে। দুর্গাপুর, কুলটি, বর্ধমান ও খড়গপুর এই চারটি শহর ও শিল্প এলাকার খুঁটিনাটি মানচিত্র (১ : ১০,০০০) তৈরি করার কাজ চলছে এবং এই ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৬.০৫ লক্ষ টাকা।

৪। **রাজীব গান্ধী জাতীয় পানীয় জল মিশন**— বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলি খরা প্রবণ। এই জেলাগুলির জন্য একটি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে মোট ৪১.৬৪ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫। **বাঁকুড়া জেলার অংশ বিশেষের জন্য কাডাস্ট্রাল স্তরে ক্ষেত্রিক তথ্য ভাণ্ডার গঠন**— বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের অনুরোধ ক্রমে এই জেলার দুটি ব্লক যথা বড়জোড়া ও গঙ্গাজলঘাটিতে পাইলট সমীক্ষা শুরু করা হয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনার জন্য উপগ্রহভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। এই জন্য মোট ৩২.৮৭ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬। **পুর তথ্য ব্যবস্থা**— বিধাননগর পুরসভার কাজে সহায়তার জন্য প্রশ্নভিত্তিক ব্যবহারকারীর পক্ষে সুবিধাজনক পুর তথ্য সংগ্রহের সফটওয়্যার প্যাকেজ তৈরি করা হচ্ছে। এ জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১২.৯৩ লক্ষ টাকা।

৭। **উপকূলে বিপদ/বিপর্যয় ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বসহ দিঘা-জুনপুট সমুদ্র উপকূল এলাকার সমতলভূমির ভূতাত্ত্বিক-পরিবেশগত মূল্যায়ন**— এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা, ডিউন বেল্টের চলাচল, বাঁধের বিপর্যয়, উপকূলের ক্ষয়, প্রাকৃতিক বিপদ/বিপর্যয়ের এলাকা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা। উপকূল অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর জন্য ৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৮। **বিপর্যয় প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে নদী পথের পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কে সমীক্ষা এবং পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে সমীক্ষা**— এই দুটি কর্মসূচির লক্ষ্য হলো নদীগুলির প্রবাহধারার পরিবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষা করা। যাতে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলি এবং নদী বাঁধ ভাঙনের স্থানগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং নদীগুলির প্রবাহ ধারার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। জমি ব্যবহারের ধরনের পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বিপর্যয়গুলির প্রভাব সম্পর্ক সমীক্ষা চালানো হবে। এই দুটি প্রকল্পের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ৭৭ লক্ষ টাকা।

৯। **কলকাতা শহরের জন্য ভূকম্পজনিত বিপদ মূল্যায়ন, ছোট ছোট এলাকার ভিত্তিতে বিপদ কতখানি আছে চিহ্নিতকরণ এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন**— 'কলকাতা শহরের জন্য ভূকম্পজনিত বিপদ মূল্যায়ন, ছোট ছোট এলাকার ভিত্তিতে বিপদ কতখানি আছে চিহ্নিতকরণ এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবের মূল্যায়ন' নামে একটি বহুমুখী এবং বহু প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে ভারত সরকারের ভূবিজ্ঞান দফতর। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য বৃহত্তর কলকাতা ভূকম্পজনিত প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা করা। এই প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ হলো ২৭.৮৫ লক্ষ টাকা।

১০। **গুটিপোকা চাষের উন্নয়নের জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থার প্রয়োগ**— এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরে গুটিপোকা চাষের উন্নয়ন এবং বিস্তারের জন্য উপযুক্ত এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা। এছাড়াও, এই প্রকল্পে গুটিপোকা চাষ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজও করা হবে। প্রকল্পটির মোট বাজেট বরাদ্দ ১৬ লক্ষ টাকা।

১১। **রাজ্য ক্ষেত্রিক তথ্য বিনিময় (এসএসডিআই)**— পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর একটি রাজ্য ক্ষেত্রিক তথ্য বিনিময় (এসএসডিআই) তৈরি করছে। এটি হলো কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রিক তথ্য ভাণ্ডার যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জেলা ক্ষেত্রিক তথ্য বিনিময় (ডিএসডিআই) এবং ব্লক স্তরের ক্ষেত্রিক তথ্য বিনিময় (বিএসডিআই)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। ক্ষেত্রিক তথ্যসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মানচিত্রসমূহ-কে মাধ্যমে ব্লক/গ্রাম পঞ্চায়েত/ জেলাস্তরে সংশোধনও যোগ করা হবে ও নতুন তথ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি দফতরের কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে রাখা হবে। রাজ্য ক্ষেত্রিক তথ্য বিনিময় (এসএসডিআই) প্রকল্পটিতে যুগ্মভাবে অর্থ সংস্থান করছে ভারত সরকার-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর। এ ব্যাপারে মোট বাজেট বরাদ্দ ১০.৫৬ কোটি টাকা।

নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে

ক) **বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার সহায়ক হিসেবে মহাকাশভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার**— ভারত সরকারের পঞ্চায়েতীরাজ দফতর এবং গ্রাম উন্নয়ন দফতর তৃণমূলস্তরে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার জন্য ক্ষেত্রিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। আইএসআরও-ডিওএস এরকম একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদকে ১ : ১০,০০০ স্কেলে মানচিত্রায়ণ করা যায় এবং সেগুলি দেশের সমস্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়া যায়। প্রকল্পটির মোট বাজেট বরাদ্দ ৮.০৪ কোটি টাকা।

খ) **ভূখণ্ডভিত্তিক শস্য ও সবজি চাষের বৈচিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে হাই রেজিলিউশন তথ্যের প্রয়োগ (ওয়ার্ল্ড ভিউ-২)**— এই প্রাথমিক প্রকল্পটি উদ্যানজাত বিভিন্ন ফসল যেমন, ফল, সবজি এবং ফুল কতখানি এলাকায় হয় তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের ইচ্ছাক্রমে তিনটি জেলার অংশ বিশেষে যথা নদিয়া জেলার চাকদা ব্লক, মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্লকের অংশ এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া-২ ব্লকের অংশে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মোট বাজেট বরাদ্দ ২৫.৮৫ লক্ষ টাকা।

গ) **বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব জিওইনফরমেটিক্স (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীনস্থ একটি অধিকরণ) স্থাপন**— লাইন বিভাগগুলির আশু প্রয়োজন মেটাতে ভৌগোলিক তথ্য ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। এই জন্য বহু বিষয় ভিত্তিক দল সমন্বিত একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে যাতে করে বিভিন্ন লাইন বিভাগগুলির সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ ও আদান-প্রদান স্থাপন এবং করে তাদের ঠিক কি প্রয়োজন তা বোঝা যায় এবং সেই প্রয়োজন অনুযায়ী তাদেরকে তথ্য সরবরাহ করা যায়। ভূ-ক্ষেত্রিক তথ্য ব্যবহার করে বর্তমান এবং নতুন সেন্সার দক্ষতা দেখানোর প্রয়োজনও রয়েছে। এই ইনস্টিটিউট-টি গবেষণা ও উন্নয়নের কাজকর্মেও সহায়তা করবে, সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ নেবে এবং নানান কর্মশালা সংগঠিত করবে যাতে করে রিমোট সেন্সিং জেআইএস এবং জিপিএস প্রযুক্তিগুলির নতুন নতুন বিষয়গুলিকে তুলে ধরা যায়।

ভবিষ্যত কার্যক্রম

লাইন বিভাগগুলি যাতে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করবার জন্য আধুনিক ক্ষেত্রিক তথ্য সরবরাহে দফতর যুক্ত থাকবে। জমি ব্যবহার/ ভূ-চরিত্র, বিপর্যয় মোকাবিলা, খরা প্রবণ এলাকা কর্মসূচি এবং নগর পরিকল্পনা মতো ব্যবহারকারী বিভাগগুলিকে সহায়তা করবার প্রয়োজন ভিত্তিক তথ্যের যোগান দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে।

জৈব প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ টিসু-কালচার ইউনিট

ভূমিকা— দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি-র জৈব প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ টিসু-কালচার ইউনিট দৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যাতে নতুন এবং ইতিমধ্যেই প্রমাণিত কারিগরি কৌশলগুলো তৃণমূল স্তরের গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যায়। সরকারের কাজকর্মে এরকম বেশ কয়েকটি প্রকল্প গতি সঞ্চার করেছে। তাদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো—

- ডব্লিউবিএসসিএসটি-র উদ্ভিদ টিসু-কালচার (পিটিসি) পরীক্ষাগার এবং গ্রীনহাউস-এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন।
- বাঁশচাষের সম্প্রসারণ এবং তার প্রদর্শন।
- *উইথানিয়া সোমনিফেরা* এবং *রাউভলফিয়া সারপেনটিনা-র* মতো বিরল জাতের উদ্ভিদগুলিকে কাঁচের পাত্রে বেছে নেওয়া (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

- ভারি ধাতুর সহ্য এবং সংগ্রহ করার ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ *টাইফার* সৃষ্টি (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
- *জাত্রোফা কারকাস*-এর জিন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং বিসিকেভি)।
- নারায়ণগড়ে সরকারের ন্যস্ত ৪০০ একর জমি উন্নয়ন (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং বিসিকেভি)।
- পুরুলিয়াতে পাট বীজ উৎপাদনের প্রচেষ্টা (ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং সিআরআইজেএফ)।
- সিড প্লট প্রযুক্তির মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং বিসিকেভি)।
- বর্ধমান জেলার রায়না ব্লক-২ জমির উর্বরতার পুনরুজ্জীবন (তথ্য প্রযুক্তি দফতর/ ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং ভিআইবি, আরকেএম, নিমপিঠ)।

সিদ্ধান্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি দফতর, ডব্লিউবিএসসিএসটি এবং সহায়তাকারী সংগঠনগুলি উপরিউল্লিখিত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত/ ব্লক/ জেলাস্তরে নিবিড়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যাতে সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।

পেটেন্ট তথ্য কেন্দ্র

একনজরে পেটেন্ট তথ্য কেন্দ্রর কার্যাবলী—

- দুটি কৃষিজাত পণ্য যথা, তুলাইপাঞ্জি চাল এবং কনকচূড় চাল সংক্রান্ত দুটি জিআই প্রকল্পে কাজ চলছে। তুলাইপাঞ্জি চালের তথ্যভুক্তি করণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রায়গঞ্জে অবস্থিত কর্ণজোড়ার কৃষি সংক্রান্ত অধিকরণে পাঠানো হয়েছে পঞ্জিভুক্ত করবার জন্য।
- পশ্চিমবঙ্গের ৪টি বস্ত্র পণ্য যথা, টাঙ্গাইল, জামদানি, করিয়াল এবং গরদের সমীক্ষা ও তথ্য ভাণ্ডার তৈরির ৪টি জিআই প্রকল্পে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেগুলিকে পঞ্জিভুক্ত করার জন্য কলকাতার এনএস বিল্ডিং-এ অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র অধিকরণে পাঠানো হয়েছে।
- জৈব জ্বালানি, জিএম শস্য, বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত মাইক্রো বায়োলজি এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় মাইক্রো বায়োলজির পেটেন্ট বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
- আইপিআর উর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলো আপ সার্টিফিকেট ফোর্স।
- পেটেন্ট-সহ আইপিআর ও তার পঞ্জিভুক্ত করা সম্পর্কে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র, গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অবহিত করা হয়েছে।
- আকাদেমিক ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পেটেন্ট পঞ্জিভুক্ত করা সংক্রান্ত ১০টি খোঁজ করার অনুরোধ নিয়ে কাজ হয়েছে এবং পেটেন্ট পঞ্জীভূত করার ব্যাপারে সহায়তা করা হয়েছে।
- টিআইএফএসি-এর কাছে ১টি পেটেন্ট দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে এবং আরও ২টি পাঠানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।
- মহিলা বিজ্ঞানী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (বিজ্ঞানীদের নির্বাচন করেছে টিআইএফএসি এবং আইআইটি খড়গপুর)
- ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় যথা, পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপিআর সেলের কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পিআইসিডব্লিউবিএসসিএসটি কাজ করছে।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর অন্যান্য লাইন বিভাগগুলির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাবে যাতে তাদের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনগুলিকে মেটানো যায় এবং আকাদেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এইসব লাইন বিভাগগুলির যোগাযোগ ঘটানো যায়। এই সব ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই রাজ্যের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

জৈব প্রযুক্তি

এই দফতরের অতীতের কাজকর্মের ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে বেড়িয়ে জৈবি প্রযুক্তি দফতর আরও প্রসারিত ও বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। এই দফতর বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমুখী প্রকল্প এবং সর্বজনীন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য করেছে। অর্থ সাহায্য করা হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজেও। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষ, যাঁরা তৃণমূলস্তরে রয়েছেন তাঁদের কাছে জৈব প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিতে বেশকিছু প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

- সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে কলকাতা বায়োটেক পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণার কাজ এবং তার সুফল হাতে-কলমে করে দেখিয়ে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে এই কর্মসূচিকে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।
- ১.৫০ কোটি টাকায় স্নাতকোত্তরস্তরে এমএস (কম্পিউটেশানাল বায়োলজি)-সহ ডিওইএসিসি-র ও, এ, বি- স্তরের পাঠ্যসূচির সময়োচিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগরে 'ওমেনস টেকনোলজি পার্কে' গাছের টিসু কালচার সম্পর্কিত গবেষণাগার গড়ে তোলা হয়েছে।

নতুন প্রকল্প

- চিকুনগুনিয়া ভাইরাস চিহ্নিতকরণে এবং তার অণুস্তরে চরিত্র নির্ণয়ের গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান।
- শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা এবং উচ্চ দামের কথা মাথায় রেখে কাঁচা পাট জলে ভিজিয়ে রেখে শক্তিশালী ফাইবার তৈরি করার পদ্ধতিগত খরচ কমানোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
- মানবদেহে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ মাপার আধুনিক পদ্ধতির বিকাশ-এর গবেষণার জন্য আর্থিক অনুদান।
- ধূমপানের ক্ষতি এবং হৃদযন্ত্রের অসুস্থতা রোধে গবেষণার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর হৃদযন্ত্রের অসুস্থতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
- পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর-১ নম্বর ব্লকের অনুর্বর জমিতে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে ওই এলাকার আদিবাসি মানুষের জীবযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানোর কথা ভাবা হয়েছে। এই প্রকল্পে অনুর্বর জমিকে জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে উর্বর, সবুজ, কৃষিযোগ্য করে তোলা হবে। এর ফলে আদিবাসী মানুষ আর ভিটে-মাটি ছাড়া হবেন না।

এই দফতরের কারিগরি কমিটির কাছে ইতিমধ্যেই ১২টি প্রকল্পের খসড়া কার্যকরী অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ক) ডিএনএ-ফিঙ্গারপ্রিন্ট নির্ভর একটি ডাটাব্যাঙ্ক তৈরি করে দক্ষিণবঙ্গের ধানী জমির একটা নকসা তৈরি, খ) জৈব সার উৎপাদনে শ্যাওলা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দান, গ) আর্সেনিক দূষণ ঠেকাতে এই দফতর উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ নেবে। এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনমুখী প্রকল্পগুলি রূপায়ণে দফতর সচেষ্ট।

আগামী প্রকল্প

- কেন্দ্রীয় সহায়তায় বর্তমান বায়োটেক পার্কটির উন্নয়ন ঘটানো।
- সল্টলেক অথবা নিউটাউনে আরও একটি উন্নততর জৈব প্রযুক্তি পার্ক গড়ে তোলা।
- কল্যাণীতে একটি মাঝারি বায়োটেক পার্ক গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারে সুফল সম্পর্কিত অডিও-ভিস্যুয়াল প্রামাণ্য ছবি তৈরি করা এবং সেগুলি তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে প্রচার করা।
- রাজ্যের সমস্ত জৈব প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে একটি ডাটাবেস গঠন করে তাতে নথিভুক্ত করে রাখা।
- জৈব প্রযুক্তির ছাত্রছাত্রীদের কাছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঠন-পাঠনের পরে দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও নজর দেওয়া।

জলসম্পদ উন্নয়ন

ভূমিকা

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দফতর, তার অধীনস্ত জলসম্পদ উন্নয়ন ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট এবং প্রান্তিক চাষিদের কাছে সুফল পৌঁছে দেয়। দ্য স্টেট ওয়াটার ইনভিস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে রাজ্যের কোথায় কেমন ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ও উৎস রয়েছে নিয়মিত তা পর্যবেক্ষণ করে এবং জলের গুণগতমানে নজর রাখে। একইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং সদর্থকভাবে জলের ব্যবহারের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কাজে সম্প্রতি তিনটি মুখ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

১) জলসম্পদের উপর ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব

২) ভূগর্ভস্থ জল ভাণ্ডারের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি এবং

৩) জলের গুণগত মানের অবনমন।

এই তিনটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে দু-দফার রণনীতি নেওয়া হয়েছে।

১) বিপুল পরিমাণে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের বহুমুখী উপায় আলম্বন করা।

২) জল ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখানো।

জল ধরো জল ভরো

এই প্রকল্পের অন্যতম শর্তই হলো, বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ। পুকুর, জলাধার, নালা প্রভৃতির জলধারণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে জল সংরক্ষণ করা। এই প্রকল্পে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃষ্টির জল ধারণ করা ও চাষের কাজে জলকে সঠিক রূপে ব্যবহার—এই দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত চিরাচরিত জলাধারের জল চাষের কাজে ব্যবহৃত হতো কিন্তু মজে যাওয়ার কারণে সেই ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে তাদের চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। এই দফতরের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে যেসব এলাকায় গ্রীষ্মের দিনে দারুণ জলাভাব দেখা যায় এবং সেচের জল পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে, সেইসব এলাকার ৯,৯১৫টি জলাধার এবং জলাশয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে পুরুলিয়ায় ৫,৯৫৫টি, বাঁকুড়ায় ৩,৩৮৩টি, বীরভূমের ৪,৩১৩টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ৬৯টি জলাধার রয়েছে। এই জলাধারগুলিকে খনন করে পলি তুলে ফেলে আরও গভীর করার কাজ চলছে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে। প্রতি ৬টি পাড়া পিছু একটি করে জলাধার এই প্রকল্পের আওতায় আনার চেষ্টা হয়েছে। ১২০০ আর.এফ.টি. জলবাহী নালা তৈরির কাজ চলছে। স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সদর্থক ভূমিকা ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এমজিএনআরইজিএস-এর অধীন প্রকল্প : জমির উপর দিয়ে জলবাহী নালা তৈরির ফলে দুই-ধরনের সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ১) বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত জল ওই নলবাহিত হয়ে জমির আদ্রতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। ২) সেচের

জল সঠিক অর্থে কৃষিকাজে ব্যবহার করা। মাঠের মধ্যেকার জলবাহী নালা এই প্রকল্পে তৈরি করা হবে।

কূপ খনন : পূর্বে বিদ্যুৎচালিত কুপ খননের ক্ষেত্রে এসডব্লিউআইডি অনুমোদন লাগত। এখন থেকে ৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট পাম্পের ক্ষেত্রে আর এসডব্লিউআইডি অনুমোদন লাগবে না। এবার থেকে এই ধরনের কুপের ক্ষেত্রে চাষিরা এসডব্লিউআইডি-র অনুমোদন ছাড়াই বিদ্যুৎ সংযোগ পাবেন।

ক্ষুদ্র সেচের উন্নতি ঘটাতে এই দফতর ভূগর্ভস্থ এবং ভূপৃষ্ঠের জলের যুগ্ম ব্যবহার সম্পর্কে কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। যে সকল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠের জলের উপর নির্ভরশীল ছিল সেগুলি তীব্র জলাভাবে রবি এবং গ্রীষ্মের দিনে ক্ষেতে জল দেওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ভূগর্ভস্থ জল সিঞ্চন করে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে এবং এর কার্যকরিতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষে আইডিএ-থেকে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আইবিআরডি থেকে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার অনুমোদন মিলেছে। এই প্রকল্পের কাজ আগামী ৬ বছরের মধ্যে শেষ হবে। এর দ্বারা ৪,৬৬০টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে উন্নত করা হবে।

চলতি আর্থিক বছরে দফতরের কাজ

- গভীর নলকূল ও নদী জল উত্তোলন প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য ৬৭.৪ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ৯০২৪ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা হবে এবং ২৬.১৭ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হবে।
- বিভিন্ন চাষের ক্ষেতের উপর জলবাহি নালার উপর চেক-বাঁধ তৈরি করে সেচের সুবিধা করা হয়েছে। এসএফএমআইএস-এর অধীন ৮৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

- ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলিকে মানোন্নয়ন করা হবে।
- গভীর নলকূলগুলিকে নতুন করে খনন এবং ১৩ অর্থ কমিশনের অর্থে ডিজেল চালিত কূপগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করা।
- পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ১৫টি চেক-বাঁধ এবং ৫১টি এসএফএমআইএস-সহ ২৮টি বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এর ফলে ৫৩০৩ হেক্টর জমিকে অতিরিক্ত সেচের আওতায় আনা যাবে।
- সরকারি দফতরগুলিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে কৃত্রিম উপায়ে তা পরিশুদ্ধ করে ব্যবহারপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- চলতি আর্থিক বছরের শেষে অতিরিক্ত ৭৭০০ হেক্টর জমিকে সেচের আওতাভুক্ত করা যাবে এবং ২২.৩৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।
- এই দফতরের লক্ষ্য হল জল সংরক্ষণ এবং জল খরচের মধ্যে যে সংঘাত হয়েছে তা কমিয়ে আনা। একই সঙ্গে জলসম্পদ বৃদ্ধি করে তা যথাযথভাবে সেচের কাজে ব্যবহার করা। এক ফোঁটা জলই কাজের সুযোগ সৃষ্টিকারী, এই উদ্দেশ্য সফল করে তোলা।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

সূচনা

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জঙ্গলমহলের ২৩ ব্লকের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। বেশ কিছু পরিকল্পনা এ জন্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। জঙ্গলমহলে বিশেষ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল দফতরকে ঐ এলাকার জন্য পরিকল্পনা দিতে বলা হয়েছে।

সাফল্য ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা অঞ্চলে বহুমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ বর্ষে একাধিক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ১১.৬২ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এই এলাকার সমস্ত মানুষ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধাও পাবেন।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর-নয়াগ্রাম রোড (এসএইচ-৯) এবং ঝাড়গ্রাম-জামবনি রোড চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই ৯.৯৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং এলাকাবাসীরা উপকৃত হবেন।
- জঙ্গলমহল এলাকায় রাজ্য বন দফতরের অধীনে বিভাগীয় বন আধিকারিক (রূপনারায়ণ বিভাগ)-এর তত্ত্বাবধানে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৫.৭৫ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় নিয়মিত মেডিক্যাল ক্যাম্প করার জন্য ৪.১১ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের আওতাভুক্ত এলাকায় বিভাগীয় বন আধিকারিক (খড়্গপুর বিভাগ)-এর তত্ত্বাবধানে একাধিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য ৪.০৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এই এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষত জঙ্গলবাসী উপকৃত হবেন।
- রায়পুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ৩.৮৫ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। কাজ শুরু করার নির্দেশ (ওয়ার্ক ওর্ডার) দেওয়া হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলায় ১৮টি গ্রামীণ এলাকায় এবং ৬৬ টি বিদ্যালয়ে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে ফ্লুরাইড রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য ৩.৫৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার বরাকর-পুরুলিয়া রোডে (ঝাড়ুকখামার) ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ আরসিসি ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে। এরজন্য ২.৫৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- জঙ্গলমহল এলাকায় বিভাগীয় বন আধিকারিক (পুরুলিয়া বিভাগ)-এর তত্ত্বাবধানে একাধিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের জন্য ২.১৯ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন সবজির বীজ উৎপাদনের জন্য পুরুলিয়া সরকারি কৃষি ফার্মে ২.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সীমানা প্রাচীর তৈরির জন্য ১.৭৭ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।
- বাঁকুড়ায় ৬টি প্রধান নদী উত্তোলিত সেচ প্রকল্প ও একটি গভীর নলকূপের জন্য ১.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলায় দেবেন মাহাতো (সর্দার) হাসপাতালে সদ্যজাত শিশুদের জন্য 'সিক নিও-নেটাল কেয়ার ইউনিট' এবং মহিলাও প্রসূতি বিভাগটিকে দ্বিতীয় তল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য ১.৫৮ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।
- বীরভূম জেলার কানা অজয় নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের কাজ চলছে। রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে এই নির্মাণকার্যের জন্য ১.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৫০০ মানুষ উপকৃত হবেন।
- পুরুলিয়ায় জেলায় মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ রোধ এবং জল সংরক্ষণের জন্য ১.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকরা এর ফলে উপকৃত হবেন।

- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কেয়াকুল, মোহনপুর, চাঁদরা, তপসিয়া এবং চিল্কিগড় এই পাঁচটি ব্লকের 'ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র'-এ পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলার জন্য ইতিমধ্যেই ১.৩৫ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলায় বিভাগীয় বনাধিকারিক (পুরুলিয়া)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ২.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে ১.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে তপশীলি জাতি-উপজাতি-সহ প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন।
- পুরুলিয়া জেলায় লাক্ষাচাষের জন্য বন দফতর ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রায় ৩ হাজার চাষি উপকৃত হবেন।
- পুরুলিয়া জেলার পাথরডি, বাঁশগড়, বড়বাজার এই তিনটি ব্লকের 'ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র'-এ পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে ৯৯.২০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বেলপাহাড়ি গার্লস স্কুলের জন্য হোস্টেল এবং অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণের জন্য ৮৫.৬১ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের অতিরিক্ত প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য ৭৬.২৮ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বিনপুর-২ ব্লকে বেলপাহাড়ি গালর্স স্কুলে হোস্টেল তৈরির করার জন্য ৭০.১৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- কংসাবতী সেচ প্রকল্পের অধীন সেচখালের উন্নয়নের জন্য খাতড়া এলাকায় তিন দফায় ১.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলায় বারি, বান্দোয়ান, শিরকাবাঁধে একটি করে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। অর্থও অনুমোদন হয়ে গেছে। অনুমোদিত অর্থ ৪৭.৮০ লক্ষ টাকা।
- পুরুলিয়া জেলায় মানবাজার-২ ব্লকে বারি হাই স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ৪৬.২৯ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার কুস্তৌর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাতমুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চাঁইপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংযোগকারী রাস্তাগুলি নতুন করে সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৩৭.০১ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলায় বারি নিসদামরী গার্লস হাইস্কুলের ক্লাসরুম এবং হস্টেল তৈরি করার জন্য ৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের জামরিপালগড়ে খুদমুরারি গজেন্দ্র শিক্ষাসদন হাইস্কুলের সীমানা প্রাচীর তৈরি করার জন্য ২৪.৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- আমডাঙ্গায় সিমলাপালের তপশীলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হস্টেল তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রথমতলের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়তল নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। এই নির্মাণকার্যের জন্য ২৪.৯২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী (শবর সম্প্রদায়ভুক্ত) উপকৃত হবেন।
- বাঁকুড়া জেলার রায়পুর ব্লকের শুশুনিয়া বোর্ড প্রাইমারি স্কুলের অতিরিক্ত ক্লাসরুম এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ২৪.২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের মহিষদা আর এন হাইস্কুলে ক্লাসরুম নির্মাণের জন্য ২৩.৮১ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গায় একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং ছেলেদের থাকার জন্য একটি হোস্টেল তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে ২০.৮৭ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। 'আমাদের হাসপাতাল' নামে একটি সংস্থাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- পুরুলিয়া জেলার জয়পুর, রঘুনাথপুর-১ নম্বর ব্লক, কাশীপুর ব্লকে একটি করে মোট তিনটি এলাকায় লাক্ষা বীজ তৈরি করার জন্য ১৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালত চত্বরে এবং আলাপানি মাঠে ডিপটিউবওয়েল তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই ১২.০৭ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

- আলাপানি মাঠে দর্শকাসন (স্পেকটেটর গ্যালারি)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাঠের চারিধারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ১১.১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- বিভাগীয় বন আধিকারিক (ঝাড়গ্রাম)-এর তত্বাবধানে আদিবাসী মার্কেট ঢেলে সাজানো হবে। এর জন্য ১০.২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১০০ টি পরিবার উপকৃত হবে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-২ নম্বর ব্লকের গুইয়াদহে মেত্যাদহর এস পি প্রাথমিক স্কুলে ক্লাসরুম নির্মাণের জন্য ১০.১৭ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড়ের কাছে আমকোলাঘাটে কংসাবতী নদীর উপর আর.সি.সি ব্রিজ তৈরির জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম আলাপানি মাঠে সীমানা প্রাচীর তৈরি এবং মাঠের মানোন্নয়নে ৬.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- বাঁকুড়া জেলার রায়পুর ব্লকে শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে ৫টি গভীর নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য ৬.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালে বাগানের চারিধারে স্থায়ীভাবে বেষ্টনী তৈরি করা হবে। এর ফলে রোগী, রোগীর আত্মীয়-পরিজন এবং হাসপাতালের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। এই কাজের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশে ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালত চত্বরে একটি সুউচ্চ জলাধার (ট্যাঙ্ক) এবং শ্রীকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠে আরেকটি জলাধার নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে ৪.৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে যাঁরা ঝাড়গ্রাম আদালতে আসেন তাঁরা সুফল পাবেন। পাশাপাশি সারদা বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপকৃত হবেন।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর-সন্তোষপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের তৃতীয়তল নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হবেন।
- কাঁকড়াঝোড়ে একটি কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হবে। এর জন্য ৩.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দরপত্র ডাকার (টেন্ডার) কাজও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
- ঝাড়গ্রাম মহকুমা হাসপাতালের সৌন্দর্যায়নে ২.২৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ওরগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যানিকতনে নতুন স্কুল বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ টাকা করা হয়েছে।

উপসংহার

জঙ্গলমহল এলাকায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চল দফতর বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক-সহ জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি, সেচ, বন, পূর্ত, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদি একাধিক দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে। ইতিমধ্যে একগুচ্ছ প্রস্তাব জমা পড়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই অনুমোদন পেয়েছে। আরও কিছু প্রস্তাব এই দফতর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছে।

ক্রীড়া

খেলাধুলার প্রসার ঘটাতে এই কয়েকমাসে রাজ্যস্তরে এবং জেলাস্তরে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জঙ্গলমহলের তিনটি জেলায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে খেলাধুলার মানোন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে ক্রীড়া দফতর।

ক্রীড়া কর্মসূচি

ক্রীড়াক্ষেত্রে গ্রাম্য এলাকার যুবক-যুবতীদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। তপশীলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এই দফতর।

- অলিম্পিক দৌড় প্রতিযোগিতা, উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় আদিবাসী ফুটবল প্রতিযোগিতা, কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় ফুটবল প্রতিযোগিতা, দার্জিলিংয়ে 'গোর্খা গোল্ড কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং 'জঙ্গলমহল কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১১ সালের ৬ জুন, লালগড়ে একটি প্রদর্শনী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। জঙ্গলমহল এলাকার যুবকদের নিয়ে তৈরি জঙ্গলমহল দলের সঙ্গে কলকাতা দলের খেলা হয়। আইএফএ-র কর্তাব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। লালগড় অঞ্চলের প্রায় ২৫ হাজার মানুষ এই প্রতিযোগিতার সাক্ষী হয়েছিলেন।
- ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহল উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহলের তিনটি জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর— এর বিভিন্ন ক্লাবগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করেন। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে জার্সি উপহার দেওয়া হয়। জঙ্গলমহলে খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য মোট ৭১০টি ক্লাবের প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদানও দেন মুখ্যমন্ত্রী।
- ২০১২ সালের ৩০ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ক্রীড়া দফতর আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৭৯০টি ক্লাবের প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যদি আগামী বছর যথাসময়ে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে পারে তাহলে আরও ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান তারা পাবে। আগামী বছর এই বাবদ ১৫০০টি ক্লাবকে অনুদান দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- খেলাধুলার ক্ষেত্রকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে রাজ্যজুড়ে স্পোর্টস ক্লাবগুলিকে ২ লক্ষ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য অবদানের জন্য ১৭০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে ১৯ জুন, ২০১১ নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে সম্মানিত করা হয়েছে।
- ৫০০০ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের জন্য মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ৫০ জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদকে তাঁদের খেলাধুলার মান বাজায় রাখার জন্য স্পনসর করা হয়েছে।
- প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আন্তঃমাদ্রাসা বিদ্যালয়স্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য ৫০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।

ক্রীড়া পরিকাঠামো কর্মসূচি

- জেলায় জেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্টেডিয়াম, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল-সহ একাধিক ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামের মানোন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- উলুবেড়িয়া স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
- শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটিং সিস্টেম বসানো জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। নয়াগ্রাম এবং শালবনিতে স্টেডিয়ামের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- খেলাধুলার বিষয়ে গ্রামের যুবকদের উন্নতমানের পরিকাঠামোগত সুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়াগায় স্টেডিয়াম তৈরি

করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে ক্রীড়া দফতর।

- দার্জিলিং-এ লেবং স্টেডিয়ামে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।
- কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের জন্য নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

- উন্নতমানের পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশের সেরা স্টেডিয়াম হিসাবে পরিচিতি লাভ এবং আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের একাংশ লিজ এবং ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। ক্রীড়া দফতর ওই অংশটি লিজ হোল্ডার এবং ভাড়াটেদের কাছ থেকে পুনরায় অধিগ্রহণ করেছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনটি ঢেলে সাজাতে ৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ভিতরের অনেকটা অংশ এতদিন বেআইনি দখলদারদের হাতে ছিল। এখন সেই বেআইনি দখলদারির ৮০ শতাংশই মুক্ত হয়েছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন 'টিয়ার'-এ জলের প্রচন্ড অভাব ছিল। সেই অভাব মেটানো হয়েছে।
- যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি সুইমিং পুল রয়েছে, যা সাঁতারু এবং ক্রীড়াবিদরা সপ্তাহে পাঁচদিন বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ

- ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বাড়াতে গণমান্য ক্রীড়াবিদদের মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কমিটি পুনরায় গঠন করা হয়েছে।
- ক্রীড়া পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে 'পঞ্চায়েত যুব ক্রীড়া আউর খেল অভিযান' কর্মসূচির আওতায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলবে। অর্জুন পুরস্কার জয়ী সোমা বিশ্বাস এই কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন।
- এই কর্মসূচির আওতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নিয়মিত ক্রীড়াশ্রী প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম

- রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের সঠিক ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।
- নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দিবারাত্রি বিশেষ পরিষেবা প্রদানের জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। প্রয়োজনে ১ হাজার পর্যন্ত খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াবিদদের জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- খেলায়াড়দের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে।
- ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া ময়দানের আর কোনও ক্লাবেই খেলোয়াড়দের পোশাক বদলানোর জন্য তাঁবুতে কোনও ঘর ছিল না। এখন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তার জন্য আলাদা দুটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে।

সুভাষ সরোবর/ বেলেঘাটা সুইমিং পুল

- সুভাষ সরোবর এবং বেলেঘাটা সুইমিং পুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭.০৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামীদিনে খেলাধূলার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট রাজ্য ক্রীড়া দফতর। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় প্রত্যন্ত এলাকায় ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন করা হবে। স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

পরিবহণ

নতুন সরকারের নীতিই হলো উন্নততর, নিরাপদ যাত্রী পরিষেবা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের এই সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবাগুলিরও উন্নতি সাধন। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে গত কয়েক মাসে প্রচেষ্টায় একটি নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই নকশা অনুযায়ী পরিবহণ এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে কোথায় কি ফাঁক ফোঁকর রয়ে গেছে তা চিহ্নিত করে সমস্যা পূরণের চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

- সাধারণ যাত্রীদের উপর যাতে কোনওরকমভাবেই আর্থিক বোঝা না চাপানো হয়, সেই কারণে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও বাস এবং ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ানো হয়নি।
- কলকাতার বেলতলায় পাবলিক ভেইকেলস দফতরের কাজকর্ম যাতে আরও সহজ এবং মানুষের অহেতুক ভোগান্তি ছাড়া হতে পারে তার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। হাওড়া ও আলিপুরে আরটিও অফিসগুলির পরিষেবা উন্নয়নের জোর দেওয়া হয়েছে।
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১ আগস্ট ২০১১ তারিখে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের সিল্ক এয়ার কর্তৃক কলকাতা সিঙ্গাপুর উড়ানের শুভ উদ্বোধন করেছেন।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে পন্টুনের মতো জেটি নির্মাণ করা হয়েছে।
- কাঁথি, পাশকুড়া এবং বালুরঘাটে পেভমেন্ট মার্কার তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।
- যাত্রীসাধারণের মধ্যে পরিবহণ এবং পথনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে মালদহের মহেশপুর ওয়েফেলার স্যোসাইটি এবং কলকাতার বসুধা সেন্টার ফল নিউ ওয়ার্ল্ড সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রচার চালানো হয়েছে।
- গত ৬ মাসে কর্ম সংস্কৃতির বিরাট পরিবর্তন এবং গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হুগলি রিভারব্রিজ কমিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি হলো—
    - নাগেরবাজার ফ্লাইওভার, ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করা এবং স্থানীয় মানুষকে যানজট থেকে মুক্তি দেওয়া।
    - বেকবাগান ফ্লাইওভার, ২০১২ সালের মে মাসের মধ্যে শেষ করা এবং শিয়ালদহ যাতায়াতকারী যানবাহনের জটমুক্ত করা।
    - বিদ্যাসাগর সেতুর হাওড়া দিকের অংশের নীচে একটি 'পোষাকউদ্যান' (গারমেন্ট পার্ক) গড়ে তোলার কাজ ২০১২ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ করা।
    - বিদ্যাসাগর সেতুকে ২০১২ নতুন বছরে উৎসবে সামিল করতে আলোর মালায় সুসজ্জিত করা।

এছাড়াও আরও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গত কয়েকমাসের মধ্যে সরকার গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে রয়েছে—

- ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই সমস্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্মার্টকার্ড এবং পারমিট, রেজিস্টার্ড পোস্ট/স্পিড পোস্ট মারফত আবেদনকারীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরফলে আবেদনকারীদের আর অহেতুক সমস্যায় পড়তে হবে না। গোটা ব্যবস্থাটির মধ্যে দুর্নীতিহীন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে আবেদনকারী সঠিক ঠিকানা দিয়েছেন কিনা সেটাও প্রমাণ হয়ে যাবে। এই দুটি বিষয়ে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে।
- কলকাতার বেলতলায় পাবলিক ভেইকেলস দফতরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি এরকম দফতর খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কসবা, সল্টলেক এবং মানিকতলায় এই দফতরগুলি হবে। কসবা দফতরটি কাজ শুরু করবে শীঘ্রই।
- বনগাঁও, বিষ্ণুপুর, বারুইপুর, বসিরহাট, বোলপুর, চাঁচল, ডায়মন্ডহারবার, ইসলামপুর, জাঙ্গিপুর, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণী, খড়গপুর, মাথাভাঙা, রঘুনাথপুর, রামপুরহাট, শ্রীরামপুর এবং উলুবেড়িয়ায় ১৮টি নতুন এআরটিও অফিস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে ডায়মন্ডহারবার, বারুইপুর, বসিরহাট, বনগাঁও এবং ঝাড়গ্রামের দফতরগুলি প্রথমে কাজ শুরু করবে।

- কলকাতার পাবলিক ভেহিকেলস দফতর এবং জেলাস্তরের আরটিও অফিসগুলির কাজকর্মের নজরদারি রাখতে সরকার একটি নতুন 'পরিবহণ ডিরেক্টরেট' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ডিরেক্টরেট সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা শুনবে এবং সেগুলি প্রশমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- বেসরকারি নতুন গাড়ির জন্য এককালীন আজীবন কর ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে। পাশাপাশি পাঁচবছরের জন্য করদানের প্রচলিত পদ্ধতিও বজায় থাকবে।
- কলকাতা থেকে হলদিয়া, দীঘা, আসানসোল, দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত কপ্টার পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আগ্রহীদের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।
- হুগলির বৈদ্যবাটি, পূর্ব মেদিনীপুরের এগড়া ছাড়াও বোলপুর, ঘাটাল, চাউলখোলা, নবদ্বীপ, পুরুলিয়া, তমলুক, বাঁকুড়া এবং গঙ্গাসাগরের লট নম্বর ৮-এ নতুন বাসটার্মিনাল গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- নতুন আধুনিক যন্ত্র চালিত ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চন্দননগর, বৈদ্যবাটি, অশোকনগর, বাঁশবেড়িয়া, পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রামের কাছে চন্ডীপুরের মোড়, এগরা-বাজকুল সড়কপথে বাজকুলের মোড়, খেজুরির কাছে হেড়িয়া, মাধাখালি রোড, কলকাতা-দীঘা সড়কপথে নাচিন্দার মোড়, কাঁথি-দীঘা সড়কপথে রামনগরবাজার মোড়, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং বিধাননগর পুরসভার বিভিন্ন এলাকায়।
- পথচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্ধমানের পানাগড় বাজারের কাছে ২-নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে, এবং পুরুলিয়া পুর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাথের ধারে রেলিং বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থাপনা আরও সুচারু করে তুলতে বিভিন্ন পরিবহণ সামগ্রী কেনায় খরচ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা এবং একই কাজে হাওড়ার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা।

আগামী পরিকল্পনা

- রাজ্যবাসীর কাছে আরও উন্নততর পরিবহণ পরিষেবা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে চিন্তাভাবনা করছে। তারমধ্যে রয়েছে
  - ১৯ জুলাই ২০১১ কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উড়ানের শুভারম্ভ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্যিকভাবে কলকাতা কোচবিহার উড়ান শুরুও করা হয়। কিন্তু এই উড়ান পরিষেবা এখনও লক্ষ্যপূরণে তেমন আশানুরূপ নয়। এই উড়ান পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে এবং আরও উন্নত করতে সরকারিভাবে সমস্ত আগ্রহীদের কাছে পরামর্শ এবং উৎসাহ আমন্ত্রণ করা হয়েছে।
  - পরিবহণ দফতরের অন্তর্গত বিভিন্ন যানবাহণের কাছ থেকে যেসব কর নেওয়া হয়, যেমন- রোড ট্যাক্স, অতিরিক্ত রোড ট্যাক্স, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, অডিও ট্যাক্স, ভিডিও ট্যাক্স ইত্যাদি, এইসব বিভিন্ন ধরনের কর একত্রিত করে একটি কম্পজিট কর ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবা হচ্ছে।
  - সরকারের উপর থেকে ভর্তুকির পরিমাণ কমানো এবং সাবলম্বী হবার লক্ষ্যে নিজস্ব কর্মসূচি তৈরি করে এগোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন পরিবহণ সংস্থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে সিএসটিসি, সিটিসি, এসবিএসটিসি, ডব্লিউবিএসটিসি এবং এনবিএসটিসি।
  - বেহালা, আসানসোল, মালদহ এবং বালুরঘাটে পরিত্যক্ত বিমানবন্দরগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে চালু করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে একইসঙ্গে শান্তিনিকেতন, দীঘা, সাগরদ্বীপ এবং সুন্দরবনে নতুন বিমানবন্দর তৈরি করারও পরিকল্পনা রচনা করে দিল্লি পাঠানো হয়েছে।

যুব বিষয়ক

এই দফতর বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মনিষীদের ভাবতত্ত্ব প্রচার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংহতি বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে।

- বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী, রাজ্য ও জেলাস্তরে, যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গত ২৫.৫.২০১১ তারিখে পালন করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মজয়ন্তী, রাজ্য ও জেলাস্তরে, যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে হালিম, ফাজিল ও উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষার (২০১১) প্রথম দশ স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। শংসাপত্র, স্মারক, বই ও নগদ ৫,০০০ টাকা মোট ৩০ জনকে দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS/BDS পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকেও সম্মানিত করা হয়েছে।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী যুবউৎসবের একটি অঙ্গ হিসেবে গত ৮.৮.২০১১ তারিখে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্লক/পৌরসভা/কর্পোরেশন/বোরো/জেলা ও রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যস্তরীয় অনুষ্ঠানে মৌলালী যুবকেন্দ্রে আয়োজন করা হয়েছিল। নয়াগ্রামে, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আগত ৬২ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দল যথাক্রমে সাঁওতালি ও বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছিল— এটাই ছিল সেদিনের মুখ্য আকর্ষণ।
- পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী জেলা/রাজ্য স্তরে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ পালিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার পথ শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।
- পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম এবং গোপীবল্লভপুরে ৮ ও ৯ জুলাই ২০১১ উপজাতি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উপজাতি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশন করেছিল। এই উপলক্ষ্যে উপজাতি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রীও বিতরণ এবং ক্লাবগুলির মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল।
- গত সেপ্টেম্বর ২০১১ তে সরকারের সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক চারুকলা শীর্ষক সম্মেলন কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে বিশ্বের ১১টি দেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।
- যুবউৎসব ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের জেলা/ব্লক/পৌরসভা/বোরো স্তরে ও রাজ্যস্তরে এই উৎসব পালিত হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৩ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০১২ এই উৎসব হয়েছে। ঝাড়গ্রামে বিশেষ জঙ্গলমহল উৎসব ও যুবউৎসব উপলক্ষ্যে ১০-১২ জানুয়ারি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এরপর দিঘাতে 'সৈকত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে যুব কল্যাণ দফতর সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের জন্য স্থায়ীভাবে Water Scooter, Parasailing, etc Adventure চালু করেছে। পাহাড়-ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষ্যে মালবাজারে পাহাড় ও ডুয়ার্সের শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।
- ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্লক ও পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে সামগ্রী কিনে তা ক্লাবগুলির মধ্যে বিতরণ করার জন্য।
- ৩টি সংস্থাকে নির্বাচিত করা হয়েছে মাওবাদী উপদ্রুত জেলাগুলিতে মোটরগাড়ি চালাবার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। এখনও পর্যন্ত এই খাতে তিনটি জেলার জন্য ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় ইতিমধ্যেই এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে।
- সমস্ত জেলা ও রাজ্যস্তরে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে এই অনুষ্ঠান মৌলালি যুবকেন্দ্রে এবং কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলাস্তরে বিজ্ঞান সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। রাজ্যস্তরে এই অনুষ্ঠান কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য বিজ্ঞান মেলা ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১২ বিড়লা ইনস্টিটিউট অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- এই দফতর এভারেস্টজয়ী শ্রী বসন্ত সিংহ রায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল মঙ্গন, সিকিমে উদ্ধারকার্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই দলটি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় সর্বপ্রথম পৌঁছোয় এবং সেখানে তাঁরা এক সপ্তাহেরও বেশি ছিলেন।
- West Bengal Mountaineering and Adventure Sports Foundation (WBMASF) হলো এই দফতরের অধীন স্বশাসিত সংস্থা। WBMASF-এর নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এভারেস্টজয়ী শ্রী বসন্ত সিংহরায়কে এই সংস্থার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজ্য সরকার নিয়োগ করেছে। এছাড়াও শ্রী বসন্ত সিংহরায় ও শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাসকে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ জয় করার জন্য যুব কল্যাণ দফতরের তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।
- ৯ জানুয়ারি ২০১২ থেকে গোপালপুর, ওড়িশা থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত রাজ্যের সর্বপ্রথম কোস্টাল ট্রেকিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রী যুব এই ট্রেকিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে।
- ১২ জানুয়ারি ২০১১ জঙ্গলমহল উৎসবের শেষ দিনে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহলের ১৬ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব-সহ সাহসিকতার জন্য ৭ জনকে, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৫ জনকে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আরও ২২ জনকে বিবেক পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ৫০ জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, প্রতিটি পুরস্কার মূল্য ২৫ হাজার টাকা।
- ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ম্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৭ তম জাতীয় যুব উৎসবে রাজ্য যুব-উৎসবে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রথম স্থানাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে ২ জন স্বর্ন পদক, ১ জন রৌপ্য পদক ও ৩ জন ব্রোঞ্জ লাভ করেন, যেখানে গত বছর এই উৎসবে রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের পদক সংখ্যা ছিল ২টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ।

আগামী দিনের পদক্ষেপ

১) এই মুহূর্তে এই রাজ্যে প্রায় ১,২০০টি এ্যাডভান্সড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই দফতরের নিয়ন্ত্রনাধীন। এই কেন্দ্রগুলিকে আধুনিক ও নতুন পাঠ্যক্রমে যোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের কাজের ক্ষেত্রে যে বিশাল সুযোগ রয়েছে তা মাথায় রেখে জানুয়ারি ২০১২ থেকে সমস্ত জেলায় একটি ৬ মাস ব্যাপী Security Guard General & Industrial পাঠ্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর একটি নতুন পাঠ্যক্রম Multilingual Study & Tourist Guide জানুয়ারি ২০১২ থেকে কলকাতা ও নদীয়াতে চালু হবে।

২) এই মুহূর্তে এই রাজ্যে এই দফতরের অধীনে ২১টি যুব আবাস রয়েছে। সাগর, দিঘা, ও মুকুটমণিপুরের যুব আবাসগুলির মেরামতির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ডিসেম্বর ২০১১ তে মেদিনীপুরে একটি যুবআবাসের উদ্বোধন হয়েছে। সুন্দরবনের বালি দ্বীপেও একটি যুবআবাস চালু করা হয়েছে। আসানসোল ও মায়াপুরে নতুন যুব আবাস তৈরি করা হবে।

৩) নয়াগ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মালদহ-তে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হবে।

৪) রাজ্যস্তরে Mountaineering Wall Climbing প্রতিযোগিতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৭ ডিসেম্বর ২০১১তে শুরু হবে।

৫) যুবকল্যাণ দফতর সমস্ত ক্লাব ও সংগঠনগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, নদীয়া, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। RKVY এবং অন্যান্য আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাজে এই ক্লাব/সংগঠনগুলিকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করা হবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

সুন্দরবন বিষয়ক

পশ্চিম দিকে হুগলি নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ইছামতি-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদী এবং উত্তরে ডাম্পয়ার-হজেসরেখা দিয়ে বেষ্টিত সুন্দরবন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৯টি ব্লক এবং ১৬টি থানা এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ব্লকগুলি হলো— দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অর্ন্তগত সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, জয়নগর-২, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, বাসন্তী ও গোসাবা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অর্ন্তগত হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২ ও মিনাখাঁ। সুন্দরবনের আয়তন ৯,৬২৯ বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে ৪,৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় জনবসতি আছে এবং বাকি এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সুন্দরবন এলাকার আনুমানিক জনসংখ্যা ৪৫ লাখ।

চলতি প্রকল্প সমূহ—

ক) সেতু—

- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পিয়ালী নদীর উপর আর সি সি সেতু, সংযোগকারী ব্লক সমূহ জয়নগর-১, ক্যানিং-১। এখনও পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৪০ শতাংশ।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুতারভাগ নদীর উপর আরসিসি সেতুর (ব্লক মথুরাপুর-১) কাজ শুরু হয়েছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সপ্তমুখী নদীর উপর কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের সংযোগকারী সেতু। সেতুটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সংযোগকারী রাস্তাটির কাজ চলছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুমারপুর বাজারে আঠারগাছি খালের উপর আরসিসি সেতুর (ব্লক-পাথরপ্রতিমা) কাজ চলছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মদঙ্গভাঙা নদীর উপর (মথুরাপুর-২ ও পাথরপ্রতিমা ব্লক) সংযোগকারী সেতুর কাজ চলছে।
- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢাকির মুখে সোনাটিকারী খালের উপর জয়নগর-২ ও মথুরাপুর-২ ব্লকের সংযোগকারী আরসিসি সেতু। এখনও পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৪৫ শতাংশ।

খ) ইটপাতা রাস্তা—

সুন্দরবন অঞ্চলের ১০০টি ইঁটপাতা রাস্তার কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ।

গ) পীচ রাস্তা—

সুন্দরবন অঞ্চলের ১৫টি পীচ রাস্তার কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।

ঘ) ঢালাই রাস্তা—

সুন্দরবন অঞ্চলের ৭টি ঢালাই রাস্তার কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৪৮ শতাংশ।

ঙ) ঢালাই জেটি—

সুন্দরবন অঞ্চলের ৩২টি ঢালাই জেটির কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৫৫ শতাংশ।

চ) স্পোর্টস কমপ্লেক্স—

সুন্দরবন অঞ্চলের ৩টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স (কাকদ্বীপ, ক্যানিং-১ এবং রায়দিঘী) কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৭০ শতাংশ।

ছ) নলকূপ স্থাপন—

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ৩৮৯টি নলকূপ স্থাপনের কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৭৫ শতাংশ।

জ) আইটিআই বিল্ডিং নির্মাণ—

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে ৭টি আই টি আই বিল্ডিং নির্মাণের কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৬৫ শতাংশ।

ঝ) ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প নির্মাণ—

সুন্দরবন অঞ্চলের দুটি ব্লকে (নামখানা ও গোসাবা) ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প নির্মাণের কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ।

ঞ) কৃষি—-

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে জল সংরক্ষণ ও ভূমি উন্নয়ন নির্মাণ প্রকল্পে কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৫০ শতাংশ।

ট) মৎস্য চাষ—

ঝড়খালি মৎস্য খামারে মৎস্য চাষ ও সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে মৎস্য চাষ প্রকল্পে কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৬৫ শতাংশ।

জলসংরক্ষণ ও ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের উপকার প্রার্থী এবং মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ৫০ শতাংশ।

ঠ) সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প—

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ১০০ শতাংশ।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন ব্লকে বাদাবন প্রকল্পে কাজের অগ্রগতির পরিমাণ ১০০ শতাংশ।

ড) অন্যান্য প্রকল্প—

সুন্দরবনের সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১০,৩৩৮টি সাইকেল বিতরণ।

আগামী দিনের প্রকল্প—

- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ইটপাতা রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ১৪৭ কিমি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে পীচ রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ৬০ কিমি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ৩২ কিমি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে গার্ডওয়াল ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ— ২টি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ— ৮টি
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ঢালাই জেটি নির্মাণ— ক্যানিং ২নং ব্লকে ১টি।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে ঝামা— খোয়া রাস্তা নির্মাণ, দৈর্ঘ্য— ১.৫ কিমি।
- সুন্দরবন অঞ্চলের আনুসাঙ্গিক কাজ— মথুরাপুর ২নং ব্লকের রায়দিঘীতে ১টি ছাত্রী আবাস।
- সুন্দরবন অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থা নির্মাণ— ক্যানিং ১নং ব্লকে ১টি।
- স্লুইস ও নিকাশী নালার উপর ঢালাই— কুলতলী ব্লকে ১টি।
- সুন্দরবনের সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাদ্রাসা বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে ১২,৮৬৩টি সাইকেল বিতরণ।
- সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন— ২৫০টি।
- সুন্দরবনের বিদ্যুৎ সংযোগহীন মৌজাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ— পাথরপ্রতিমা ও গোসাবা ব্লকের কিছু মৌজাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সাগর ব্লকে বিদ্যুতায়ন প্রায় সম্পূর্ণ।

উপসংহার

সুন্দরবন বিষয়ক দফতর এই অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে দায়বদ্ধ এবং এই লক্ষ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে ইট বাঁধানো রাস্তা, পাকা রাস্তা, ঢালাই রাস্তা, সেতু আর সি সি জেটি, কালভার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এবং সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে বৃষ্টির জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করা, সামাজিক বনসৃজন, মৎস্যচাষ, শিশু ও নারী উন্নয়ন, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, বাসস্ট্যান্ড, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, মার্কেট কমপ্লেক্স, নির্মাণ প্রকল্প সমূহ এবং জাতীয় গ্রামীণ রোজগার সুনিশ্চিতকরণ যোজনার রূপায়ণে এই দফতর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কল্যাণ

সূচনা

এই রাজ্যের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছে যথা শীঘ্র সম্ভব নিখরচায় বাড়ির দলিল ('ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিডস') এবং এলাকাগুলিতে পুর-পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই দফতর কাজ করছে। সেই সঙ্গে সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক, জুনিয়র হাই, উচ্চ বিদ্যালয়গুলি এবং এলাকার কলেজ, গ্রন্থাগার, সমাজসেবী সংস্থাদের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দফতরের নামে নথিভুক্ত জমির লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই দফতর।

এই দফতর অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে এই দফতরের নথিভুক্ত বিভিন্ন মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জলাশয় লিজ দেওয়ার কথা ভেবেছে। একইভাবে বেশ কিছু দোকান এবং দোকানের জন্য চিহ্নিত জমি উদ্বাস্তু দোকান মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

সাফল্য

- এই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন জেলার ৯৭৬ জন উদ্বাস্তু পরিবারকে নিঃশর্ত দলিল দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী ২৫ জনকে জমির লিজ ডিড দেওয়া হয়েছে।
- সাধারণ মানুষের স্বার্থে একটি জলাধার নির্মাণের জন্য দুর্গাপুর পুরসভাকে জমি দেওয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার জন্য একটি জমির কাগজপত্র ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের কাছে পরিবর্তন ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।
- পেশাগত যোগ্যতাকে মাত্রা হিসেবে গণ্য করে চারটি সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি সরকার অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি গ্রন্থাগার এবং ১০টি সমাজসেবী সংস্থা-কে জমি লিজ দেওয়া হয়েছে।
- নতুন সরকার হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকায় অন্তর্গত বেলগাছিয়ায় কিসমত কোয়ার্টার্স কলোনি, মৌজা বেলগাছিয়া কিসমত-কে বৈধতা দানের লক্ষ্যে ১১.১৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।
- উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে উদ্বাস্তু দোকান মালিক এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে গঠিত মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতে বাজার এবং জলাশয় লিজ দেওয়ার পরিবর্তে সরকার আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।
- উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ অর্থের পরিমাণ ১০ হাজার ১৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪১ হাজার ২০০ এবং ১৪ হাজার ১৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫১ হাজার ২০০ টাকা করার জন্য ভাবনা-চিন্তা চলছে।

আগামী দিনের প্রকল্প

- ➢ যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার এখনও পর্যন্ত জমির দলিল (ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিডস) পাননি তাঁদের দ্রুত তা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ➢ জমি হস্তান্তর : ক) বর্ধমান জেলায় যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে একটি যুব আবাস গড়ে তোলা, খ) পুর প্রশাসনের উদ্যোগে অশোকনগর-কল্যাণগড়ে একটি প্রশাসনিক দফতর গড়ে তোলা, গ) ঝাড়গ্রামে সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়নের জন্য জমি দেওয়া, ঘ) সুন্দরবনের ঝড়খালিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের হাতে নতুন থানা বাড়ি গড়তে জমি দেওয়া, ঙ) নারকেলডাঙা সরকারি আবাসনে একটি ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে কলকাতা পুরসভাকে জমি দেওয়া, চ) পূর্ত দফতরের ইন্সপেকশন বাংলো গড়ার জন্য জমি দেওয়া এবং ছ) হাওড়ায় ট্রান্সফরমার বসানোর জন্য সিইএসসি-কে জমি দেওয়া।
- ➢ আলিপুরদুয়ার এবং নদিয়ার ফুলিয়ায় কলোনিগুলিকে নিয়মিতকরণে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।
- ➢ আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে রাজ্য জুড়ে উদ্বাস্তু কলোনির ১৫ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য প্লট বরাদ্দ করা।